বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ১ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। শনিবার ।১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪০০ সংখ্যা।। ১৭ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

Center of Excellence in Education & Culture

TARGET POINT STUDY CIRCLE

A Group of Target Point (R) School

Recognized By : WBBSE, Index No - R1-283

(10+2) STANDARD (ARTS & SCIENCE)

TARGET POINT STUDY CIRCLE — TARGET — Estd 2014 — P.O.- Haruchak (Sahabajpur) P.S.- Kaliachak, Dist.- Malda, (W.B.)

A BENGALI MEDIUM HIGHER SECONDARY SCHOOL
FOLLOWED BY W.B.C.H.S.E. CURRICULUM
ARTS and SCIENCE (XI & XII) STREAM
WITH SPECIAL COACHING FOR MEDICAL (NEET) AND ENGINEERING (WBJEE)

MAGNIFICENT PERFORMANCES OF OUR STUDENTS IN H.S. - 2025

Golam Masud Biswas 482 (96.4%) | Sumaya Sultana 479 (95.8%) | Nayan Jabi 469 (93.8%) | Farhin Aktar 468 (93.6%) | Sonia Akhtar 460 (92%) | Asifa Khatun 460 (92%)

Admission Test for class -XI (Science)

18th February, 2026 (Wednesday) at 12:00 pm

Offline & Online Form Fill-up will Start From 10th December, 2025
login for Online Form Fill-up:
www.targetpointrschool.org

NEET - UG & JEE 2025 Rankers

FARIA HOSSAIN — MBBS, I.P.G.M.E.R & S.S.K.M. Hospital, Kolkata.
PUNAM MANDAL — MBBS, Diamond Harbour Govt. Medical College
AFROJA KHATUN — North Bengal Medical College & Hospital, Siliguri.
SUHANA AKHTAR — Calcutta National Medical College &Hospital, Kolkata
RIDA KALIMI — MBBS, Malda Medical College & Hospital, Malda
GOLAM MASUD BISWAS — ECE, Jadavpur University
ABDUL AJIJ — Calcutta National Medical College & Hospital, Kolkata
MD JISHAN ALI — MBBS, Collage of Medicine & JNM Hospital, Kalyani, Nadia
FAHIM ABRAR — MBBS, Collage of Medicine & Sagore Dutta & Hospital, Kamarhati, Kolkata
TAHIR ALAM — MBBS, Barasat Govt. Medical College & Hospital
NAIMA KHATUN — MBBS, Malda Medical College & Hospital, Malda
MONALISA KHATUN — MBBS, Deben Mahata Govt. Medical College & Hospital

SEPARATE CAMPUS FOR BOYS AND GIRLS

BOYS' CAMPUS
SAHABAJPUR (CHHARKATOLA)
P.S.- KALIACHAK, DIST - MALDA
CONTACT NO - 8637060130/ 8101609680

GIRLS' CAMPUS
SAHABAJPUR (MASTER PARA)
P.S.- KALIACHAK, DIST - MALDA
CONTACT NO - 9734098601 / 9749271733

REGISTERED OFFICE :-
P.O : HARUCHAK (VIA- SAHABAJPUR),
P.S : KALIACHAK, DIST- MALDA,
WEST BENGAL - 732201

CONTACT NO- 9733080221 (H.M)
9734098601 / 9733093507 / 7872600103
9153199249 / 9775934411 / 8927011677
WEBSITE: www.targetpointrschool.org
Email ID : tprs2003@gmail.com

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com   ১ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। শনিবার ।১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪০০ সংখ্যা।। ১৭ পাতা   বুলেটিন সংখ্যা

SAMSI AL-HAI MISSION

CO-ED EDUCATION

ADMISSION + OPEN

FOLLOWING CBSE CURRICULUM
(ENGLISH MEDIUM SCHOOL)

ADMISSION + OPEN

Govt. Regd. No.- S/21.5333
www.samsialhaimisson.in
ESTD : 2013

অ্যাকাডেমির লক্ষ :

সম্মনীয় সুধীবৃন্দ,
শিক্ষাই প্রতিটি মানব সন্তানের সুপ্ত জ্ঞানকে জাগ্রত করে। আবার শিক্ষাই হল মানব জাতির মেরুদন্ড, শিক্ষাহীন জাতি পঙ্গু ও অচল। শিক্ষা মানুষকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেয়। আমরা সমাজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে সম্পূর্ণ ইংরেজী মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছি। এখানে ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, আরবী গণিত, বিজ্ঞান এবং কম্পিউটার প্রভৃতি বিষয়গুলি যত্ন সহকারে অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা মন্ডলীর দ্বারা পড়ানো হয়। অতএব সমস্ত অভিভাবক-অভিভাবিকাদের আহ্বান করছি যে, আপনাদের আদুরে সন্তান/ সন্ততিদের "সামসী আল-হাই মিশন" এ ভর্তি করে তাদের জীবনকে সফল করুন।

SAMSI AL-HAI MISSION

GIRLS' CAMPUS

ADMISSION + OPEN

FOLLOWING CBSE CURRICULUM
(ENGLISH MEDIUM)

ADMISSION + OPEN

Govt. Regd. No.- S/21.5333
www.samsialhaimisson.in
ESTD : 2013

অ্যাকাডেমির লক্ষ :

- শিক্ষার্থীর নৈতিক, শারীরিক, সামাজিক তথা সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা।
- শিক্ষা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

নতুন রূপে
নতুন ভাবে
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
24/7 EMERGENCY SERVICES
RNH RUPALI NURSING HOME
রুপালী নার্সিং হোম
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য সাথী মান্যতাপ্রাপ্ত বি গ্রেড নার্সিং হোম
আমাদের পরিষেবা
• আই.সি.ইউ. প্যাথলজি , ওপিডি
• ডিজিটাল এক্সরে, মাইক্রো সার্জারী
• হাড়ের অপারেশন
• ই.সি.জি. রক্ত পরীক্ষা, অ্যাম্বুলেন্স
স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের মাধ্যমে গলব্লাডার, কিডনী পাথর ও সমস্ত রকম হাড়ের অপারেশন বিনামূল্যে করা হয়।
নরমাল ডেলিভারী ও সিজারিয়ান ডেলিভারী সম্পূর্ণ মহিলা ডাক্তার ও স্টাফ দ্বারা পরিচালিত করা হয়
সাহাপুর ডিস্কো মোড়, (বাইপাস ব্রিজের কাছে), মালদা
Ph. No. : 9593964172 | 9647641606 | 9153686368

বাংলা আজ যা ভাবে
সংবাদ নয়া জামানা

ফিজিওথেরাপি সেন্টার
:: যোগাযোগ ::
সদরঘাট (এস.বি.আই. এ.টি.এম.-এর পার্শ্বে), মালদা।
ফোন নাম্বার : 86702 93031

www.nayajamana.com ১ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। শনিবার ।১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪০০ সংখ্যা।। ১৭ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে

ইউনিক পয়েণ্ট স্কুল (উঃ মাঃ)

স্থাপিত-২০১৩ একটি আদর্শ বেসরকারী আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত)

২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেনীতে (বিজ্ঞান বিভাগে) ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

ফর্ম দেওয়া শুরু ৩০শে জানুয়ারী ২০২৬ তারিখ থেকে

ফর্ম জমা দেওয়া ও অ্যাডমিট সংগ্রহ করার শেষ তারিখ -১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রথম প্রবেশিকা পরিক্ষা

১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০২৬ বুধবার, সময় - দুপুর ১২ টায়

ইউনিক পয়েন্ট স্কুল ক্যাম্পাস -উত্তর দারিয়াপুর।

ফল প্রাকাশ (Result)

২৩ এ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ সোমবার ,বেলা ১২টা

সফল ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নেওয়া হবে ২৩ এ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ থেকে

যাতায়াতের জন্য গাড়ির সু-ব্যাবস্থা আছে

বালক ও বালিকাদের জন্য আলাদা হোস্টেলের ব্যাবস্থা আছে

এক নজরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল

2020:- Abdul Hakim Ansari — 644 (92%)	2021:- Faten Nehal — 691 (99%)	2022:- Neha Parvin — 666 (95%)	2023:- Sahil Akhtar — 612 (88%)	2024:- Noor Alam — 630 (90%)	2025:- Nadiya Parveen — 657 (94%)
2019:- Saheba Khatun — 455 (91%)	2020:- Mahabuba Khatun — 475 (95%)	2022:- Sarifa Firdous — 483 (97%)	2023:- Md. Nayem Akhtar — 425 (85%)	2024:- Abul Kalam Azad — 435 (87%)	2025:- Sahil Akhtar — 448 (90%)
Md. Nisbaul Ansari M.B.B.S. (2022) North Bengal Medical College & Hospital			Md. Abdul Hakim Ansari M.B.B.S. (2024) Burdwan Medical College & Hospital		

-: প্রধান শিক্ষক :-

মহঃ রাফিকুল ইসলাম

9734637998 (H.M) / 9735967889 / 9614147014

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ১ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। শনিবার ।১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪০০ সংখ্যা।। ১৭ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

চূর্ণ অজেয় অজিদের অহংকার
লজ্জার হার জিম্বাবোয়ের কাছে

নয়া জামানা ডেস্কঃ লজ্জার হার অস্ট্রেলিয়ার। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মঞ্চে অজিদের অহংকার ধুলোয় মিশিয়ে দিল জিম্বাবোয়ে। ফেভারিট তকমা নিয়ে মাঠে নেমেছিল ট্রাভিস হেডের দল। উল্টোদিকে সিকান্দার রাজাদের গায়ে ছিল 'ছোট দল'-এর তকমা। কিন্তু শুক্রবার কলম্বোর প্রেমদাসা স্টেডিয়াম সাক্ষী থাকল এক অবিশ্বাস্য রূপকথার। যেখানে দাপুটে অস্ট্রেলিয়াকে স্রেফ খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দিল জিম্বাবোয়ে। ক্রিকেটের বাইশ গজে ফের একবার প্রমাণিত হলো নাম দিয়ে নয়, খেলা হয় জেদ দিয়ে। ২৩ রানে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বিশ্বক্রিকেটে মহাপ্রলয় ঘটিয়ে দিল আফ্রিকার দেশটি। ২০০৭ সালের স্মৃতি ফিরিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অজিদের বিরুদ্ধে জয়ের ব্যবধান ২-০ করে ফেলল আফ্রিকার দেশটি। এই হারের ফলে সুপার এইটের অঙ্ক এখন বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়াল অস্ট্রেলিয়ার জন্য।

জয়ের উচ্ছ্বাসে সিকন্দর রাজারা ।ছবি -পিটিআই।

ম্যাচের শুরু থেকেই ছিল জিম্বাবুয়ের আধিপত্য। টসে জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অজি অধিনায়ক হেড। হয়তো ভেবেছিলেন অল্প রানেই মুড়িয়ে দেবেন রাজাদের। কিন্তু ব্রায়ান বেনেট আর মারুমানিরা অন্য ধাতুতে গড়া। দুই ওপেনার শুরু থেকেই অজি বোলারদের শাসন করতে শুরু করেন। মারুমানি ২১ বলে ৩৫ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে ভিত গড়ে দেন। এরপর ক্রিজে আসেন রায়ান বার্ল। তিনি ৩০ বলে ৩৫ রানের দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন। তবে আসল ম্যাজিক দেখালেন ব্রায়ান বেনেট। ৫৬ বলে ৬৪ রানের এক অটল অপরাজিত ইনিংস খেললেন তিনি। ইনিংসে কোনও ছক্কা ছিল না ঠিকই, কিন্তু তাঁর ৭টি চারের মার অজি ফিল্ডারদের দিশেহারা করে দেয়। শেষবেলায় অধিনায়ক সিকান্দার রাজা ১৩ বলে ২৫ রানের একটি ক্যামিও ইনিংস উপহার দেন। নির্ধারিত ২০ ওভারে ২ উইকেটে ১৬৯ রান তোলে জিম্বাবোয়ে। অস্ট্রেলিয়ার বোলিং লাইনআপ এদিন ছিল পুরোপুরি ম্লান। অ্যাডাম জাম্পা থেকে নাথান এলিস কেউই কলম্বোর মন্থর উইকেটে কল্কে পাননি। ক্যামেরন গ্রিন ১টি উইকেট পেলেও খরচ করেছেন প্রচুর রান। মার্কাস স্টয়নিস একটি উইকেট পেলেও তা জিম্বাবুয়ের রান আটকানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। ১৬৯ রানের লক্ষ্যমাত্রা খুব একটা কঠিন ছিল না বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের জন্য। কিন্তু পাহাড়প্রমাণ আত্মবিশ্বাসই যেন কাল হলো তাদের।

রান তাড়া করতে নেমে পাওয়ার প্লে-তেই অন্ধকার নেমে আসে অস্ট্রেলিয়া শিবিরে। মাত্র ২৯ রান তুলতেই ৪ উইকেট হারিয়ে ধুঁকতে থাকে অজিরা। ব্লেসিং মুজারাবানি যেন আগুনের গোলা ছুড়ছিলেন। তাঁর সুইং আর বাউন্সে পরাস্ত হয়ে ফিরে যান জশ ইংলিশ (৮)। ক্যামেরন গ্রিন এবং টিম ডেভিড তো রানের খাতাই খুলতে পারেননি। অধিনায়ক ট্রাভিস হেড ১৭ রান করে ব্র্যাড ইভান্সের শিকার হন। মাত্র ৪.৩ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া তখন খাদের কিনারায়। ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে লড়ার চেষ্টা করেছিলেন অভিজ্ঞ গ্লেন ম্যাক্সওয়েল এবং ম্যাট রেনশ। পঞ্চম উইকেটের জুটিতে তাঁরা ৭৭ রান যোগ করে গ্যালারিতে থাকা অজি সমর্থকদের মনে আশার আলো জাগিয়েছিলেন। ম্যাক্সওয়েল ৩২ বলে ৩১ রান করেন। কিন্তু রায়ান বার্লের বলে বোল্ড হয়ে তিনি যখন ফিরলেন, তখন অস্ট্রেলিয়ার জয়ের স্বপ্ন কার্যত শেষ। রেনশ একা কুম্ভ হয়ে লড়াই চালিয়ে হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন। ৪৪ বলে ৬৫ রান করে তিনি শেষ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ১৯তম ওভারে মুজারাবানি যখন তাঁকে সাজঘরের পথ দেখালেন, তখন সব নাটকের যবনিকা পড়ে যায়। ১৯.৩ ওভারে মাত্র ১৪৬ রানেই অলআউট হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। পুরো ২০ ওভার ব্যাট করতে না পারাটা ছিল বিশ্বসেরাদের জন্য এক চরম লজ্জার নজির। জিম্বাবুয়ের বোলিং হিরো ব্লেসিং মুজারাবানি। ৪ ওভারে মাত্র ১৭ রান দিয়ে ৪টি উইকেট ছিনিয়ে নিয়েছেন তিনি। এটিই তাঁর টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের সেরা স্পেল। ম্যাচ শেষে উচ্ছ্বসিত মুজারাবানি বলেন, 'বিশ্বের অন্যতম সেরা প্লেয়ারদের মধ্যে একজনকে বল করতে হয়েছে। আজকের দিনটা ঠিকভাবে কাটায় খুশি। উইকেট মন্থর ছিল। আমাকে মানিয়ে নিতে হয়েছে। সবাই ভাল বল করেছে। সবাই দলকে সাহায্য করেছে।' ব্র্যাড ইভান্সও ২৩ রানে ৩ উইকেট নিয়ে অজি ব্যাটিংয়ের কোমর ভেঙে দেন। এই হারের ফলে অস্ট্রেলিয়ার সুপার এইটে যাওয়ার পথ এখন কণ্টকাকীর্ণ। অন্যদিকে নেপাল, আমেরিকা এবং নেদারল্যান্ডসের পর জিম্বাবুয়ের এই জয় চলতি বিশ্বকাপে ছোট দলগুলোর জয়জয়কার অব্যাহত রাখল। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে মিমের লড়াই। বিশেষ করে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের ব্যর্থতা নিয়ে কড়া সমালোচনা চলছে।

অনেকেই পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক বাবর আজমকে টেনে এনে ট্রোল করছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল একটি মিমের ক্যাপশনে লেখা, 'জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে রান করা সবার কাজ নয়।' কলম্বোর এই রাতটি ছিল শুধুই সিকান্দার রাজাদের। ক্রিকেটের ইতিহাসে এই জয় লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে। ফেভারিটদের দর্প চূর্ণ করে জিম্বাবুয়ে বুঝিয়ে দিল, রাজার রাজত্বে ভাগ বসানো সহজ নয়।

তালিকায় ৩৮ বাংলাদেশি নাম, কমিশন ডাকল মুখ্যসচিবকে

নয়া জামানা ডেস্ক ভোটার তালিকায় কারচুপি ও গাফিলতির অভিযোগে এবার সরাসরি রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে দিল্লিতে তলব করল নির্বাচন কমিশন। পিটিআই সূত্রের খবর,শুক্রবার দুপুরে কমিশনের শীর্ষ কর্তাদের মুখোমুখি হওয়ার কথা তাঁর। মূলত চারজন ডব্লিউবিসিএস অফিসারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ না করায় নবান্নের ওপর ক্ষুব্ধ কমিশন। এর আগে প্রাক্তন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকেও এই একই কারণে হাজিরা দিতে হয়েছিল। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, কমিশনের নির্দেশ কার্যকর না হওয়াতেই এই চরম পদক্ষেপ। পুরো বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র। সেখানে বেআইনিভাবে ভোটার তালিকায় নাম তোলার অভিযোগ উঠেছিল। ওই ঘটনায় তথাগত মণ্ডল, দেবোত্তম দত্তচৌধুরী, বিপ্লব সরকার এবং সুদীপ্ত দাস ।এই চার আধিকারিককে সাসপেন্ড ও তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর করার নির্দেশ দেয় কমিশন। একই নির্দেশ ছিল ডেটা এন্ট্রি অপারেটর সুরজিৎ হালদারের বিরুদ্ধেও। নবান্ন দুজনকে কাজ থেকে সরালেও চার অফিসারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে অস্বীকার করে। নবান্নের যুক্তি ছিল, ওই আধিকারিকদের অপরাধ এফআইআর করার মতো গুরুতর নয়। এদিকে ভোটার তালিকা শুদ্ধিকরণে আরও এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। এ রাজ্যে ভোটার তালিকায় থাকা আরও ৩৮ জন বাংলাদেশি নাগরিকের নাম বাদ দেওয়ার সুপারিশ করেছে 'ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিস' (এফআরআরও)। জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তিদের কাছে বৈধ বাংলাদেশি পাসপোর্ট রয়েছে। সিইও দফতরকে দেওয়া চিঠিতে এফআরআরও জানিয়েছে, ভারতীয় ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও তাঁরা আদতে বিদেশি নাগরিক। গত ছয় মাসে প্রায় ৫০০ জন এমন নাগরিকের নাম বাদ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। কমিশন সূত্রে খবর, ওই চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, সেই কৈফিয়ত দিতে হবে মুখ্যসচিবকে।

রাজ্য সরকার অবশ্য অ্যাডভোকেট জেনারেলের পরামর্শ নিয়ে জানিয়েছিল, ছোট অপরাধে এত বড় শাস্তি দেওয়া অনুচিত। কিন্তু কমিশন সেই যুক্তিতে সন্তুষ্ট নয়। ২১ জানুয়ারি এই নিয়ে রিপোর্ট তলব করা হয়েছিল। জেলাশাসকদের দুবার 'রিমাইন্ডার' দিয়েও কাজ না হওয়ায় শেষমেশ মুখ্যসচিবকে সশরীরে ডাকার সিদ্ধান্ত নেয় দিল্লির নির্বাচন সদন।

ম্যাজিক্যাল ফলের আশায় বামেরা হাত ছাড়ায় ফিরল 'জেবি'র স্মৃতি

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্যে বাম-কংগ্রেস জোটের সলিল সমাধি ঘটল। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের মুখে প্রদেশ কংগ্রেস একলা চলার ডাক দিতেই রণং দেহি মেজাজে আলিমুদ্দিন। প্রায় এক দশকের 'বন্ধুত্ব' ঝেড়ে ফেলে সিপিএম এখন সত্তর দশকের 'আধা ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস' আর ১৯৭২-এর 'কারচুপির' নির্বাচনের স্মৃতি রোমন্থন শুরু করেছে। শুক্রবার আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে দাঁড়িয়ে সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক মারিয়াম আলেকজান্ডার বেবি স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন, কংগ্রেস আক্রমণ করলে পাল্টা জবাব দিতে সিপিএম-ও তৈরি। কংগ্রেসের সঙ্গে বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে বেবি বলেন, আমরা তো চেয়েছিলাম পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি এবং তৃণমূল-বিরোধী সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করে লড়াই করতে। কংগ্রেস যদি প্রয়োজনীয়তা অনুভব না-করে তা হলে আমরা কী করতে পারি? এর পরেই তিনি ইতিহাসের পাতা উল্টে মনে করিয়ে দেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের জমানার কথা। বেবির কথায়, ১৯৭২ সালের জাল জালিয়াতির নির্বাচনের কথা আমরা সকলেই জানি। সেই ভোটে বরাহনগরে 'জেবি' হেরে গিয়েছিলেন। ওই পাঁচ বছর আমরা বিধানসভা বয়কট করেছিলাম। তার পরে ১৯৭৭ সালে 'ম্যাজিকাল' ফলাফল দেখিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। কংগ্রেসের বিচ্ছেদের পর থেকেই হাত শিবিরের কর্মীরা 'সাঁইবাড়ি' বা 'আমতায় পাঞ্জা কেটে নেওয়া'র মতো ঘটনা তুলে বামেদের আক্রমণ করছিলেন। এবার পাল্টায় নামল সিপিএম। দীর্ঘ দশ বছর পর ফের আলিমুদ্দিনের নেতাদের মুখে সেই 'পুরনো পাঠ্যক্রম'। অথচ এই কংগ্রেসের সঙ্গেই ২০১৬ থেকে সমীকরণ সাজিয়েছিল সিপিএম। দলের নীচুতলায় এ নিয়ে ক্ষোভ থাকলেও নেতারা এতদিন বলতেন, আরএসএসের কথায় নাচবেন না। জোট ভাঙতেই সেই সাবধানবাণী উধাও।শূন্য থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইয়ে সিপিএম এখন মরিয়া। বেবির দাবি, দলীয় কর্মীরা রাজনৈতিক কাজের বাইরেও নানা সামাজিক কাজে যুক্ত ছিলেন, যার ফল এবার মিলবে। শুক্রবারের এই বৈঠকে কালো চশমা পরে হাজির ছিলেন রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমও।

সম্প্রতি তাঁর চোখের অস্ত্রোপচার হয়েছে। সেলিম জানান, আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বাম শরিকদের সঙ্গে আসন সমঝোতা চূড়ান্ত হয়ে যাবে। এরপর ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি বসবে সিপিএমের রাজ্য কমিটির বৈঠক। সব মিলিয়ে, রাজ্য রাজনীতিতে এখন 'দোস্তি'র বদলে পুরনো 'কুস্তি'র আবহ। ফাইল ফটো।

বাংলার দোরগোড়ায় জামাতের উত্থান চিকেনস নেক নিয়ে সিঁদুরে মেঘ দিল্লির

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ওপার বাংলার রাজনীতির জল কোন দিকে গড়াবে, তা নিয়ে জল্পনা ছিলই। কিন্তু ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফল বেরোতেই দেখা গেল এক অন্য সমীকরণ। একদিকে ১৭ বছরের বনবাস কাটিয়ে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপির রাজকীয় প্রত্যাবর্তন, অন্যদিকে কট্টরপন্থী জামায়াতে ইসলামীর অভাবনীয় শক্তিবৃদ্ধি। ভোটের অঙ্কে বিএনপি গদিতে বসলেও, কাঁটাতারের এপাড়ে ভারতের কপালে ভাঁজ ফেলেছে জামাতের এই 'সাইলেন্ট রাইজ'। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত লাগোয়া জেলাগুলোতে জামাত ও তাদের শরিকদের দাপট দিল্লির সাউথ ব্লক এবং নবান্ন, দুই শিবিরের জন্যই উদ্বেগের নতুন কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।নির্বাচনী বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, জামাত এবার তাদের নিজেদের রেকর্ড ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। ১৯৯১ সালে তারা জিতেছিল ১৮টি আসন। এবার সেই সংখ্যাটা অন্তত চার গুণ হতে চলেছে। সাতক্ষীরা, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহের মতো পুরনো ঘাঁটির পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের রংপুর এবং মধ্যবঙ্গের মেহেরপুর বা চাঁপাইনবাবগঞ্জেও দাঁড়িপাল্লার জয়জয়কার। রাজনৈতিক মহলের মতে, শেখ হাসিনার পতনের পর যে রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, তাকে সুকৌশলে কাজে লাগিয়েছেন জামাত আমির শফিকুর রহমান। এমনকি যে আওয়ামী লীগকে জামাত চিরকাল শত্রু মনে করেছে, সেই 'নিষিদ্ধ' দলের ভোটব্যাঙ্কেও এবার থাবা বসিয়েছে তারা। রণকৌশল মেনেই স্থানীয় স্তরে আওয়ামী নেতাদের জামিনে মুক্তি দেওয়া বা পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়ে তাদের অনুগামীদের ভোট নিজেদের ঝুলিতে টেনেছে জামাত।দিল্লির উদ্বেগের মূল কারণ জামাতের পুরনো ভারত-বিরোধী তকমা। অতীতে বারংবার এই সংগঠনের বিরুদ্ধে জঙ্গি মদতের অভিযোগ উঠেছে। যদিও এবার ভোটের আগে জামাত যথেষ্ট 'সফট ইমেজ' তৈরির চেষ্টা করেছিল।

তাদের ইস্তাহারে দিল্লির সঙ্গে সুসম্পর্কের কথা থাকলেও ইসলামাবাদের উল্লেখ ছিল না। এমনকি হিন্দুদের মন জয় করতে খুলনা-৩ আসনে কৃষ্ণ নন্দী নামে এক প্রার্থীকেও দাঁড় করিয়েছিল তারা। ছাত্রশিবিরের নেতারা শহিদ মিনারে গিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে নিজেদের ভাবমূর্তি বদলাতে চেয়েছেন। কিন্তু অমর্ত্য সেনের মতো ব্যক্তিত্ব যখন বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন, তখন শফিকুর রহমানের পাল্টা তোপ, 'উনি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অনাকাঙ্ক্ষিত নাক গলাচ্ছেন। আমাদের দেশপ্রেমিক জনগণ তা বরদাস্ত করবে না' মন্তব্যে বুঝিয়ে দেয় কট্টরপন্থার শিকড় এখনও উপড়ে যায়নি।ওদিকে বিএনপির জয়ে চিন ও পাকিস্তানের সক্রিয়তাও ভারতকে দুশ্চিন্তায় রেখেছে। তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানাতে বিন্দুমাত্র দেরি করেনি বেজিং। বরং চিনা দূতাবাস থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, 'চিন এবং বাংলাদেশের নতুন সরকার একসঙ্গে কাজ করবে। দুই দেশ সম্পর্কের নতুন অধ্যায় লিখবে।' সবথেকে বড় আশঙ্কার জায়গা হলো 'চিকেন নেক' বা শিলিগুড়ি করিডর। চিনের এই অতিরিক্ত আগ্রহের নেপথ্যে ভারতের 'চিকেনস নেক' বা শিলিগুড়ি করিডরকে লক্ষ্য করার ছক দেখছেন সামরিক বিশেষজ্ঞরা। সূত্রে খবর, ভারত সীমান্ত থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে রংপুরের লালমনিরহাটে চিনের সহায়তায় বায়ুসেনা ঘাঁটি তৈরির পরিকল্পনা করেছিল ইউনুস সরকার। এখন প্রশ্ন উঠছে, তারেক রহমান কি সেই পথেই হাঁটবেন, নাকি ভারতের সঙ্গে চটে যাওয়া সম্পর্ক মেরামত করবেন? শিলিগুড়ি করিডর ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে উত্তর-পূর্বের সাতটি রাজ্যকে যুক্ত রাখে। এই সংকীর্ণ ভূখণ্ডে চিনা বা পাক প্রভাব বাড়লে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা যে চরম সংকটে পড়বে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।এই পরিস্থিতির আঁচ এসে লেগেছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতেও। বিজেপি ইতিমধ্যেই একে 'দ্বিমুখী বিপদ' হিসেবে ব্যাখ্যা করছে। রাজ্য বিজেপির দাবি, বাংলার পুব দিকে জামাত আর পশ্চিম দিকে বিহারের 'সীমাঞ্চলে' আসাদুদ্দিন ওয়েইসির মিমের উত্থান কার্যত এক ভৌগোলিক ঘেরাটোপ তৈরি করছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার সরাসরি তোষণ রাজনীতিকে দায়ী করে বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের দু'পাশেই কট্টর মৌলবাদী শক্তির উত্থান অত্যন্ত উদ্বেগজনক।' বিহারের কিষণগঞ্জ বা কাটিহারে মিমের স্থায়ী জনভিত্তি এবং ওপারে মালদহ-দিনাজপুর সীমান্ত ঘেঁষে জামাতের জয়, এই দুইকে মিলিয়ে দেখছে গেরুয়া শিবির।বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালবীয়র মতে, এই ফল পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের জন্য 'জেগে ওঠার বার্তা'। সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ এবং ওপার বাংলার রাজনৈতিক পালাবদল যে এপার বাংলার জনবিন্যাসে প্রভাব ফেলবে, সেই আশঙ্কা উসকে দিয়েছে বিজেপি। তারা মনে করছে, সাতক্ষীরা থেকে রংপুর পর্যন্ত যে এলাকা পশ্চিমবঙ্গ ও অসম লাগোয়া, সেখানে রাজনীতির চরিত্র বদলে যাওয়াটা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

নতুন বাংলাদেশে মৌলবাদ রুখতে তারেককে 'বন্ধুত্বের' প্রস্তাব জয়ের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বাংলাদেশের মসনদে পালাবদল ঘটলেও স্বস্তি নেই শান্তিকামী মহলে। দীর্ঘ দেড় বছর পর প্রতিবেশী দেশে সাধারণ নির্বাচন মিটেছে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্য নিয়ে ক্ষমতায় ফিরছে খালেদা জিয়ার বিএনপি। প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন তাঁর পুত্র তারেক রহমান। কিন্তু বিএনপির জয়ের আনন্দ ফিকে করে দিয়েছে জামাত-ই-ইসলামির অভাবনীয় উত্থান। ২৯৯ আসনের মধ্যে সত্তরটিরও বেশি আসনে জিতে প্রধান বিরোধী দলের তকমা পেয়েছে কট্টরপন্থীরা। এই পরিস্থিতিতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন শেখ হাসিনা পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়। জামাতকে রুখতে তারেক রহমানের দিকে পরোক্ষে সহযোগিতার হাত বাড়াতে চেয়েছেন তিনি। তবে প্রশ্ন উঠছে, মা খালেদা জিয়ার মতো তারেক কি শেষ পর্যন্ত চিরশত্রু আওয়ামি লিগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কট্টরপন্থা দমন করবেন? নাকি নিষিদ্ধ দল হিসেবেই থেকে যাবে হাসিনা ব্রিগেড ? ঢাকার সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে জামাতের এই রমরমা আগে কখনও দেখা যায়নি। এর আগে খালেদা জিয়া বা শেখ হাসিনা যে যখনই ক্ষমতায় থাকুন না কেন, জামাতকে কখনওই ১৫টি আসনের বেশি বাড়তে দেননি তাঁরা। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও মৌলবাদ রুখতে দুই শিবিরই ছিল অনড়। কিন্তু ২০২৪-এর ছাত্র আন্দোলনের পর ছবিটা পাল্টে যায়। মহম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার জামাতের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেও নিষিদ্ধ করে দেয় আওয়ামি লিগকে। ফলে প্রায় ফাঁকা মাঠেই গোল দিয়েছে কট্টরপন্থীরা। ৭৭টি আসনে জিতে সংসদে এখন দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তি তারাই। এই সমীকরণই কপালে ভাঁজ ফেলেছে কূটনীতিকদের। তারেক সরকারের ওপর জামাত কতটা প্রভাব বিস্তার করবে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। নির্বাচনের ফলাফল স্পষ্ট হতেই দিল্লি থেকে মুখ খুলেছেন সজীব ওয়াজেদ জয়। সিএনএন নিউজ-১৮-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জয় স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'বাংলাদেশে জামাত থাকলে সন্ত্রাসবাদও থাকবে।' এই বিপদ রুখতেই তিনি বিএনপির সঙ্গে আলোচনায় বসতে চেয়েছেন। জয়ের কথায়, 'বিএনপি বড় দল। তাদের সঙ্গে দ্রুত আলোচনায় বসব। আওয়ামি লিগ নিষিদ্ধ, তাই ময়দান ফাঁকা। তবে আমাদের দলকে মানুষ ভালোবাসে। আমরা ফিরব।' জয়ের এই বার্তাকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, জামাতকে সংসদীয় রাজনীতিতে একঘরে করতে তারেকের সাহায্য চাইছেন জয়। এর বিনিময়ে আওয়ামি লিগের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আর্জি জানানো হতে পারে। তারেক রহমানের সামনে এখন মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ।

একদিকে জোটসঙ্গী জামাতকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, অন্যদিকে জনসমর্থনপুষ্ট আওয়ামি লিগের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা। মা খালেদা জিয়া একসময় জামাতকে সঙ্গে নিয়েও তাদের রাশ নিজের হাতে রাখতেন। তারেক কি সেই পথে হাঁটবেন? নাকি জামাতের প্রভাব কমাতে আওয়ামি লিগের 'এন্ট্রি'র পথ সহজ করে দেবেন? শেখ হাসিনা এই নির্বাচনকে 'প্রহসন' বললেও জয় কিন্তু অনেক বেশি বাস্তববাদী। তিনি জানেন, বিএনপি ও আওয়ামি লিগের দূরত্ব যদি না কমে, তবে বাংলাদেশে কট্টরপন্থা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করবে দ্রুত। আপাতত দিল্লির আশ্রয়ে থাকা শেখ হাসিনার ভবিষ্যৎ এই নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের ওপর নির্ভর করছে। তারেক যদি আওয়ামি লিগের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তোলেন, তবেই হাসিনার ফেরার রাস্তা প্রশস্ত হবে। তবে সেক্ষেত্রে বিএনপির অন্দরের চাপ সামলানোও তাঁর পক্ষে কঠিন হবে।

সম্পাদকীয়

নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

রাজপথে রাজা,গণতন্ত্রে প্রশ্ন

নেপাল-এর রাজনীতিতে আবারও অতীতের ছায়া ঘনিয়ে উঠছে। রাজধানী কাঠমান্ডুতে হাজারো মানুষের ভিড়, স্লোগান; তরাজা আসুন, দেশ বাঁচান।দ ছুটি কাটিয়ে দেশে ফেরা প্রাক্তন রাজা জ্ঞানেন্দ্রকে বরণ করতে যে উন্মাদনা দেখা গেল তা শুধু আবেগের বহিঃপ্রকাশ নয় বরং দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও হতাশার প্রতিফলন।২০০৮ সালে মাওবাদী বিদ্রোহীদের প্রভাবে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে নেপাল নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করেছিল।তখন মনে করা হয়েছিল গণতন্ত্রই স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। কিন্তু প্রায় দুই দশক পর হিসেব বলছে ভিন্ন কথা। ১৮ বছরে ১৪ বার সরকার পরিবর্তন, জোট রাজনীতির টানাপোড়েন, দুর্নীতির অভিযোগ এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতা সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের আস্থা টালমাটাল।বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের ক্ষোভ এখন স্পষ্ট। কর্মসংস্থানের অভাব, মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে রাজপথে নেমেছে তারা। গত সেপ্টেম্বরে সেই আন্দোলনের জেরে প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা অলি পদত্যাগে বাধ্য হন। প্রাণহানিও ঘটেছে বহু মানুষের। এই পরিস্থিতিতে অনেকেই মনে করছেন, গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব যেখানে ব্যর্থ সেখানে রাজতন্ত্র হয়তো 'স্থিতিশীলতার প্রতীক' হতে পারে।কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে-সমস্যার সমাধান কি সত্যিই অতীতে ফিরে যাওয়া ? রাজতন্ত্র আবেগ জাগাতে পারে কিন্তু তা কি গণতন্ত্রের বিকল্প ? একটি আধুনিক রাষ্ট্রে ক্ষমতার জবাবদিহি অংশগ্রহণমূলক শাসন ও নাগরিক অধিকারই তো মূল ভিত্তি। রাজা যতই 'অভিভাবক' হোন না কেন, একক ক্ষমতা কখনোই জনগণের প্রকৃত কণ্ঠস্বর নয়।আগামী ৫ মার্চের পার্লামেন্ট নির্বাচন তাই শুধু ভোটের লড়াই নয় এটি নেপালের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণের সন্ধিক্ষণ। ২৭৫ আসনে ভোট প্রায় ১ কোটি ৯০ লাখ ভোটার যার বড় অংশ তরুণ। তাদের সিদ্ধান্তই বলবে নেপাল কি অতীতের রাজমুকুটে ফিরে যাবে নাকি গণতন্ত্রকে নতুনভাবে গড়ে তুলবে।ইতিহাস বলছে, আবেগ নয়, প্রয়োজন সুসংহত নেতৃত্ব ও সুশাসন।রাজা নয় দায়িত্বশীল রাজনীতি-সেখানেই নেপালের মুক্তির পথ।

ভ্যালেন্টাইনস ডে

নিছক ভালোবাসার নয়,আত্মত্যাগ স্মরণের দিন

এম ওয়াহেদুর রহমান

তারুণ্যের অনাবিল আনন্দ আর বিশুদ্ধউচ্ছ্বাসে ১৪ ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বব্যাপী মহাসমারোহে পালিত হয় ' সেন্ট ভ্যালেন্টাইনস ডে ' কিংবা ' ভালোবাসার দিন ' ।এই দিনটি আবার ' লাভ ডে ' অথবা ' লাভার্স ফেস্টিভ্যাল ' হিসেবে ও বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত । ভালোবাসার উৎসবে মুখরিত হয়ে ওঠে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সহ তরুণ প্রজন্মের যুগল। উৎসবের ছোঁয়া শহরাঞ্চল অতিক্রম করে গ্রামাঞ্চলে ও আছড়ে পড়ে। মুঠোফোনের মেসেজ, ই - মেইল অথবা অন লাইনে চ্যাটিংয়ে পুঞ্জ পুঞ্জ প্রেম কথার কিশলয় হয়ে ওঠে পল্লবিত। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এই দিনটির নেপথ্যে রয়েছে আত্মত্যাগ বিজরিত এক রক্তাক্ত ইতিবৃত্ত। আসলে ভ্যালেন্টাইন কোনো দিনের নাম নয় একজন ব্যক্তির নাম ।যিনি ছিলেন রোমের বাসিন্দা, খ্রিষ্টধর্মের যাযক ও চিকিৎসক । Advanced Oxford Learnerós Dictionary ö"þ ò Saint ò শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে A person declared to be holy by the Christian Church because of her/ his qualities or good worksó অর্থাৎ এমন ব্যাক্তি, খ্রিষ্টান, গীর্জা কর্তৃক যাকে তার গুনাবলী/ ভালো কাজের জন্য পবিত্র সত্তা হিসেবে ঘোষণা করা হয়।আর Valentine শব্দের অর্থ ভালোবাসা নয় । খ্রিষ্টধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করার কারণে তাঁকে গীর্জা কর্তৃক ' Saint বা ' পবিত্র সত্তা ' ঘোষণা করা হয়েছিলো ।

পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে পোপ গেলাসিয়াস ১৪ ফেব্রুয়ারি দিনটি কে ' ভ্যালেন্টাইনস ডে ' হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন।ইতিহাসের পাতা ঘাঁটলেই জানা যায় ' সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের স্মৃতি বিজড়িত আত্মত্যাগের কথা। ভ্যালেন্টাইন ছিলেন ধর্মপ্রচারক। তৎকালীন সময়ে রোমে ধর্মপ্রচার বন্দ থাকা সত্ত্বেও তিনি খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করতেন। তাছাড়া তিনি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও রোমান সৈন্যদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য বিবাহের অনুষ্ঠান ও করতেন। অন্যদিকে রোমের সম্রাট দ্বিতীয় ক্লাডিয়াস বিশ্বাস করতেন যে, অবিবাহিত সৈন্যরা বিবাহিতদের চেয়ে অধিক দক্ষ ।তাই তিনি রোমান সৈন্যদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু ভ্যালেন্টাইন দ্বিতীয় ক্লাডিয়াসের নিষেধাজ্ঞা কে অবজ্ঞা করে গোপনে সৈন্যদের বিয়ে দিতে থাকেন। দ্বিতীয় ক্লাডিয়াস ধর্মপ্রচার মামলায় অভিযুক্ত করে ভ্যালেন্টাইন কে কারাগারে বন্দি করেন। ভ্যালেন্টাইন কারাগারে বন্দি থাকাকালীন সময়ে কারারক্ষীর এক দৃষ্টিহীন মহিলার চিকিৎসা করে চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে তাঁর জয়গান। ভ্যালেন্টাইনের এই জনপ্রিয়তায় দ্বিতীয় ক্লাডিয়াস ক্রোধে ফেটে পড়েন এবং তাঁকে নিশ্চিহ্ন করতেই ২৬৯ কিংবা মতান্তরে ২৭০ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুদণ্ড দেন । মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার পূর্বে তিনি মহিলাটিকে উদ্দেশ্য করে একটি চিঠি লিখেছিলেন ।চিঠির শেষে লেখা ছিল Love from your Valentine". তিনি প্রেমের জন্য নিজের জীবন কে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁরই নামানুসারে উদযাপিত হয় ভ্যালেন্টাইনস ডে। কিন্তু তবে তিনি কোন ব্যাক্তিগত প্রেমের কথা বলেন নি । ভালোবাসাকে বেঁধে দেননি নারী পুরুষের শরীরী ছন্দে। তাঁর প্রচার ও প্রসার ছিল জাতি , ধর্ম,বর্ণ নির্বিশেষে মানবপ্রেম নিয়ে ।

খ্রিষ্টানরা ১৪ ফেব্রুয়ারি ' লুপারকেলিয়া ' নামক এক ধরনের উৎসব পালন করতো। এই উৎসবের একটি অন্যতম কর্মসূচি ছিল প্রেমের দেবী ' জুনু ফেব্রায়াটা'র আশীর্বাদ কামনায় যুবকদের মধ্যে যুবতীদের বন্টনের জন্য লটারির আয়োজন। প্রথানুযায়ী তারা যুবতীদের নাম লিখে একটি বাক্সে রাখত। ফলস্বরূপ যুবকেরা বাক্স থেকে নাম তুলতো। লটারিতে যে যুবকের হাতে যে যুবতীর নাম উঠে আসতো তাকে সে যুবকের সঙ্গে এক বছর লিভিং টুগেদার করতে হতো। ১৪ ফেব্রুয়ারি দিনটি ভালোবাসা তথা অনুরাগের মাধ্যমে পালিত হলেও আসলে সেটা ছিল খ্রিষ্টধর্মের ধর্মীয় উৎসব । যদিও আজ তা বিশ্বব্যাপী প্রেম ও ভালোবাসার আনুষ্ঠানিক দিবসে পরিগণিত হয়েছে। এই দিনে চকোলেট, পারফিউম, গ্রিটিংস কার্ড , এস এম এস, হীরার আংটি, খেলনা, শৌখিন উপহার প্রিয়জনকে উপহার দিয়ে থাকে। এই দিনটি তে সিনেমা হল,পার্ক সর্বোপরি যে কোন বিনোদনের কেন্দ্রগুলোতে ভালোবাসার তাগিদে একে অপরের জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। সবাই কেমন যেন ভালবাসার জয়গানে আপ্লুত হয়ে ওঠে। ১৪ ফেব্রুয়ারিতে দিন ও রাত প্রেম সরোবরে ডুব দেয় অগনিত যুগল । তাছাড়া চরিত্রের নৈতিক ভূষণ খুলে প্রেম সরোবরের সলিলে হারিয়ে গিয়ে মরীচিকা বিভ্রমের দিকে ছুটে যায় অসংখ্য যুগোল। ১৪ ফেব্রুয়ারি তরুণ তরুণীরা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ছুটতে থাকে উন্মাদের মতো। মানুষ কেবলমাত্র নিষিদ্ধ যৌবন কামনার তাড়নায় আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে মনুষ্যত্বের বিবেককে । ভালোবাস দিবসের আড়ালে আজকের দিনে যা হচ্ছে তা আদৌও কাম্য নয়। ভালোবাসা কখনো কোন নির্দিষ্ট দিবস কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে না, এ হলো একটি সর্বকালীন আদর্শের বেড়াজালে আবদ্ধ মানবিক মূল্যবোধের প্রতীক ।

জীবনী

মধুবালা

ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসের সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং আবেদনময়ী নক্ষত্র মধুবালা ১৯৩৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি দিল্লির এক রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মমতাজ জাহান দেহলভি ।অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়েছিল। পরিবারের এগারোটি সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন পঞ্চম। ছোটবেলা থেকেই তাঁর রূপ এবং প্রতিভা সবার নজর কাড়ত। ভাগ্য অন্বেষণে তাঁর বাবা আতাউল্লাহ খান সপরিবারে মুম্বাই চলে আসেন এবং মাত্র নয় বছর বয়সে 'বসন্ত' (১৯৪২) চলচ্চিত্রে শিশুশিল্পী হিসেবে অভিনয়ের মাধ্যমে মধুবালার রূপালি জগতের যাত্রা শুরু হয়। দেবিকা রানীর মতো জহুরি তাঁর প্রতিভা চিনেছিলেন এবং তিনিই মমতাজ নাম বদলে তাঁর নাম রেখে ছিলেন 'মধুবালা' ।নায়িকা হিসেবে তাঁর প্রথম বড় সাফল্য আসে ১৯৪৭ সালে কেদার শর্মার 'নীল কমল' চলচ্চিত্রে রাজ কাপুরের বিপরীতে অভিনয়ের মাধ্যমে। তবে ১৯৪৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত কামাল আমরোহীর ভৌতিক ঘরানার সিনেমা 'মহল' তাঁকে রাতারাতি মহাতারকায় পরিণত করে। এরপর আর তাঁকে পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৯৫০-এর দশকে তিনি 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ফিফটি ফাইভ', 'চলতি কা নাম গাড়ি', 'কালা পানি' এবং 'হাওড়া ব্রিজ'-এর মতো একের পর এক ব্যবসা সফল ছবি উপহার দেন ।তাঁর অভিনীত চরিত্রগুলোতে যে সহজাত চপলতা, আভিজাত্য এবং বিষণ্নতার সংমিশ্রণ দেখা যেত, তা দর্শক হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করত। কেবল ভারতেই নয়, আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এমনকি হলিউডের বিখ্যাত থিয়েটার আর্টস ম্যাগাজিনও তাঁকে 'বিশ্বের সবচেয়ে বড় তারকা' হিসেবে অভিহিত করেছিল ।মধুবালার অভিনয় জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো কে. আসিফ পরিচালিত ঐতিহাসিক মহাকাব্যিক চলচ্চিত্র 'মুঘল-এ-আজম' (১৯৬০)। এই ছবিতে আনারকলি চরিত্রে তাঁর অভিনয় আজও ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়। শেহজাদা সেলিমের প্রেমে মত্ত এক নর্তকীর যে তেজ এবং আত্মত্যাগ তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন তা অতুলনীয়। বিশেষ করে 'পেয়ার কিয়া তো ডরনা কেয়া' গানে তাঁর অভিব্যক্তি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তবে পর্দার বাইরের জীবন ছিল তাঁর পর্দার চরিত্রের মতোই ট্র্যাজিক। অভিনেতা দিলীপ কুমারের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের প্রেম কাহিনী বিয়োগান্তক পরিণতি পায় যা তাঁকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল।

পরবর্তীতে তিনি বিখ্যাত গায়ক ও অভিনেতা কিশোর কুমারকে বিয়ে করেন। দুর্ভাগ্যবশত এই অসামান্য রূপসী অভিনেত্রীর হৃদপিণ্ডে জন্মগত একটি ছিদ্র ছিল, যা তৎকালীন চিকিৎসা ব্যবস্থায় নিরাময়যোগ্য ছিল না। জীবনের শেষ দশ বছর তাঁকে প্রচণ্ড শারীরিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে পার করতে হয়েছে। অসুস্থতার কারণে তিনি অনেক ছবির কাজ অসমাপ্ত রেখে যান। ব্যক্তিগত জীবনের একাকীত্ব এবং অসুস্থতা তাঁকে সময়ের আগেই ক্লান্ত করে তুলেছিল। অবশেষে ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি মাত্র ৩৬ বছর বয়সে এই রূপালি পর্দার ভেনাস পরলোকগমন করেন। তাঁর অকাল প্রয়াণ ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক অপূরণীয় ক্ষতি। মধুবালা কেবল তাঁর সৌন্দর্যের জন্য নয় বরং তাঁর শক্তিশালী অভিনয় এবং অজেয় ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে এক অমর কিংবদন্তি হয়ে রয়েছেন।

শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজের সৃষ্টিকর্মে ছিল নতুনত্বের ছোঁয়া

ডাঃ শামসুল হক

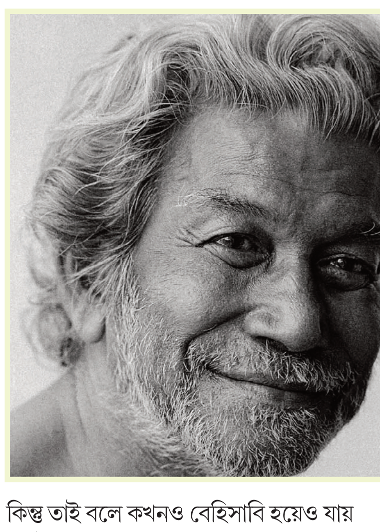

কামার,কুমোর, ছুতোর, ক্ষৌরকার , মেথর , মুচি কিংবা চাষাভূষো মানুষ , সেইসময় তাঁদের নিয়ে ছোটখাটো একটা গ্ৰামের ছোট্ট একটা বৃত্তের মধ্যে অতি নিশ্চিন্ত এবং নিখাদ নিরালা পরিবেশে মধ্যে থাকার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। সকলকে এক ই পরিবারের সদস্য বিবেচনা করাও ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট ও । সঙ্গত কারণেই তাই একের সঙ্গে অপরের ছিল তাঁর সুসম্পর্ক ও। একজনের আপদে বিপদে তাই ছুটে যেতেন অন্য জন ও এবং চেষ্টা করতেন সুখদুঃখের ভাগীদার হ ওয়ার ও । বাঁকুড়ার কাছাকাছি ছোট্ট একটা গ্ৰাম যুগীপাড়া, সেটা ছিল সেইসময়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও। অভাব ছিল তাঁদের নিত্য দিনের সঙ্গী । কিন্তু তবুও তাঁদের মনে সুখ ছিল । পরম শান্তিতে দিন ও কাটত সকলের। শুধু তাই নয় অতি অল্পে তাঁরা তুষ্ট থাকার চেষ্টা করতেন বলেই বড় ধরণের কোন সমস্যা কখনও কোন দিক থেকে বিব্রত ও করেনি তাঁদের। তিনি শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ। সেই গ্রামের সুখী একজন মানুষ ও ছিলেন তিনি । ছোটবেলা থেকেই অবশ্য বিশাল সংগ্ৰামও করতে হয়েছিল তাঁকে । ক্ষৌরকর্মাদি তাঁদের পারিবারিক পেশা হলেও সেই কাজে কখনও মন বসতে পারেননি তিনি। তাই নিজস্ব ঘরানার মধ্যে নিজেকে বেঁধে না রেখে কাছাকাছি কুমোর পাড়াতেই তখন ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ । সেখানে তিনি দুচোখ ভরে দেখতেন শিল্পীদের হাতে প্রতিমা তৈরির কাজ। সেখানেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় অনন্ত মিস্ত্রীর । আর তাঁর ই উৎসাহ এবং উদ্দীপনায় একটা সময় তিনিও পুরোপুরিভাবে ঝুঁকে পড়েন সেই একই পেশায় । নেমে পড়েন প্রতিমা নির্মাণ এবং রঙ করার কাজেও । বলাই বাহুল্য , অল্প দিনের মধ্যে একজন দক্ষ শিল্পী হিসেবেই পরিচিত হয়েও ওঠেন তিনি এবং খুব তাড়াতাড়ি নজর কাড়তে শুরু করেন অন্যান্য শিল্পীদের ও ।

প্রতিমা গড়তে গড়তেই শিল্পীর একসময় আবার খেয়াল হয়েছিল এখন থেকে তিনি সব কাজ করবেন শুধুমাত্র নিজের ই জন্য । ফলে নিজের বাড়িতেই তৈরি করতে শুরু করেন মাটির ছোট ছোট পুতুল । কিন্তু রঙ করার সময় পড়েন মহা সমস্যায় । কারণ তখ ন রঙ কেনার জন্য প্রয়োজনীয় টাকাপয়সাও থাকত না তাঁর হাতে। তাহলে উপায় কি ?

সেই বুদ্ধিটাও তখন চট করে এসে গিয়েছিল তাঁর মাথাতেও । হাতের কাছেই মজুত ছিল কাঁচা হলুদ , সীমপাতা , পুঁই মিটুলি , বাঁকুড়ার বিখ্যাত লালমাটির মতো উপাদানগুলো। আদর করে কাছে টেনে নিলেন সেগুলোকেই । শুকনো পুতুলের উপর দিলেন তার ই প্রলেপ । আর সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল তাদের রূপ ও । নতুন তুলির টানে সহসাই সবকিছু যেন জীবন্ত ও হয়ে উঠল । নিজের সৃষ্টিতে তখন নিজেই অবাক হলেন শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ । তারপর সেগুলোকে নিয়ে হাজির হলেন হাটে । নিমেষের মধ্যে বিক্রিও হয়ে গেল সমস্ত পুতুল ও । হাতে এলো নগদ কিছু অর্থ ও । খরচ ও করতে থাকেন প্রাণভরে । কিন্তু তাই বলে কখনও বেহিসাবি হয়েও যায় ওঠেননি তিনি । খরচ করতেন একেবারে বুঝে সুঝেই। গ্রামের নিজস্ব গণ্ডির মধ্যেই এবার কাটাতে থাকে শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ এর দিনরাত্রি। ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। আর সেইসময় তাঁর ই হাত ধরে তিনি সন্ধান পান শান্তিনিকেতনের প্রবেশ দ্বারটির ও । একটা সময় রমানন্দবাবুর সঙ্গে সেখানে হাজির ও হন তিনি। পরিচয় হয় শিল্পী নন্দলাল বসুর সঙ্গেও ।১৯২৫ সালে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে তিনি ভর্তি হন একজন ছাত্র হিসেবেই । পড়াশোনার প্রতি যদিও ভীষণ অমনোযোগ ছিল তাঁর । কিন্তু কবিগুরুর সেই আশ্রম এবং সেখানকার শান্ত পরিবেশ তাঁকে সম্পূর্ণ অন্য এক মানুষে রূপান্তরিত করেছিল । তাই সেই শিক্ষায়তনের যোগ্য একজন ছাত্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে খুব বেশি সময়ও লাগেনি তাঁর। সৃষ্টি করতে থাকেন হরেক রকমের ভাস্কর্যের ও । শকুন্তলা এবং হরিণ শিশু , সিদ্ধিদাতা গণেশ সহ তাঁর আরও অনেক সৃষ্টিকর্ম ই তখন চিনিয়ে দিয়েছেন তাঁর প্রকৃত শিল্প সত্ত্বাকেও । আর মাত্র একুশ বছর বয়সের একজন ছাত্রের এহেন কার্যকলাপ দেখে সেইসময় বিস্মিত ও হয়েছিলেন সকলে ।

শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ তারপর হাত লাগান অন্য এক শিল্পকর্মে। শান্তিনিকেতনের পুরাতন গেষ্ট হাউজ এর সামনে তাঁর তৈরি বাতিদান নামক ভাস্কর্যটি তখন চর্তুদিকে প্রচুর আলোড়ন সৃষ্টিও করেছিল । দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর নাম ও । তারপর নেপাল সরকারের তরফ থেকে আমন্ত্রণ পত্র পান তিনি। ১৯৪০ সালে সেই দেশে সফর ও করেন । পান নেপাল ওয়ার মেমোরিয়াল সম্মান ও । তারপর তিনি পাড়ি জমান সুদূর প্যারিসে । ১৯৫০ সালে সেখ ানে আয়োজন করা হয়েছিল যে শিল্প প্রদর্শনীর সেখানে প্রদর্শিত হয় তাঁর অনেক কাজ ও । সেখানে বিশেষভাবে সম্মানিত ও হন তিনি। ১৯৫৫ সালে ভারত সরকারের অনুরোধে তিনি হাত লাগান দিল্লির রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যক্ষ যক্ষী ভাস্কর্য নির্মাণের কাজে। তারপর আর্ট কাউন্সিলের উদ্যোগে প্রদর্শিত হয় তাঁর অনেক কাজ। আর সবকিছুর মধ্যে যেহেতু ছিল নতুনত্বের ছোঁয়া , সেই হেতু সবকটা ভাস্কর্য ও মন জয় করেছিল সকলের ই ।দেখতে দেখতে শান্তিনিকেতন চৌহদ্দির মধ্যে মোট ছেচল্লিশটা বছর কেটে গিয়েছিল শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ এর । আর সেই সময়ের মধ্যে রেখেছেন বহু মূল্যবান সৃষ্টির স্বাক্ষর ও । সাঁওতাল রমনী, সাঁওতাল পরিবার, গান্ধীজি ইত্যাদি হল তাঁর শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য । তাঁর হাতের অতি মূল্যবান আর ও এক সৃষ্টিকর্ম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিটিও সমগ্ৰ বিশ্বভারতী চত্বরে এখনও এক অবিস্মরণীয় কীর্তি হিসেবেই বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে । আর তার ই পুরস্কার স্বরূপ ১৯৭০ সালে তিনি পান পদ্মভূষণ সম্মান ও । খামখেয়ালী এই মানুষটি কিন্তু নিজের জীবন সম্বন্ধে ছিলেন একেবারেই উদাসীন । নিজের শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি খেয়াল রাখার প্রয়োজন আছে বলে কখনও মনেও হত না তাঁর । তাই একসময় শরীর টাও ভেঙে পড়ে তাঁর । প্রস্টেট গ্রন্থির রোগে আক্রান্ত ও হয়েছিলেন তিনি । ১৯৮০ সালের ২৩ শে মে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয় । ভর্তিও করা হয় পি . জি হাসপাতালে । কিন্তু শত চেষ্টার পরও তাঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় নি। সেই বছরের আগস্ট মাসের ২ তারিখে মারা যান তিনি। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সমরেশ বসু তাঁর জীবন কাহিনী নিয়ে লিখতে শুরু করেছিলেন তাঁর সেই বিখ্যাত জীবনী মূলক উপন্যাস দেখি নাই ফিরে । কিন্তু সেই কাজ ও শেষ করে যেতে পারেননি তিনি । ১৯৮৮ সালের ১২ ই মার্চ মৃত্যু হয় তাঁর। তখনও তাঁর টেবিলে ছিল তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টিকর্মের অনেকটা অংশ ই । দেখি নাই ফিরে গ্ৰন্থটার লেখার কাজ শেষ করার আগে মৃত্যু হয়েছিল তাঁর। কিন্তু তবুও কলকাতার ব ই পাড়ার বিখ্যাত প্রকাশনী সংস্থা আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশ পেয়েছিল শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজকে নিয়ে লেখা সাহিত্যিক সমরেশ বসুর অমূল্য সেই গ্রন্থখানি।

দৈনিক নয়া জামানার সম্পাদকীয় পাতায় সমসাময়িক বিষয়ে নিবন্ধ ও আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠান। লেখাটি অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত হতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

মেইল- nayajamanaofficial@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

হকার উচ্ছেদের আগে রেলের কাছে পুনর্বাসন দাবি করলেন সাংসদ সাজদা

সন্দীপ মজুমদার, নয়া জমানা, হাওড়া ঃ রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজের জন্য রেল কর্তৃপক্ষ হাওড়া জেলার বাগনান ও উলুবেড়িয়া রেলওয়ে স্টেশন এলাকা থেকে ক্ষুদ্র বিক্রেতা ও হকারদের উচ্ছেদের নোটিশ জারি করল।

'বিনা মেঘে বজ্রপাতের' মতোই উচ্ছেদ নোটিশ পাওয়া ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা জীবিকা হারানোর আতঙ্কে শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। এই নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে উলুবেড়িয়া লোকসভার সাংসদ সাজদা আহমেদ রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে লেখা একটি চিঠির মাধ্যমে উচ্ছেদ নোটিশ প্রাপ্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করার আগে তাঁদের বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে পুনর্বাসন ও পুনঃস্থাপনের দাবি জানিয়েছেন। তিনি ব্যবসায়ীদের আশঙ্কার কথা উপলব্ধি করেই বলেছেন, রেলের পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ অবশ্যই চলবে, তবে উন্নয়নের পাশাপাশি উচ্ছেদের আগে এই সব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের প্রতি মানসিকভাবে যথাযথ পুনর্বাসন পরিকল্পনা গ্রহণ করাটাও জরুরি। জানা গিয়েছে, রেলের 'অমৃত ভারত স্টেশন' প্রকল্পের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের কারণেই বাগনান ও উলুবেড়িয়া স্টেশন এলাকার সকল বিক্রেতা ও হকারদের উচ্ছেদ নোটিশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে বাগনান ও উলুবেড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনে উন্নয়নমূলক কাজ শুরুও হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘ কয়েক দশক যাবৎ এই সব ক্ষুদ্র বিক্রেতা ও হকাররা জীবিকা নির্বাহের জন্য কয়েকটি জনবহুল রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় ছোটখাটো ব্যবসা চালিয়ে সামান্য উপার্জিত অর্থ দিয়ে কোনওরকমে জীবনধারণ করে আসছেন। এর মধ্যে বেশিরভাগ বিক্রেতা ও হকারের ওপর সংসারের অনেকগুলো পেট নির্ভরশীল।

ভোটের আগে 'গ্রিন' বাজেট মেয়রের ক্লিন সিটির লক্ষ্যে বরাদ্দ ৬৯০ কোটি

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ পুরভোটের আগে শেষবেলার চাল। শহরকে দূষণমুক্ত করার লক্ষ্যে জঞ্জাল সাফাই বিভাগকেই সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। শুক্রবার ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের যে বাজেট পেশ হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে সিংহভাগ বরাদ্দই গিয়েছে সাফাই পরিষেবায়। সামনেই নির্বাচন, তার আগে কার্যত চমক দিয়েই মেয়রের ঘোষণা, সাফাই খাতে এবার বরাদ্দ ৬৯০ কোটি ৩ লক্ষ টাকা। শহরের বাতাসের মান ও সার্বিক পরিবেশের কথা মাথায় রেখেই এই মাস্টারস্ট্রোক বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। নতুন এই বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ সামান্য কমানো হয়েছে। চলতি অর্থবর্ষের ১১৪ কোটি টাকার ঘাটতি কমে আগামী বছরে দাঁড়াচ্ছে ১১১ কোটি টাকায়। বর্তমান বোর্ডের মেয়াদের এটাই শেষ বাজেট। বিধানসভা নির্বাচনের পরেই বছরের শেষদিকে পুরভোট হওয়ার কথা। সেই কথা মাথায় রেখেই জনমোহিনী দিকগুলোয় শান দিয়েছেন মেয়র। সাফাইয়ের ঠিক পরেই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গুরুত্ব পেয়েছে পানীয় জল সরবরাহ। এই খাতে বরাদ্দ ৪৫৬ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা, যা গতবারের চেয়ে প্রায় ২ কোটি টাকা বেশি। নিকাশি ব্যবস্থাতেও হাত খুলে খরচ করছে পুরসভা। জলমগ্ন হওয়ার অভিশাপ থেকে শহরকে বাঁচাতে নিকাশিতে বরাদ্দ করা হয়েছে ৩৫৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। রাস্তা মেরামতেও বরাদ্দ বেড়েছে ৯ কোটির বেশি। সব মিলিয়ে শহরের পরিকাঠামোয় বড় অঙ্কের লগ্নির ছক কষেছে লালবাজার। বাজেট পেশ করে মেয়র ফিরহাদ হাকিম স্বস্তির সুরে বলেন, 'ঘাটতি বাজেট কমে ১১১ কোটি টাকায় এসেছে। বেশিরভাগ খরচের ক্ষেত্রে সরকারি অনুদান ব্যবহার করে হচ্ছে। নতুন কর বসানো হয়নি। সম্পত্তি কর মূল্যায়নে আয় বেড়েছে। সাসপেন্স খাতে রয়েছে আরও ৩৫০ কোটি টাকা। যা প্রয়োজন মত ব্যবহার করতে পারা যাবে।' তবে নতুন পে কমিশনের কারণে কোষাগারে যে চাপ বাড়ছে, তাও স্পষ্ট করেছেন তিনি। এদিকে এই বাজেট নিয়ে বিরোধীদের আক্রমণ ছিল বেশ চড়া। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শব্দবন্ধ ধার করেই বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ একে 'হাম্পটি-ডাম্পটি' বাজেট বলে কটাক্ষ করেন। অন্যদিকে বাম কাউন্সিলর মধুছন্দা দেবের প্রশ্ন, খাতায়-কলমে ঘাটতি কমলেও বাস্তবে এর প্রতিফলন কোথায়? আয়ের উৎস ও খরচের স্বচ্ছতা নিয়ে সরব হয়েছেন বিরোধীরা। তবে সব বিতর্ক ছাপিয়ে নজর কাড়ছে সাফাই খাতে বিপুল অর্থ। দূষণ কমিয়ে শহরকে সবুজ ও পরিচ্ছন্ন রাখাই এখন পুরসভার প্রধান লক্ষ্য। ফাইল ফটো।

পঞ্চায়েতে পরিকাঠামো গড়তে রাজ্যকে ৬৮০ কোটি দিল কেন্দ্র

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ সামনেই ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন। যুদ্ধের দামামা বাজার আগেই রাজ্যের গ্রামীণ ভোটব্যাঙ্কে শান দিতে বড়সড় পদক্ষেপ করল কেন্দ্র। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ মেনে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নে ৬৮০.৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করল মোদী সরকার। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। নবান্ন সূত্রের খবর, এই বিপুল পরিমাণ অর্থ সরাসরি রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের উন্নয়নের কাজে ব্যয় করা হবে। প্রশাসনিক মহলের মতে, নির্বাচনের আগে গ্রামীণ কর্মসংস্থান এবং পরিকাঠামো নিয়ে যখন টানাপড়েন তুঙ্গে, ঠিক সেই সময়ে এই কেন্দ্রীয় অনুদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেন্দ্রের এই বিশেষ বরাদ্দের সুফল সরাসরি পৌঁছবে রাজ্যের ২১টি জেলা পরিষদ, ৩৩৫টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং ৩,২২৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে। গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদণ্ডকে আরও শক্ত করাই এই অর্থবর্ষের মূল লক্ষ্য। বিশেষ করে প্রান্তিক গ্রামগুলিতে পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থা এবং যাতায়াতের রাস্তার সমস্যা মেটাতে এই তহবিল অক্সিজেন জোগাবে। বৃহস্পতিবারের এই ঘোষণায় পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশের নামও রয়েছে। চার রাজ্যের জন্য কেন্দ্র মোট ৩,৩২৪ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেছে, যার একটি বড় অংশই আসছে বাংলায়। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই অর্থ খরচের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গাইডলাইন বেঁধে দিয়েছে কেন্দ্র। প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'কেন্দ্রের নির্দেশিকা অনুযায়ী এই টাকা নির্দিষ্ট কিছু জনকল্যাণমূলক খাতেই খরচ করতে হবে। এর মধ্যে অগ্রাধিকার পাবে গ্রামীণ এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জলের জোগান নিশ্চিত করা এবং স্বচ্ছ ভারত অভিযানের আওতায় স্যানিটেশন বা নিকাশি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ।' এছাড়াও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ছোটখাটো রাস্তা মেরামত এবং স্থানীয় স্তরে ছোট নির্মাণকাজেও এই অর্থ ব্যবহারের নীলকশ তৈরি করেছে রাজ্য সরকার।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা খরচ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত চলছে। এই আবহে ৬৬০ কোটির বেশি টাকা বরাদ্দ হওয়া যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী। সাধারণত কাজের উপযোগিতার শংসাপত্র খতিয়ে . দেখার পরেই কেন্দ্র পরবর্তী কিস্তির টাকা ছাড়ে। ফলে এই বরাদ্দ আদতে নবান্নের স্বচ্ছতার দাবিকেই মান্যতা দিল বলে মনে করা হচ্ছে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের এই অনুদান মূলত 'টাইড গ্রান্ট' এবং 'আনটাইড গ্রান্ট' এই দুই ভাগে বিভক্ত। টাইড গ্রান্টের টাকা খরচ করতে হবে কেবল পানীয় জল এবং স্যানিটেশনের কাজে। অন্যদিকে, আনটাইড গ্রান্টের টাকা স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় করার স্বাধীনতা পাবে পঞ্চায়েতগুলি।তবে কেন্দ্রের এই বরাদ্দ নিয়ে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বিষয়টিকে রুটিন প্রক্রিয়া হিসেবেই দেখছেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'এটি রাজ্যের প্রাপ্য। পঞ্চদশ অর্থ কমিশন গ্রামীণ উন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্ন রাজ্যকে টাকা দেয়, সেই অর্থই কেন্দ্র দিয়েছে মাত্র।' মন্ত্রীর গলায় সৌজন্যের সুর না থাকলেও রাজনৈতিক মহল মনে করছে, ভোটের আগে এই টাকা পঞ্চায়েত স্তরে প্রশাসনিক সক্রিয়তা বাড়াতে ম্যাজিকের মতো কাজ করবে। বর্ষা পরবর্তী সময়ে ভেঙে পড়া গ্রামীণ রাস্তা সারাতে এই তহবিল জেলা প্রশাসনের বড় ভরসা। ইতিমধ্যেই প্রতিটি জেলা প্রশাসনকে দ্রুততার সঙ্গে প্রকল্পের ডিপিআর তৈরির কড়া নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। প্রকল্পের কাজে যাতে কোনোভাবেই দেরি না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। মূলত নির্বাচনের আগে গ্রাম বাংলার পরিকাঠামোগত চেহারায় আমূল পরিবর্তন এনে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পরিষেবা পৌঁছে দিতে মরিয়া প্রশাসন। এখন দেখার, এই বিপুল পরিমাণ টাকা কত দ্রুত পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে উন্নয়নের সুফল ঘরে তুলতে পারে নবান্ন।

আদি-নব্য দ্বন্দ্বে ভাঙন শুভেন্দুর গড়ে

পদ্ম ছেড়ে জোড়াফুলে দাপুটে নেতা

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর খাসতালুক পূর্ব মেদিনীপুরে বড়সড় ধাক্কা খেল বিজেপি। বিধায়ক তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার অশোক দিন্দার বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে শুক্রবার শাসকদলে নাম লেখালেন ময়নার দাপুটে নেতা চন্দন মণ্ডল। কলকাতায় তৃণমূল ভবনে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও কুণাল ঘোষের হাত থেকে জোড়াফুলের পতাকা তুলে নেন তিনি। দলবদলের নেপথ্যে অশোক ডিন্ডার একাধিপত্য এবং আদি বিজেপি নেতাদের কোণঠাসা করার অভিযোগ তুলেছেন চন্দন। তাঁর দাবি, এলাকার মৎস্যজীবীদের উন্নয়নে বিধায়ক কোনও কাজ করেননি। যদিও বিজেপির পাল্টা দাবি, স্রেফ টিকিট আর টাকার লোভে এই জার্সি বদল। ময়নার রাজনীতির সমীকরণ আচমকাই বদলে গেল শুক্রবারের এই দলবদলে। চন্দন মণ্ডল এককালে বামপন্থী

রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও পরে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। তবে গত কয়েক বছর ধরে স্থানীয় বিধায়কের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বাড়ছিল। এদিন তৃণমূলে যোগ দিয়ে চন্দন বলেন, 'নিজের দলবদলের জন্য তিনি দায়ী করেছেন ময়নার বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্ডাকে। পাশাপাশি, আদি বিজেপি নেতাদের ক্রমশ কোণঠাসা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।' তাঁর আরও অভিযোগ, ময়নার অর্থনীতির মূল ভিত্তি মাছ চাষ হলেও সেই শিল্পের উন্নয়নে বিধায়ক কোনও উদ্যোগ নেননি। উন্নয়নের স্বার্থেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করতে তাঁর এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন তিনি। এলাকার মানুষের সমস্যার কথাও এদিন তৃণমূল নেতৃত্বের সামনে তুলে ধরেন চন্দন। তাঁর দাবি, গত ছ'মাস ধরে ময়নার বেশ কিছু জায়গায় 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্প বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তৃণমূল নেতৃত্বকে বিষয়টি জানানোর পর তা পুনরায় চালু করার আশ্বাস মিলেছে। বিজেপি ছেড়ে আসার কারণ হিসেবে তিনি সাফ জানান, সাধারণ মানুষের কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন না বলেই এই পদক্ষেপ। এদিকে চন্দনের এই দলবদলকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বিজেপি শিবির। গেরুয়া শিবিরের দাবি, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট পাবেন না নিশ্চিত জেনেই তৃণমূলের ফাঁদে পা দিয়েছেন তিনি।

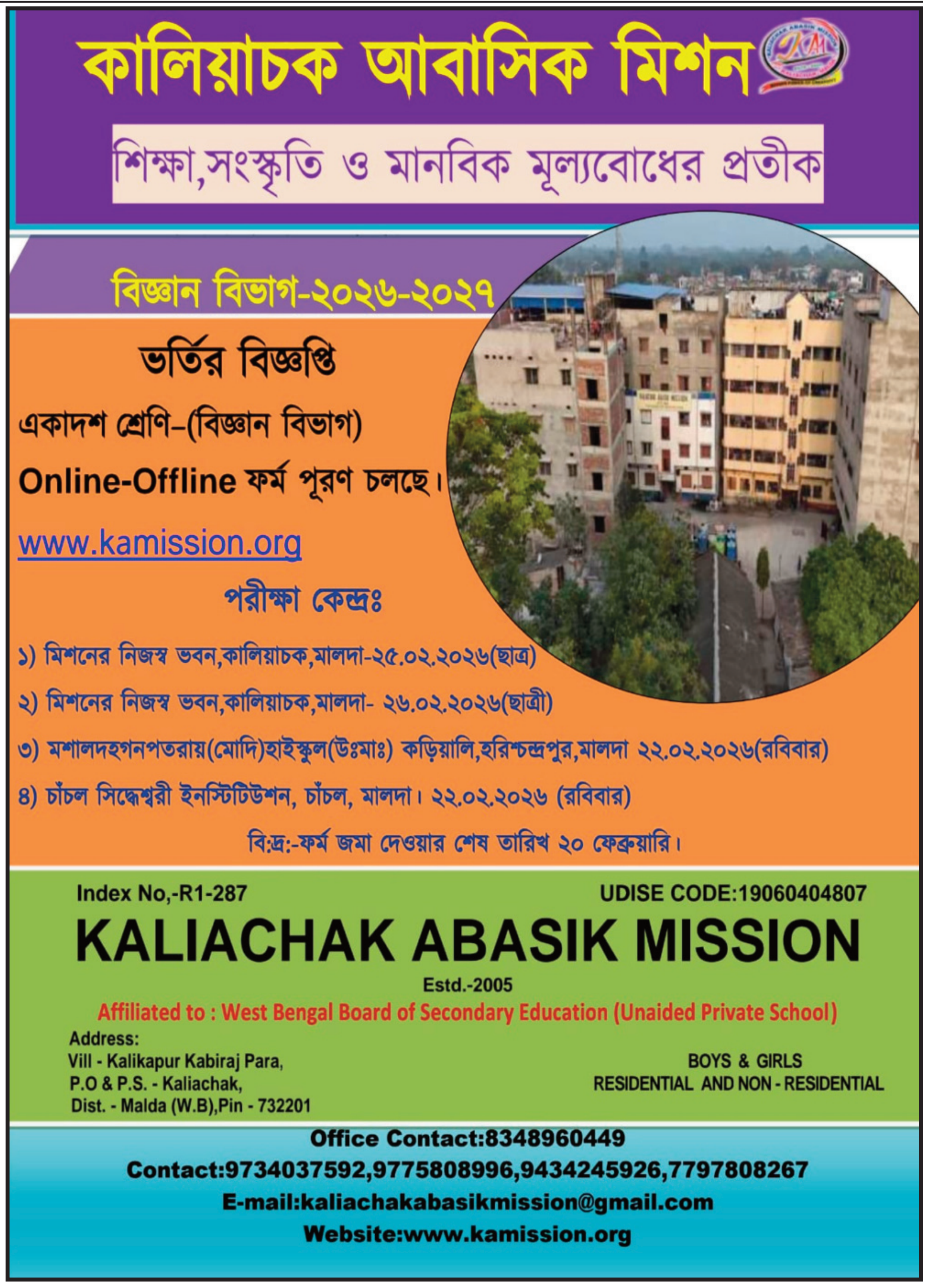

উত্তরবঙ্গ

নয়া জামানা

শিব চতুর্দশী উপলক্ষে প্রস্তুত জল্পেশ মেলা মাঠ

শিব চতুর্দশী উপলক্ষে উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী জল্পেশ মেলা-কে কেন্দ্র করে ব্যাপক নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি নিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। একই সঙ্গে মেলার মাঠে দোকানপাট বসাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা। বুধবার ময়নাগুড়ি থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়, মেলার নিরাপত্তায় অস্থায়ী ওয়াচ টাওয়ার বসিয়ে নজরদারি চালানো হবে।

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ শিব চতুর্দশী উপলক্ষে উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী জল্পেশ মেলা-কে কেন্দ্র করে ব্যাপক নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি নিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। একই সঙ্গে মেলার মাঠে দোকানপাট বসাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা। বুধবার ময়নাগুড়ি থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়, মেলার নিরাপত্তায় অস্থায়ী ওয়াচ টাওয়ার বসিয়ে নজরদারি চালানো হবে। পাশাপাশি সাদা পোশাকের পুলিশও মেলাচত্বরে টহল দেবে। ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দিতে ময়নাগুড়ি থানার উদ্যোগে সাইকেল পেট্রোলিং চালু রাখা হবে। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ জানান, আগামী রবিবার থেকে শুরু হতে চলেছে জল্পেশ মেলা, যা টানা ১০ দিন ধরে চলবে। মেলাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই নাগরদোলা, সার্কাসসহ শিশুদের বিভিন্ন রাইড মেলার মাঠে এসে পৌঁছেছে। ময়নাগুড়ি থানার ট্রাফিক বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, ভিড় সামাল দিতে তিনটি পার্কিং জোন চিহ্নিত করা হয়েছে;উজ্জ্বল সংঘের মাঠ, কোল্ড স্টোরেজ এলাকা এবং জল্পেশ পাঠাগারের মাঠ। অন্যদিকে, চারটি এলাকাকে 'নো এন্ট্রি জোন' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে;জল্পেশ টেকাটুলি মোড়, বড় বাড়ি মোড়, উজ্জ্বল সংঘের সামনে এবং কোল্ড স্টোরেজের সামনে। পাশাপাশি মোট ৯টি স্থানে ট্রাফিক পয়েন্ট থাকবে। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ-এর সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন জানান, মেলার মাঠে প্রচুর সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। এছাড়া এবার মেলায় একটি বৃহৎ শিবমূর্তি স্থাপন করা হবে, যেখানে ঝর্ণার জল পড়বে। প্রতিবছরের মতো এবারও বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার ভক্ত জল্পেশ মেলায় আসবেন। মন্দির কমিটির পক্ষ থেকেও আলাদা স্বেচ্ছাসেবক ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের দাবি, কড়া নজরদারির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে মেলা সম্পন্ন করাই তাদের মূল লক্ষ্য।

অদম্য অধ্যবসায়ে সাফল্যের শিখরে , ডব্লিউবিসিএস (এক্সিকিউটিভ) পরীক্ষায় রাজ্যে ৩৮তম সন্দীপ লোহরা

প্রদীপ কুন্ডু ।। নয়া জামানা ।। কোচবিহার

অদম্য অধ্যবসায়, অটুট জেদ এবং একাগ্র সাধনাই যে সাফল্যের আসল চাবিকাঠি;তা আরও একবার প্রমাণ করলেন পুন্ডিবাড়ির কৃতী ছাত্র সন্দীপ লোহরা। সদ্য প্রকাশিত ২০২৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস (এক্সিকিউটিভ) পরীক্ষা-র ফলাফলে তিনি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ৩৮-তম স্থান অধিকার করে জেলা তথা উত্তরবঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

সাধারণ পরিবারের সন্তান হয়েও কঠোর পরিশ্রম, নিয়মিত অধ্যয়ন ও লক্ষ্যভেদী প্রস্তুতির জোরে এই সাফল্য অর্জন নিঃসন্দেহে এক অনুপ্রেরণার গল্প। একান্ত সাক্ষাৎকারে সন্দীপ জানান, ২০২০ সাল থেকেই তিনি ডব্লিউবিসিএস (এক্সিকিউটিভ) পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করেন। শুরু থেকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল একটাই; প্রশাসনিক পরিষেবায় যোগ দিয়ে মানুষের জন্য কাজ করা। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তিনি অন্য কোনও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় মনোযোগ না দিয়ে সম্পূর্ণভাবে ডব্লিউবিসিএস প্রস্তুতিতেই নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

তাঁর কথায়, একাগ্রতা আর ধারাবাহিক পরিশ্রমই আমাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। পরিকল্পনা করে পড়াশোনা করা এবং নিয়মিত আত্মমূল্যায়ন খুব জরুরি।

২০২১ সালে প্রথমবার পরীক্ষায় অংশ নেন সন্দীপ। কাঙ্ক্ষিত সাফল্য তখন ধরা না দিলেও ভেঙে পড়েননি তিনি। পরবর্তী সময়ে ২০২২ এবং ২০২৩ সালেও তিনি পরীক্ষায় বসেন। প্রতিটি প্রচেষ্টার পর নিজের ভুলত্রুটি বিশ্লেষণ করে প্রস্তুতির কৌশল বদলেছেন, বাড়িয়েছেন অধ্যয়নের গভীরতা। একাধিক চেষ্টার পর অবশেষে ২০২৩ সালে তিনি স্বপ্নের সাফল্যে পৌঁছান।

এই দীর্ঘ প্রস্তুতির পথে তাঁর সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা ছিলেন তাঁর বাবা, যিনি প্রতিটি মুহূর্তে মানসিকভাবে তাঁকে শক্তি জুগিয়েছেন।

সন্দীপ আরও জানান, পড়াশোনার ক্ষেত্রে তাঁকে বিশেষভাবে দিকনির্দেশনা ও সহায়তা করেছেন তুফানগঞ্জ মহকুমা শাসকের দপ্তরে কর্মরত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর অমর্ত্য দেবনাথ। তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ সন্দীপের প্রস্তুতিকে আরও সুসংগঠিত ও লক্ষ্যভেদী করে তোলে। প্রশাসনিক কাজকর্মের বাস্তব দিকগুলি সম্পর্কে এই দিকনির্দেশনা পরীক্ষার প্রস্তুতিতে বিশেষ সহায়ক হয়েছে বলেই মনে করেন তিনি। পুন্ডিবাড়ির এই কৃতী সন্তানের সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই আনন্দের আবহ ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে। প্রতিবেশী থেকে আত্মীয়-পরিজন;সকলেই তাঁর এই অর্জনে গর্বিত। সন্দীপ লোহরার এই সাফল্য শুধু ব্যক্তিগত নয়; আগামী প্রজন্মের জন্যও এক শক্তিশালী অনুপ্রেরণা।

লক্ষ্য স্থির রেখে নিরন্তর পরিশ্রম, ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাস বজায় রাখলে সাফল্য যে একদিন না একদিন ধরা দিতেই বাধ্য;সন্দীপের জীবনকথা তারই উজ্জ্বল প্রমাণ।

শিলিগুড়িতে নাবালিকার গর্ভধারণের অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবক

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ পেটে ব্যথা নিয়ে মায়ের সঙ্গে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল-এ ভর্তি হয় এক নাবালিকা। শারীরিক পরীক্ষা করার পর চিকিৎসকেরা জানান, সে প্রায় সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনার জেরে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে শিলিগুড়ি মহিলা থানা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নাবালিকার শারীরিক অবস্থা দেখে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গেই মহিলা থানায় খবর দেয়। এরপর পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে নাবালিকা জানায়, কিছুদিন আগে ধ্রুব রায় নামে এক যুবকের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। অভিযোগ, বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে ওই যুবক তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে। পরিবারের কেউ বিষয়টি আগে জানতেন না। পেটের ব্যথা বেড়ে যাওয়ায় হাসপাতালে নিয়ে এলে পুরো ঘটনাটি সামনে আসে। অভিযোগ পাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ অভিযান চালিয়ে ভোরের আলো থানা এলাকার বাসিন্দা ধ্রুব রায় (২৫)-কে গ্রেফতার করে। ধৃতকে আজ শিলিগুড়ি আদালত-এ পেশ করা হয়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তৃণমূলের পোস্টারে বিজেপির স্টিকার ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা খড়িবাড়িতে

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে উত্তরবঙ্গে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। সেই আবহেই খড়িবাড়িতে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস,এর পোস্টারের উপর বিরোধী ভারতীয় জনতা পার্টি,র প্রচারমূলক স্টিকার লাগানোর অভিযোগে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাজ্য সরকারের 'পাড়ায় সমাধান' কর্মসূচির পোস্টার;যেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,এর ছবি ছিল; তার উপর বিজেপির স্টিকার সাঁটানো হয়েছে। স্টিকারে লেখা, এবার বাংলায় বিজেপি চাই। বিষয়টি নজরে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয় তীব্র চাপানউতোর। খড়িবাড়ি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কিশোরী মোহন সিংহ অভিযোগ করে বলেন, উন্নয়নের প্রশ্নে ব্যর্থ হয়েই বিজেপি এই ধরনের নোংরা রাজনীতির আশ্রয় নিয়েছে। তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর ছবির উপর অন্য দলের স্টিকার লাগানো অত্যন্ত নিন্দনীয়। এ ঘটনায় স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এবং দ্রুত তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। তাদের পাল্টা দাবি, নির্বাচনের আগে তৃণমূলই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই ঘটনা ঘটিয়ে বিজেপির ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছে। প্রশাসনের তদন্তে সত্য কী উঠে আসে, তা নিয়েই এখন তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে শুরু পথকুকুরদের টিকাকরণ অভিযান

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ জলাতঙ্ক প্রতিরোধে বড় পদক্ষেপ নিল জেলা প্রশাসন। জলপাইগুড়ি জেলা-জুড়ে পথকুকুরদের অ্যান্টি-র‍্যাবিশ টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে।

জলপাইগুড়ি পশু সম্পদ বিকাশ দফতর-এর উদ্যোগে প্রথম পর্যায়ে মোট ১,৪০০টি পথকুকুরকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার শহর এলাকায় প্রায় ৩০০টি পথকুকুরকে টিকাকরণ করে এই বিশেষ অভিযানের সূচনা হয়। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ধাপে ধাপে জেলার বিভিন্ন ব্লক ও গ্রামীণ এলাকাতেও এই কর্মসূচি চালানো হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী পশু চিকিৎসক ও প্রশিক্ষিত কর্মীদের দল পথকুকুরদের চিহ্নিত করে টিকাকরণ করছেন। প্রশাসনের মতে, জলাতঙ্ক একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ, যা মূলত কুকুরের কামড়ের মাধ্যমে ছড়ায়।

আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই টিকাকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন পথকুকুরদের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষও সংক্রমণের ঝুঁকি থেকে রক্ষা পাবেন। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও নিয়মিত টিকাকরণ ও সচেতনতা অভিযান চলবে। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন জেলার বাসিন্দারা।

মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে জোরকদমে প্রস্তুতি রাজগঞ্জের ভদ্রেশ্বর মন্দিরে

সুস্মিতা রায়, নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে ভদ্রেশ্বর মন্দির-এ ৭৫তম শিবপুজো ও চার দিনব্যাপী মেলার প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। মন্দির প্রাঙ্গণ সাজিয়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে আগেই। আলোকসজ্জা, প্যান্ডেল নির্মাণ এবং মেলা এলাকায় দোকান বসানোর কাজ চলছে জোরকদমে। রাজগঞ্জ-এর কালীনগর এলাকার কাছে অবস্থিত এই প্রাচীন মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে নানা লোককথা ও বিশ্বাস। প্রতিবছর শিব চতুর্থী তিথিতে এখানে মহাসমারোহে শিবপুজো ও মেলার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে এই মেলা শুধুমাত্র ধর্মীয় উৎসব নয়, সামাজিক মিলনক্ষেত্র হিসেবেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মন্দির কমিটির সদস্যদের মতে, আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এলাকা থেকে দোকানদাররা এসে খেলনা, মিষ্টি ও হস্তশিল্পের দোকান বসাতে শুরু করেছেন। রাজগঞ্জ ব্লকের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি ও আশপাশের অঞ্চল থেকে প্রতিবছর বহু ভক্ত এখানে পুজো দিতে আসেন। ভিড় সামলাতে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রস্তুতি চলছে। স্থানীয়দের প্রত্যাশা, এবছরও ঐতিহ্যবাহী এই আয়োজন সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হবে।

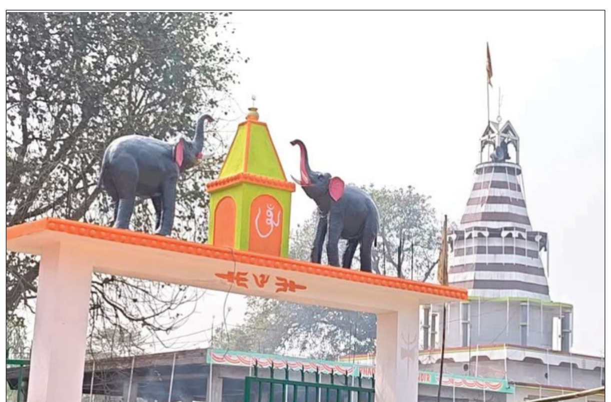

বেতন বকেয়ার দাবিতে ক্ষোভ-বিক্ষোভ , উত্তাল জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ চত্বর

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ সঠিক সময়ে বেতন না পাওয়ার অভিযোগ তুলে শুক্রবার তীব্র বিক্ষোভে সামিল হলেন প্রায় ২০০ জন অস্থায়ী কর্মী। তাঁরা জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ-এর মূল ফটকের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। কর্মীদের দাবি, তাঁরা একটি বেসরকারি সংস্থার অধীনে বিভিন্ন পরিষেবামূলক কাজে যুক্ত থাকলেও দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত ও নির্ধারিত সময়ে বেতন পাচ্ছেন না। বিক্ষোভকারীদের একাংশ জানান, মাসিক বেতনের উপরই তাঁদের পরিবারের সম্পূর্ণ খরচ নির্ভরশীল। বেতন দীর্ঘদিন বকেয়া থাকায় সংসার চালানো কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছে। অভিযোগ অনুযায়ী, এই অস্থায়ী কর্মীরা হাসপাতালের হাউসকিপিং, নিরাপত্তারক্ষীসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। নিয়মিত কাজ করেও সময়মতো পারিশ্রমিক না মেলায় তাঁদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। খবর লেখা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। অস্থায়ী কর্মীদের বক্তব্যের ভিত্তিতেই এই প্রতিবেদন।

দোকানের ভেন্টিলেটর ভেঙে দুঃসাহসিক চুরি ময়নাগুড়িতে

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ দোকানের ভেন্টিলেটর ভেঙে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল ময়নাগুড়ি-তে। ঘটনাটি ঘটেছে চূড়াভান্ডার গ্রাম পঞ্চায়েত-এর ভাঙ্গামালি গ্রামে। শুক্রবার সকালে দোকান খুলে ভেন্টিলেটর ভাঙা ও ক্যাশ বাক্স থেকে টাকা উধাও দেখতে পান দোকান মালিক শংকর রায়। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ করে তিনি চা-বাগানে কাজ করতে যান। রাতভর সেখানেই ছিলেন। সকালে ফিরে এসে চুরির বিষয়টি নজরে আসে। অভিযোগ অনুযায়ী, ক্যাশ বাক্স থেকে প্রায় ৫ হাজার টাকা চুরি হয়েছে। এরপর তিনি ময়নাগুড়ি থানা-য় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এলাকায় নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

শিবির করে পাট্টা প্রাপকদের হাতে খতিয়ান তুলে দিল আলিপুরদুয়ার পুরসভা

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ শিবিরের মাধ্যমে পাট্টা প্রাপকদের হাতে জমির খতিয়ান তুলে দেওয়ার কাজ শুরু করল আলিপুরদুয়ার পুরসভা। প্রায় এক বছর আগে আলিপুরদুয়ার শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের প্রায় চারশো বাসিন্দা পুরসভার উদ্যোগে জমির অধিকার হিসেবে পাট্টা পেয়েছিলেন।

এবার সেই পাট্টা প্রাপকদের হাতে খতিয়ান প্রদান করা হচ্ছে। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, খতিয়ান তৈরির জন্য ভূমি সংস্কার দফতর-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

শুক্রবার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজী বয়েজ ক্লাব, রামকৃষ্ণ পল্লীতে ২৪ জন এবং ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের ২০ জন বাসিন্দার হাতে খতিয়ান তুলে দেওয়া হয়। পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর জানান, প্রথম দিনে মোট ৪৪ জন উপভোক্তাকে খতিয়ান দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে শিবির করে বাকি পাট্টা প্রাপকদের হাতেও খতিয়ান তুলে দেওয়া হবে। এই উদ্যোগে উপকৃত বাসিন্দারা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের বাজেট অধিবেশন, উন্নয়ন ও পর্যটনে বিশেষ জোর

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ শুক্রবার শিলিগুড়িতে রাজ্যের তৃতীয় বৃহত্তম পুরসভা শিলিগুড়ি পুরনিগম-এর বাজেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। চলতি অর্থবর্ষে মোট ৬৩৮ কোটি ৪২ লক্ষ টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছে, যা গত বছরের ৬২৩ কোটি ৪২ লক্ষ টাকার তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

অধিবেশনে পুরসভার মেয়র, চেয়ারপার্সন, শাসক দলের কাউন্সিলরদের পাশাপাশি বিরোধী দলের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। এবারের বাজেটে শহরের সার্বিক উন্নয়ন ও পর্যটন বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাটিগাড়ায় দেশের বৃহত্তম মহাকাল মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এই মন্দির নির্মাণের ফলে ভবিষ্যতে শিলিগুড়ি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও মাটিগাড়ায় প্রাইড অফ নেশন, প্রাইড অফ স্টেট উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার রিচা ঘোষ-এর নামে একটি আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম নির্মাণের পরিকল্পনার কথাও জানানো হয়। পাশাপাশি কাওয়াখালিতে একটি আধুনিক শিল্প ও সাংস্কৃতিক কনভেনশন সেন্টারের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। অন্যদিকে রাজ্য বাজেটে অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পে ভাতা বৃদ্ধি ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের ভাতা বাড়ানোর ঘোষণার কথাও উল্লেখ করা হয়। সব মিলিয়ে উন্নয়ন, পর্যটন ও সামাজিক সুরক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েই এবারের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক মহলের মত।

মুদিখানার আড়ালে মাদক কারবার, গ্রেফতার অভিযুক্ত

নয়া জামানা, নকশালবাড়ি ঃ জেল থেকে ছাড়া পেয়েই ফের পুরনো খেলায় জড়ানোর অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। মুদিখানার দোকানের আড়ালে চলছিল মাদক কারবার;গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মাদক ও নগদ টাকা উদ্ধার করল নকশালবাড়ি থানা-র পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি-র খালপাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে একটি বাড়িতে হানা দিয়ে ১২ বোতল নিষিদ্ধ কফ সিরাপ, ১১ গ্রাম ব্রাউন সুগার এবং প্রায় ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা নগদ উদ্ধার করা হয়। এরপর বাড়ির মালিক সুনীল সিং ওরফে সোনুয়াকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত সুনীল আগেও মাদক কারবারের অভিযোগে জেল খেটেছে। অভিযোগ, জেল থেকে বেরিয়ে মুদিখানার দোকান চালানোর আড়ালে ফের মাদক ব্যবসা শুরু করেছিল। ধৃতকে আজ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত-এ তোলা হয়েছে। এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলেও প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই মাদক কারবার চলছিল। পুলিশের অভিযানে বড় চক্রের হদিস মিলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভোর থেকেই অবৈধ বালি উত্তোলন জর্দা নদীতে

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ভোর হতেই বালি মাফিয়াদের দাপটে ফের সরগরম ময়নাগুড়ি। অভিযোগ, ময়নাগুড়ি ব্লকের সাপটিবাড়ি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত-এর সোনার বাংলা হরি মন্দির এলাকা ও ডাখালির বাড়ি সংলগ্ন অংশে জর্দা নদী থেকে রমরমিয়ে চলছে অবৈধ বালি উত্তোলন। সূত্রের খবর, প্রশাসনের বারবার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ভোরবেলা থেকেই ট্রলি ও ট্রাক্টর নামিয়ে নদী থেকে বালি তোলা হচ্ছে।

নদীর ধার ঘেঁষে অবৈধভাবে রাস্তা তৈরি হওয়ায় ধস নামছে তীরে, বদলাচ্ছে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ। এতে চরম উদ্বেগ ও ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসীরা। যদিও ক্যামেরার সামনে কেউ মুখ খুলতে চাননি, তবে ফোনে তাঁদের অভিযোগ;দ্রুত কড়া ব্যবস্থা না নিলে বড় বিপদের আশঙ্কা রয়েছে।

প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি জোরালো হচ্ছে।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 2/14/2026 2:35 AM Page 8

গৌড়বঙ্গ
নয়া জামানা

হিলি সীমান্তে রহস্যময় অগ্নিকাণ্ড, ভস্মীভূত দুই ঘর, মৃত গবাদি পশু

নয়া জামানা, হিলি ঃ শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি থানার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ডুমরুন গ্রামে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুনে পারুবালা বর্মন নামে এক বৃদ্ধার দুটি ঘর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। সীমান্তের পিলার থেকে মাত্র ৩০ হাত দূরে অবস্থিত ওই বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গ্রামবাসীরা দ্রুত আগুন নেভানোর কাজে হাত দিলেও শেষ রক্ষা হয়নি। আসবাবপত্র, বিছানা এবং নগদ টাকাসহ প্রায় ৩ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। আগুনে দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে দুটি ছাগলেরও।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিএসএফ জোয়ান এবং হিলি থানার পুলিশ। সীমান্তে কড়া নজরদারি এবং বাংলাদেশে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির আবহে এই অগ্নিকাণ্ড নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। স্থানীয় বাসিন্দা পরিমল মার্ডি প্রকৃত তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ ও বিএসএফ

খতিয়ে দেখছে এটি কোনো দুর্ঘটনা নাকি এর পেছনে অন্য কোনো রহস্য রয়েছে। রাজনৈতিক মহল থেকেও দোষীদের শাস্তির দাবি তোলা হয়েছে।

উপাচার্যের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ, উত্তাল গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সৌরভ ঘোষ ।। নয়া জামানা ।। মালদহ

মালদার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আবারও এক অস্থির পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অধ্যাপক, শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীদের যৌথ বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এদিন প্রকাশ্যে আসে, যেখানে মূল নিশানায় ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য। আন্দোলনকারীদের দাবি, উপাচার্য সম্পূর্ণ একনায়কতান্ত্রিক কায়দায় প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন এবং নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করেই একের পর এক বিতর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন।

বিক্ষোভের মূল কারণ হিসেবে উঠে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক কমিটি অর্থাৎ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের (ইসি) বৈঠক নিয়মিত না হওয়া। অধ্যাপকদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও শিক্ষাগত বিষয়ে কোনো আলোচনা বা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে না। বরং উপাচার্য এককভাবে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, যা প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতাকে নষ্ট করছে। এছাড়া, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার বিশ্বজিৎ দাসের অব্যাহতিকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে।

বিক্ষোভকারীদের মতে, রেজিস্ট্রার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ছুটির আবেদন করলেও তাকে পরিকল্পিতভাবে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আন্দোলনকারীরা একে 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' এবং 'কৌশলগত' পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা প্রশাসনের নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। এই অস্থিরতার প্রভাব সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন এবং প্রশাসনিক কাঠামোর ওপর পড়ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। অশিক্ষক কর্মচারীদের একাংশ জানিয়েছেন, প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা না ফিরলে এবং ইসি কমিটির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক উপায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া না হলে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ ও পরীক্ষার সূচি বিঘ্নিত হতে পারে। বিক্ষোভ চলাকালীন দীর্ঘ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। উপাচার্যকে ঘিরে ধরে ক্ষোভ প্রকাশের সময় **ক্যাম্পাসে এক রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতি তৈরি হয়।**

যদিও বিষয়টি শেষ পর্যন্ত কোনো বড় সংঘর্ষের দিকে যায়নি, তবে প্রশাসনের নীরবতা আন্দোলনকারীদের মধ্যে আরও সংশয় তৈরি করেছে। এখনও পর্যন্ত উপাচার্যের পক্ষ থেকে এই অভিযোগগুলো নিয়ে কোনো স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায়নি। শিক্ষাবিদদের মতে, একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও কর্মচারীদের এই পর্যায়ের গণবিক্ষোভ অত্যন্ত উদ্বেগজনক। যদি দ্রুত আলোচনার মাধ্যমে এই জট না কাটানো যায়, তবে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পঠন-পাঠনের পরিবেশ পুরোপুরি ভেঙে পড়ার আশঙ্কা থাকছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরের এই সংঘাত শেষ পর্যন্ত কোন পথে পরিচালিত হয় এবং প্রশাসন এই অচলাবস্থা কাটাতে কোনো সদর্থক ভূমিকা নেয় কি না, এখন সেটাই দেখার।

উত্তর প্রদেশ থেকে উদ্ধার চুরি যাওয়া ট্রেলার, মালদা পুলিশের বড় সাফল্য

কুঞ্জবিহারী শর্মা, নয়া জামানা, পুরাতন মালদা ঃ এক মাস আগে মালদা থানার একটি ওয়ার্কশপ থেকে ট্রেলার চুরির ঘটনায় বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে উত্তর প্রদেশে বিশেষ অভিযান চালিয়ে চুরি যাওয়া ট্রেলারটি উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে মাতিন (৪০) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। তদন্তকারীরা জানান, চুরির পুরো বিষয়টি ছিল অত্যন্ত সুপরিকল্পিত। নজর এড়াতে অভিযুক্ত মাতিন ট্রেলারটির ইঞ্জিন খুলে হরিয়ানায় লুকিয়ে রেখেছিল এবং ট্রেলারটি রেখেছিল উত্তর প্রদেশে। জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া ট্রেলারটির ইঞ্জিনের মালিক ও চালক স্বয়ং অভিযুক্ত মাতিন। সে নিজের ইঞ্জিন ব্যবহার করেই এই চুরিতে অংশ নিয়েছিল বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। প্রযুক্তিগত সাহায্য ও নির্ভরযোগ্য সূত্রের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্তের হদিস পায়। শুক্রবার ধৃতকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। এই চক্রের সাথে আরও বড় কোনো অপরাধী গোষ্ঠী জড়িত আছে কি না বা অন্য কোনো যানবাহন চুরির ঘটনায় মাতিন যুক্ত ছিল কি না, তা জানতে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে মালদা থানার পুলিশ।

ছাঁটাই ও বেতন সমস্যার প্রতিবাদে রায়গঞ্জে অ্যাম্বুলেন্স কর্মীদের অবস্থান বিক্ষোভ

নয়া জামানা, রায়গঞ্জ ঃ বিনা কারণে ছাঁটাই, অনিয়মিত বেতন এবং কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে আন্দোলনে শামিল হয়েছেন ১০২ অ্যাম্বুলেন্স চালক ও অ্যাটেনডেন্টরা। উত্তর দিনাজপুর জেলাজুড়ে কর্মরত শতাধিক কর্মী গত বৃহস্পতিবার থেকে তিন দিনের এই অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেছেন। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই অনেককে কাজ থেকে বরখাস্ত করা হচ্ছে এবং তুচ্ছ অজুহাতে বেতন কেটে নেওয়া হচ্ছে। দীর্ঘদিনের বেতন বকেয়া থাকায় পরিবার নিয়ে চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন কর্মীরা।

এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনকারী কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন (আইএনটিটিইউসি)। সংগঠনের জেলা নেতৃত্ব স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, শ্রমিকদের ওপর কোনো অন্যায় আচরণ বরদাস্ত করা হবে না। অবিলম্বে ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের পুনর্বহাল এবং বকেয়া বেতন মেটানোর দাবি জানানো হয়েছে। তৃণমূল নেতা বাপ্পা দেবনাথ ও শ্রমিক নেতা রঞ্জিত সিংহ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, তিন দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান না হলে আগামীতে জেলাজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন কর্মীরা। এর ফলে জেলায় জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

মরণোত্তর চক্ষুদান ঘিরে অশান্তি ইসলামপুরে, বিজ্ঞানকর্মীর গ্রেপ্তারে তুঙ্গে উত্তেজনা

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ প্রয়াত মায়ের শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে চক্ষুদান করায় এক বিজ্ঞানকর্মীকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্য আমির চাঁদের গ্রেপ্তারিকে কেন্দ্র করে শুক্রবার ইসলামপুর থানার সামনে জোরালো বিক্ষোভ দেখালেন সংগঠনের কর্মীরা।

ঘটনার সূত্রপাত আমির চাঁদের মায়ের মৃত্যু নিয়ে। বিজ্ঞানমঞ্চের অভিযোগ, মৃতার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর চোখ দান করার সিদ্ধান্ত নেয় পরিবার। কিন্তু এই মহৎ উদ্যোগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এলাকার কিছু কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ। আমির চাঁদ ও তাঁর পরিবারের ওপর মানসিক ও শারীরিক হেনস্থা চালানো হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি চরমে পৌঁছালে পুলিশ আমির চাঁদকেই গ্রেপ্তার করে। সংগঠনের সদস্য অস্মিতা মুখার্জি জানান, 'চক্ষুদান কোনো অপরাধ নয়, বরং এক মানবিক ও বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ।' বিজ্ঞানমঞ্চের দাবি; আমির চাঁদের নিঃশর্ত মুক্তি, মিথ্যে মামলা প্রত্যাহার এবং ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে। পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে সংগঠনটি। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ষড়যন্ত্র রুখতে ও ভোটারদের অধিকার রক্ষায় একজোট সাবিনা-নজরুল

নয়া জামানা, কালিয়াচক ঃ শুক্রবার কালিয়াচক-২নং ব্লক তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের উদ্যোগে মোথাবাড়ির সুকান্ত ভবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা আয়োজিত হয়। সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল এসআই বা স্পেশাল ইনভেস্টিগেশনের নামে সাধারণ ভোটারদের হয়রানি বন্ধ করা এবং আসন্ন নির্বাচনে প্রতিটি বৈধ ভোটারের নাম চূড়ান্ত তালিকায় সুনিশ্চিত করা। এই সভায় উপস্থিত হয়ে রাজ্যের মন্ত্রী তথা মোথাবাড়ির বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন কেন্দ্র সরকার ও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তদন্তের নামে বেছে বেছে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষকে হেনস্তা করা হচ্ছে। এদিনের মঞ্চ থেকে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বক্তারা দাবি করেন, কোনোভাবেই একজনও বৈধ ভোটার যেন তালিকা থেকে বাদ না পড়েন। জেলা সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি নজরুল ইসলাম এবং ব্লক সভাপতি আসমাউল হক স্পষ্টভাবে জানান, ভোটার তালিকায় নাম বাদ দেওয়া বা হয়রানির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। এছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ ফিরোজ সেখসহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃত্ব। সামগ্রিকভাবে, এদিনের সভা থেকে কালিয়াচকের সংখ্যালঘু সেলের কর্মীরা ভোটারদের পাশে থাকার এবং যেকোনো প্রশাসনিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর বার্তা দেন।

পথশ্রী প্রকল্পে বদলে যাচ্ছে গৌরী অঞ্চলের চেহারা, কাজ পরিদর্শনে বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী

রামকৃষ্ণ দাস, নয়া জামানা, রায়গঞ্জ ঃ গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার ভোল বদলে দিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প 'পথশ্রী' এখন বাস্তবায়নের পথে। শুক্রবার রায়গঞ্জ ব্লকের গৌরী অঞ্চলের অনন্তপুর, জুগিয়াম, দুবদুয়ার, নিমতলা ও খেরাবাড়ি গ্রামে নির্মাণাধীন রাস্তার কাজ সরজমিনে খতিয়ে দেখলেন বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। পরিদর্শনকালে বিধায়ক জানান, এই নতুন রাস্তাগুলি তৈরি হলে শুধু যাতায়াত সহজ হবে তাই নয়, গ্রামীণ অর্থনীতিতেও গতি আসবে।

কৃষকরা দ্রুত তাঁদের ফসল বাজারে পৌঁছে দিতে পারবেন এবং পড়ুয়া ও রোগীদের যাতায়াতে দীর্ঘদিনের ভোগান্তি দূর হবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে তিনি তাঁদের অভাব-অভিযোগের খোঁজও নেন।

এদিন অনন্তপুর গ্রামের নাগর নদীর পাড়ে বাঁধ নির্মাণের দীর্ঘদিনের দাবি নিয়ে গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করেন বিধায়ক। তিনি ঘোষণা করেন, বাঁধের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং দ্রুত কাজ শুরু হবে, যা বর্ষায় নদী ভাঙন রোধে বড় ভূমিকা নেবে। বিধায়কের এই তৎপরতায় এলাকায় খুশির হাওয়া।

দক্ষিণ দিনাজপুরকে আদর্শ জেলা গড়ার ডাক

সাজাহান আলি, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ মাদক, প্লাস্টিক দূষণ এবং বাল্যবিবাহ;সমাজের এই তিনটি অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে এক ব্যাপক সচেতনতা অভিযান। জেলা প্রশাসন, পুলিশ, স্বাস্থ্য দপ্তর এবং বিএসএফ-এর যৌথ উদ্যোগে এই প্রচার কর্মসূচি বর্তমানে তুঙ্গে। জেলার আটটি ব্লকেই (কুমারগঞ্জ, বালুরঘাট, হিলি, গঙ্গারামপুর, তপন, বংশীহারী, কুশমন্ডি ও হরিরামপুর) সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে নামানো হয়েছে বিশেষ 'বাল্যবিবাহ বিরোধী রথ'। জেলা শক্তি বাহিনীর কো-অর্ডিনেটর মিজানুর রহমান জানান, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে জেলাকে আদর্শ হিসেবে গড়ে তোলাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। এই অভিযানে পঞ্চায়েত প্রতিনিধি, সিভিক ভলান্টিয়ার, আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ এবং বিভিন্ন এনজিও সক্রিয়ভাবে শামিল হয়েছে। প্রতিটি গ্রামকে মডেল হিসেবে গড়ে তুলতে সাধারণ মানুষও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসছেন। জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারের তত্ত্বাবধানে চলা এই কর্মসূচি কেবল প্রচারেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর সাফল্যের হারও নিয়মিত খতিয়ে দেখছে প্রশাসন।

হিলিতে কৃষকদের আয় বাড়াতে আধুনিক উদ্যান পালনের বিশেষ সচেতনতা শিবির

রবিন মুরমু, নয়া জামানা, হিলি ঃ প্রথাগত চাষের খরচ কমিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উদ্যান পালনে কৃষকদের উৎসাহিত করতে বিশেষ উদ্যোগ নিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তর। বৃহস্পতিবার হিলি ব্লকের ত্রিমোহিনী কৃষক সমবায় সমিতির সভাকক্ষে রাষ্ট্রীয় বিকাশ যোজনার অধীনে এই সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। মূলত জামালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গারনা সমবায় সমিতি এবং ত্রিমোহিনী কৃষক সেবা সমবায় সমিতির প্রায় ৭০ জন কৃষক এই শিবিরে অংশ নেন। বর্তমানে ধান, পাট বা গমের মতো চিরাচরিত চাষে খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকরা প্রায়ই আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় কম খরচে ফল ও সবজি চাষের বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল কৃষকদের সামনে তুলে ধরেন বিভাগীয় আধিকারিকরা। শিবিরে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, উন্নত চাষ পদ্ধতি এবং সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। জেলা হর্টিকালচার দপ্তরের আধিকারিকরা জানান, সরকারিভাবে কৃষকদের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ বিনামূল্যে বা সুলভে পাওয়ার যে ব্যবস্থা রয়েছে, তার সঠিক ব্যবহার জানলে চাষের খরচ অনেকটাই কমানো সম্ভব।

দুই দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ শিবিরের মাধ্যমে আধুনিক ও লাভজনক কৃষির পথ প্রশস্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। শুক্রবার এই সচেতনতা কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটবে।

মোথাবাড়ীতে শতাধিক কংগ্রেস কর্মীর তৃণমূলে যোগদান

নয়া জামানা, মালদহ ঃ জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর উন্নয়নমুখী রাজনীতি ও জনসংযোগের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মোথাবাড়ী অঞ্চলে বড়সড় শক্তিবৃদ্ধি ঘটল তৃণমূল কংগ্রেসের ।বুধবার কালিয়াচক ২নং ব্লকের উত্তর সাটাঙ্গাপাড়ার ১১৯ নম্বর বুথে এক যোগদান সভায় প্রায় শতাধিক কংগ্রেস ও আইএসএফ কর্মী আনুষ্ঠানিকভাবে দল ত্যাগ করে তৃণমূলে শামিল হন ।এই যোগদানকে কেন্দ্র করে এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন ।তিনি নতুন সদস্যদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তাঁদের স্বাগত জানান এবং বলেন, উন্নয়নের স্বার্থে মানুষ এখন তৃণমূলের উপরই ভরসা রাখ ছে ।স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি,এই যোগদান শুধু সংখ্যাবৃদ্ধি নয় বরং জনসমর্থনের স্পষ্ট বার্তা ।আগামী দিনে এলাকায় সংগঠন আরও মজবুত হবে এবং মানুষের পাশে থেকে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নবাগতরাও।

পথশ্রী রাস্তা শুভ উদ্বোধন

নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ ভরতপুর এক নম্বর ব্লকের ভরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সন্তোষপুরে ৬৯০ মিটার একটি পথশ্রী রাস্তা শুভ উদ্বোধন। শুভ উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন ভরতপুর এক নম্বর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক দাওয়া শেরপা, বিশিষ্ট সমাজসেবী নজরুল ইসলাম টারজেন, বিশিষ্ট সমাজসেবী শাহাদুল্লাহ শেখ সাধু, ও সমাজসেবী কালী কুমার মন্ডল। সহ এলাকার সাধারণ মানুষ, এই রাস্তাটি কাঙাল শেখের বাড়ি হইতে আনোয়ার শেখের বাড়ি পর্যন্ত ঢালাই রাস্তা নির্মাণ, ৫২, ৬২, ৭৬৮, ০০ টাকা ব্যয় এই রাস্তাটি নির্মাণ হবে। এই রাস্তাটির

নির্মাণ হইলে বহু মানুষের যাতায়াতের সুবিধা হবে বলে জানান সমাজটি উন্নয়ন আধিকারিক ও এলাকার মানুষজন।

নয়ানজুলিতে উল্টে গেলও টোটো

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে নয়ানজুলিতে উল্টে গেল একটি টোটো। ঘটনায় আহত হলেন এক মহিলা যাত্রী। শুক্রবার সকালে রঘুনাথগঞ্জের রাজানগর মোড় এলাকায় এই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাময়িক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে যাত্রী নিয়ে রঘুনাথগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল টোটোটি। রাজানগর মোড়ের কাছে হঠাৎই চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এরপর রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে গিয়ে উল্টে পড়ে টোটোটি। দুর্ঘটনায় এক মহিলা যাত্রী গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন ।ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা

দ্রুত ছুটে এসে আহত মহিলাকে উদ্ধার করেন। তড়িঘড়ি তাঁকে স্থানীয় চিকিৎসালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে।

পলাশী থেকে রেজিনগর শুরু হল হুমায়ুনের বাবরি যাত্রা

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে এদিন সকাল থেকেই শুরু হল ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবিরের বহুল আলোচিত বাবরি যাত্রা। নদীয়ার পলাশী থেকে শুরু হওয়া এই যাত্রাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে যেমন উত্তেজনা তুঙ্গে, তেমনই রাস্তার দু'পাশে সাধারণ মানুষের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো ।সকাল থেকেই পলাশীতে অনুগামীদের ভিড় জমতে শুরু করেছিল। যাত্রা শুরুর মুহূর্তে দেখা গেল এক অন্যরকম দৃশ্য। কোনও বিলাসবহুল গাড়ি নয়, বরং খোশ মেজাজে নিজেই বাইক চালিয়ে যাত্রার সূচনা করেন হুমায়ুন কবির। বাইকের পেছনে বসে থাকতে দেখা যায় তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষীকে। হেলমেট পরে বাইকের হ্যান্ডেল হাতে বিধায়ক যখন যাত্রা শুরু করেন, তখন সমর্থকদের উল্লাসে ফেটে পড়ে গোটা এলাকা ।পলাশী থেকে শুরু হয়ে যাত্রাটি বর্তমানে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে এগোচ্ছে। হুমায়ুনের বাইকের ঠিক পেছনেই রয়েছে ছোট-বড় গাড়ির এক বিশাল কনভয়। কয়েকশো বাইক এবং চারচাকা গাড়ির এই বহর যাত্রার গুরুত্বকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। পলাশী ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক নদীয়া সীমানা অতিক্রম ।মুর্শিদাবাদে প্রবেশ ।প্রতিবেদন লিখার সময় পর্যন্ত, যাত্রাটি নদীয়া জেলা অতিক্রম করে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রবেশ করতে চলেছে ।প্রায় ২২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই যাত্রার গন্তব্য রেজিনগর। রাস্তার মোড়ে মোড়ে সমর্থকরা পুষ্পবৃষ্টি এবং স্লোগানে বিধায়ককে স্বাগত জানাচ্ছেন। যানজট এড়াতে এবং নিরাপত্তা বজায় রাখতে পুলিশি তৎপরতাও চোখে পড়ার মতো। এই যাত্রার মাধ্যমে হুমায়ুন কবির নিজের রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শনের পাশাপাশি বিশেষ এক বার্তা দিতে চাইছেন বলেই মনে করছে রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহল ।সব মিলিয়ে, পলাশী থেকে রেজিনগর পর্যন্ত এই দীর্ঘ পথ এখন কার্যত বাবরি যাত্রার দখলে। গন্তব্যে পৌঁছানোর পর বিধায়ক কোনো বিশেষ ঘোষণা বা বক্তব্য রাখেন কি না, এখন সেদিকেই নজর সকলের।

অত্যাধুনিক ইনডোর গেমস পরিকাঠামোর উদ্বোধন

নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার ক্রীড়াপ্রেমীদের জন্য সুখবর। বহরমপুরবাসীর দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে সাংসদ তহবিলের বিশেষ অর্থায়নে নির্মিত একটি অত্যাধুনিক ইনডোর গেমস পরিকাঠামোর শুভ উদ্বোধন সম্পন্ন হলো।

শুক্রবার এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই নতুন ক্রীড়া কেন্দ্রের দ্বারোদঘাটন করেন বহরমপুরের বর্তমান সাংসদ তথা প্রাক্তন বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান। এদিন বিকেল চারটার সময় সার্কিট হাউস সংলগ্ন বহরমপুর ইনডোর কমপ্লেক্সে উপস্থিত ছিলেন বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান ও জঙ্গীপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান।

এই কমপ্লেক্সটি ডেভেলপমেন্টের জন্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন ৩০ লক্ষ টাকা সাংসদ খলিলুর রহমান সাংসদ তহবিল থেকে ও কুড়ি লক্ষ টাকা বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠানের সাংসদ তহবিল থেকে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন ইউসুফ পাঠান, সাংসদ(বহরমপুর লোকসভা), খলিলুর রহমান সাংসদ (জঙ্গীপুর লোকসভা), চিরন্তন প্রামানিক, অতিরিক্ত জেলাশাসক(উন্নয়ন), শ্রেয়সী ঘোষ, ডি পি এল ও ম্যাপ (জেলা পরিকল্পনা বিভাগ) এবং সুকান্ত সাহা, প্রজেক্ট ডিরেক্টর। নতুন এই পরিকাঠামো পরিদর্শনের পর নিজের বক্তব্যে সাংসদ ইউসুফ পাঠান খেলাধুলার প্রসারে তাঁর স্বপ্নের কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক ভাবনার অনুসারী হয়েই এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তাঁর কথায়, এলাকার মানুষ যাতে সুস্থ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে মেলামেশা করতে পারেন এবং যুবসমাজ যাতে খেলার মাঠে আরও বেশি সময় কাটাতে পারে, সেটাই এই উদ্যোগের প্রধান লক্ষ্য।

অপরাধ দমনে থানায় সিসিটিভি নজরদারি

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ জেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে বড় উদ্যোগ নিলেন বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার চারটি থানায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর জন্য তিনি সাংসদ তহবিল থেকে ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করলেন ।জেলা পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার জানান,এই অর্থে নওদা, বেলডাঙ্গা, রেজিনগর ও শক্তিপুর থানার গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সিসিটিভি নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। এর ফলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ দমন আরও কার্যকর

হবে বলে মনে করছে প্রশাসন ।শুক্রবার মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার বহরমপুর কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে বিষয়টি জানান পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ ইউসুফ পাঠান ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাজিদ ইকবাল খান।

তৃণমূল ছেড়ে মিমে যোগদান

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ভগবানগোলা ২ নম্বর ব্লকের আখেরিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শাসক শিবিরে বড়সড় ভাঙন ধরল ।এদিন শিবনগর বাজার এলাকায় আয়োজিত এক রাজনৈতিক কর্মসূচিতে তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন দল ছেড়ে প্রায় ১৫০ জন কর্মী আনুষ্ঠানিকভাবে 'মিম' পার্টিতে যোগদান করেন। নির্বাচনের আগে গ্রামীণ এলাকায় এই দলবদল রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে ।এদিন নবাগত কর্মীরা তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরাসরি দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন। যোগদানকারী সদস্যদের দাবি, তাঁরা দীর্ঘদিন তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও দলের অন্দরে ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি এবং সাধারণ মানুষের প্রতি বঞ্চনার প্রতিবাদেই আজ দলত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

শিবনগর বাজার এলাকার এই বিশাল সংখ্যক মানুষের মিমে অন্তর্ভুক্তি এলাকায় দলটির সাংগঠনিক শক্তিকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল বলে মনে করা হচ্ছে ।এই যোগদান কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন আখেরিগঞ্জ অঞ্চলের মিম সভাপতি তৌফিক হোসেন এবং বিশিষ্ট নেতা বুলেট সেখ। এছাড়াও স্থানীয় মিম নেতা আজিম উদ্দিন সেখ-সহ অন্যান্য কর্মী-সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। মিম নেতৃত্বের দাবি, সাধারণ মানুষ এখন বিকল্পের সন্ধানে তাঁদের দিকে ঝুঁকছেন।

বালিঘাটা উরুসে বিধায়ক জাকির হোসেন, মসজিদের উন্নয়নে অনুদান

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ বালিঘাটা এলাকার ঐতিহ্যবাহী উরুসে এক অনন্য আবহের সৃষ্টি হয় যখন হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হন বিধায়ক জাকির হোসেন। তাঁর আগমনে পুরো মাজার প্রাঙ্গণে আনন্দ ও উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। ধর্মীয় এই পবিত্র অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তিনি বাবার দরবারে গিয়ে দোয়া ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। স্থানীয় মানুষের কল্যাণ, এলাকার শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য বিশেষ মোনাজাত করেন। উরুস উপলক্ষে মাজার প্রাঙ্গণে আগে থেকেই ভক্তদের ঢল নেমেছিল। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ এখানে সমবেত হন। তাঁদের অনেকেই বিশ্বাস করেন, এই দরবারে প্রার্থনা করলে মনের আশা পূরণ হয়। বিধায়কের উপস্থিতি সেই আধ্যাত্মিক পরিবেশকে আরও গভীর করে তোলে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বালিঘাটা মসজিদের উন্নয়নের জন্য এক লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁর এই ঘোষণায়

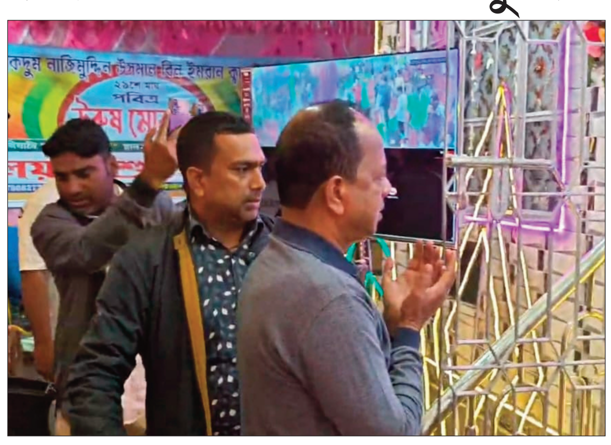

উপস্থিত জনতার মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। মাজার কমিটির পক্ষ থেকে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হয়। কমিটির সদস্যরা জানান, এমন মানবদরদী ও সমাজসেবী ব্যক্তিত্বকে পাশে পেয়ে তাঁরা গর্বিত। বিধায়ক জাকির হোসেন দীর্ঘদিন ধরেই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য পরিচিত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য কিংবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান;সব ক্ষেত্রেই তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। তাঁর মতে, সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন সবাই মিলেমিশে একে অপরের পাশে দাঁড়ায়। উরুসের এই বিশেষ দিনে তাঁর উপস্থিতি শুধু আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তা ছিল সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও মানবিকতার এক উজ্জ্বল বার্তা। হাজারো মানুষের প্রার্থনা ও শুভকামনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়।

বেলডাঙা মামলায় অভিযুক্তদের বাড়ল জেল হেফাজত

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ পরিযায়ী শ্রমিক আলাউদ্দিন শেখের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হওয়া বেলডাঙা মামলায় ৩১ জন অভিযুক্তকে আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিল আদালত।

এদিন নিরাপত্তার খাতিরে অভিযুক্তদের ভার্চুয়ালি আদালতে হাজিরা করানো হয়। তবে ধৃতদের মধ্যে ৫ জন নাবালক হওয়ায় তাদের এদিন পেশ করা হয়নি। মামলাটি বর্তমানে এনআইএ-র হাতে রয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মামলার সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি এখনও তাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি। তাই তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তদের আরও কয়েকদিন জেল হেফাজতে রাখা প্রয়োজন। বিচার ভবন সেই আবেদন মঞ্জুর করে ১৯ তারিখ পর্যন্ত সময়সীমা ধার্য করেছে। অন্যদিকে, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার কারণে কড়া পুলিশি পাহারায় সশরীরে আদালতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না বলেই ভার্চুয়াল শুনানির ব্যবস্থা করা হয় ।এদিনের শুনানিতে রাজ্য সরকারের আইনজীবী কেন্দ্রীয় সংস্থার অতি-সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর অভিযোগ, সামনেই বিধানসভা নির্বাচন, আর সেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতেই এই মামলা নিয়ে এনআইএ হঠাৎ এত তৎপর হয়ে উঠেছে। পাল্টা যুক্তিতে তদন্তের স্বার্থে হেফাজতের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা ।বছরের শুরুতে ঝাড়খণ্ডে মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিক আলাউদ্দিন শেখের রহস্যমৃত্যু ঘটে। অভিযোগ ওঠে, বাঙালি হওয়ার কারণে তাঁকে 'বাংলাদেশি' সন্দেহে পিটিয়ে মারা হয়েছে। যদিও ঝাড়খণ্ড পুলিশের দাবি ছিল এটি একটি আত্মহত্যার ঘটনা। ১৬ জানুয়ারি বেলডাঙায় দেহ পৌঁছতেই উত্তাল হয়ে ওঠে এলাকা। অগ্নিসংযোগ ও ব্যাপক ভাঙচুর চলে। সেই অশান্তিতে জড়িত থাকার অভিযোগে ৩১ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

পিএনবি ও কৃষিল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আর্থিক সচেতনতা শিবির

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ সাধারণ মানুষকে ব্যাংকিং পরিষেবা এবং সামাজিক সুরক্ষা যোজনা সম্পর্কে সচেতন করতে ভগবানগোলা দুই ব্লকের বালিগ্রাম এলাকায় অনুষ্ঠিত হলো একটি বিশেষ সচেতনতা মূলক আলোচনা সভা। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের সহযোগিতায় এবং কৃষিল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মূলত গ্রামীণ এলাকার মানুষের কাছে ব্যাংকিং পরিষেবাকে আরও স্বচ্ছ ও সহজলভ্য করে তোলাই ছিল এই সভার প্রধান লক্ষ্য ।এদিনের সভায় উপস্থিত ব্যাংকের প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন সরকারি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় অটল পেনশন যোজনা , রাষ্ট্রীয় পেনশন যোজনা এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রম যোগী মন্ধন যোজনার ওপর। উপস্থিত সাধারণ মানুষকে বোঝানো হয় কীভাবে সামান্য সঞ্চয়ের মাধ্যমে তাঁরা ভবিষ্যৎ জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেন। এছাড়া বর্তমান

সময়ে দাঁড়িয়ে ই-কেওয়াইসি এবং রি-কেওয়াইসি -র গুরুত্ব এবং পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা করা হয় ।বর্তমান ডিজিটাল যুগে ব্যাংক জালিয়াতি রুখতে সাইবার প্রতারণা সম্পর্কে সচেতনতা ছিল আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয়। আর্থিক সাক্ষরতা কেন্দ্রের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে জানানো হয়, কীভাবে তাঁরা নিজেদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিত রাখবেন এবং কোনো প্রলোভনে পা দেবেন না। ব্যাংকের প্রতিনিধি সত্যব্রত দে এবং ভগবানগোলা আর্থিক সাক্ষরতা কেন্দ্রের সেন্টার ম্যানেজার হাফিজুর রহমান গ্রাহকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কথা সরাসরি সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভগবানগোলা দুই ব্লকের ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর সাবিনা বিবি-সহ স্থানীয় বহু সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে এলাকার মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। ব্যাংকিং পরিষেবাকে ঘরের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

শ্রমিক স্বার্থে আন্দোলনের ডাক, আইএনটিইউসি-র জেলা সম্মেলনে সরব অধীর

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা এবং বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আগামী দিনের লড়াইয়ের রূপরেখা নির্ধারণে জঙ্গীপুরের রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আইএনটিইউসি-র গুরুত্বপূর্ণ জেলা সম্মেলন। শুক্রবার অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। সম্মেলনকে ঘিরে এদিন সকাল থেকেই রঘুনাথগঞ্জ সহ গোটা জেলাজুড়ে রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল তুঙ্গে। সম্মেলনের মূল মঞ্চ থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য; উভয় সরকারের শ্রমিক ও জনবিরোধী নীতির কড়া সমালোচনা করেন অধীর চৌধুরী। তিনি বলেন, বর্তমানে কর্মসংস্থানের তীব্র সংকট এবং অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের পিঠ দেওয়ালে ঠেকিয়ে দিয়েছে। শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় এবং হৃত অধিকার পুনরুদ্ধারে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কোনো বিকল্প নেই বলেও তিনি হুঁশিয়ারি দেন। এদিনের সম্মেলনে অধীর চৌধুরী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইএনটিইউসি-র জেলা সভাপতি অজয় চ্যাটার্জী। তাঁর নেতৃত্বে জেলার মোট ২৬টি ব্লক থেকে সংগঠনের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে যোগ দেন। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রঘুনাথগঞ্জ ১ নম্বর ব্লক সভাপতি হামিদুল সেখ, জঙ্গীপুর

শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা এবং বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আগামী দিনের লড়াইয়ের রূপরেখা নির্ধারণে জঙ্গীপুরের রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আইএনটিইউসি-র গুরুত্বপূর্ণ জেলা সম্মেলন। শুক্রবার অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। সম্মেলনকে ঘিরে এদিন সকাল থেকেই রঘুনাথগঞ্জ সহ গোটা জেলাজুড়ে রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল তুঙ্গে। সম্মেলনের মূল মঞ্চ থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য; উভয় সরকারের শ্রমিক ও জনবিরোধী নীতির কড়া সমালোচনা করেন অধীর চৌধুরী।

টাউন কংগ্রেস সভাপতি মোহন মাহাতো সহ কংগ্রেস ও শ্রমিক সংগঠনের একাধিক প্রথম সারির নেতা। বক্তাদের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আগামী দিনে জেলাজুড়ে আইএনটিইউসি-কে আরও শক্তিশালী করতে বিশেষ সাংগঠনিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের এক ছাতার তলায় এনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটার বার্তাই রবীন্দ্রভবন থেকে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে জেলাবাসীর কাছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এই সম্মেলন জেলার শ্রমিক ভোটব্যাঙ্ককে সংহত করার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

নশিপুর প্যাসেঞ্জার হল্ট, রেলপথে ঘুচছে ভাগীরথীর ব্যবধান

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ পর্যটন মানচিত্রে এবার বড়সড় প্রাপ্তি নবাবী জেলা মুর্শিদাবাদের। ঐতিহাসিক নশিপুর রাজবাড়ির দোরগোড়ায় তৈরি হতে চলেছে রেলের নতুন প্যাসেঞ্জার হল্ট স্টেশন। এর ফলে ভাগীরথী নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন শিয়ালদহ ও হাওড়া ডিভিশনের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হবে। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত নশিপুর রেল সেতুর উপযোগিতাকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিতেই রেলওয়ে বোর্ড এই হল্ট স্টেশন তৈরির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে ।মুর্শিদাবাদ বিধানসভার বিধায়ক গৌরীশঙ্কর ঘোষ জানিয়েছেন, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সম্মতিতে কৃষ্ণনগর-লালগোলা সেকশনে এই স্টেশনটি গড়ে উঠবে। এর ফলে যাত্রী ও পর্যটকদের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি শেষ হতে চলেছে। শিয়ালদহ ডিভিশনের মুর্শিদাবাদ স্টেশন এবং হাওড়া ডিভিশনের আজিমগঞ্জ স্টেশনের মধ্যে সেতুবন্ধন করবে এই হল্ট। আগে হাওড়া থেকে আসা যাত্রীদের আজিমগঞ্জে নেমে নৌকায় নদী পেরিয়ে মুর্শিদাবাদ শহরে পৌঁছাতে হতো। নতুন হল্ট স্টেশন হলে যাত্রীরা সরাসরি শিয়ালদহ

ডিভিশনের ট্রেন ধরতে পারবেন ।নশিপুর সেতু ব্যবহারকারী এক্সপ্রেস ট্রেনগুলোর ক্ষেত্রেও এই হল্ট অত্যন্ত সহায়ক হবে, যা পর্যটকদের যাতায়াতের সময় বহুগুণ কমিয়ে দেবে ।হাজারদুয়ারি প্যালেস বা নশিপুর রাজবাড়ির ইতিহাস ছুঁতে দেশ-বিদেশের পর্যটকরা ভিড় করেন। কিন্তু আজিমগঞ্জ ও মুর্শিদাবাদের মধ্যে নদীপথের ব্যবধান যাতায়াতে অনেকটা বাড়তি সময় ও পরিশ্রম কেড়ে নিত। নশিপুর রাজবাড়ির কাছেই এই স্টপ চালু হলে পর্যটকরা অতি সহজেই ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে যাবেন। স্থানীয় স্তরে এই প্রকল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। রেলের এই পদক্ষেপ যে কেবল পর্যটন ব্যবস্থার উন্নতি করবে তা নয়, জেলার সাধারণ যাত্রীদের কাছেও এটি এক বড় উপহার।

বিদ্যালয়ে সচেতনতা শিবির

নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ বেলডাঙা ২ ব্লকের, শক্তিপুর থানা এলাকার রামনগর হাই স্কুল বরাবরই সামাজিক সচেতনতা বিষয়ে অনন্য চিন্তাভাবনার নজির রেখে আসছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর উপভোক্তা দপ্তরের অধীন মুর্শিদাবাদ জেলা ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় 'রামনগর হাইস্কুল কনসিউমার ক্লাব' ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ে একটি সেমিনার এর আয়োজন করে ।তিনি রামনগর কনসিউমার ক্লাব এর সদস্য ছাত্র ছাত্রীদের ক্রেতা- উপভোক্তা জিনিস টি আসলে কি?

তাদের অধিকার ও সচেতনতার পাশাপাশি ঠকে গেলে কি ভাবে, কোথায় অভিযোগ জানাবে, এবং আইনি পদক্ষেপ কি আছে এবিষয়ে বিস্তারিত পাঠ দেন। এছাড়াও ছাত্রছাত্রী দের উদ্দেশে ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ে মনোগ্রাহী বক্তব্য রাখেন রামনগর হাই স্কুল কনসিউমার ক্লাব এর টি. আই. সি মাননীয় উত্তম নন্দী মহাশয়, শিক্ষক সুব্রত বিশ্বাস মহাশয় ও বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা সালেহা খাতুন মহাশয়া।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 2/14/2026 2:35 AM Page 10

ভয়াবহ চুরির হ্যাটট্রিক! সোনার দোকান থেকে লক্ষাধিক টাকার গয়না নিয়ে চম্পট দুষ্কৃতীরা

পার্থ দাস বৈরাগ্য,নয়া জামানা, নদীয়া ঃ একবার নয়, দুবার নয় পরপর তিনবার সোনার দোকানে বড়সড় ডাকাতি- এমনটাই অভিযোগ দোকান মালিকের ।বৃহস্পতিবার রাতে সোনার দোকানে চুরির ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় তেহট্ট ২ ব্লকের তেহট্ট ঘাট সংলগ্ন চকবিহারী এলাকায়। জানা গিয়েছে, স্বপন কর্মকার নামে এক ব্যক্তির দোকানে চুরি হয়েছে। তিনি জানান, শুক্রবার সকালে আনুমানিক আটটা নাগাদ এসে তিনি দেখেন দোকানের দরজা ভাঙা। তখনই তার মনে সন্দেহ জাগে। দোকানের ভিতর প্রবেশ করে বুঝতে পারেন চুরি হয়েছে। তখনই আশেপাশ থেকে খবর পান তার দোকানের কিছু বাক্স পিছনের মাঠের কলাবাগানের মধ্যে পড়ে রয়েছে। পরে কলা বাগান থেকে উদ্ধার হয় দোকানের ফাঁকা একটি কাঠের বাক্স। দোকান মালিক দাবি করেন, তার দোকান থেকে সোনার ও চাদির গয়না চুরি গিয়েছে। ৪০০ থেকে ৪৫০ গ্রাম চাঁদির গয়না এবং দেড়শ থেকে দুশো গ্রাম সোনার গয়না, এছাড়াও একাধিক সিটি গোল্ডের গয়নাও চুরি গেছে। এই ঘটনায় রীতিমতন মাথায় হাত ব্যবসায়ীর ।তিনি হতাশার সুরে জানান, প্রথম দুবার চুরির ঘটনা ঘটায় তিনি সেরকম গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টিকে দেখেননি। কিন্তু এইবার তিনি অভিযোগ দায়ের করবেন। সেইমতো পলাশিপাড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় ।

আসাননগরে বুথ বিজয় কর্মসূচির মাধ্যমে জনমুখী বার্তা বিজেপি-র

নিপ্পন বিশ্বাস,নয়া জামানা, নদীয়া ঃ ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে সারা রাজ্য জুড়ে ঘোষিত বুথ বিজয় কর্মসূচি পালিত হচ্ছে ।সেই একই রকম ভাবে নদীয়ার ভীমপুর থানার অন্তর্গত আসাননগরে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। উক্ত কর্মসূচিতে শুক্রবার উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য নেতৃত্ব রাহুল সিনহা। এদিন প্রথমে তিনি এলাকার মন্ডল সভাপতি আনন্দ মন্ডল এর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ করে আসাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধানের এলাকায় বুথ বিজয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন ।এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে তিনি এলাকার সাধারণ মানুষের বাড়িতে যান এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যে খোলা চিঠি এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিষয় বস্তু তুলে ধরেন। কর্মসূচি শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান রাজ্যের মুখ্য সচিব কে দিল্লিতে ইলেকশন কমিশন তলব করার বিষয়ক প্রতিক্রিয়া জানান এবং একইসঙ্গে তিনি আরো জানান রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল কর্মীরা বিজেপিতে যোগদান করার জন্য মুখিয়ে বসে আছে। শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা তাদেরকে যোগদান করানোর। এছাড়াও আসাননগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ফুলকলি মন্ডলের কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করে তিনি বলেন একজন প্রধানের জীবন যে কত সহজ এবং কত স্বাভাবিক এবং মানুষের সাথে তার জনসংযোগ কতটা মধুর তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ আসাননগর পঞ্চায়েতের ফুলকলি মন্ডল।

১.৫ হাজার ! লক্ষীর ভান্ডার বৃদ্ধিতে সবুজ আবির মেখে অকাল হোলি বাংলার মহিলাদের

শিবম দেবনাথ,নয়া জামানা, নদীয়া ঃ রাজ্য বাজেটে বৃদ্ধি হয়েছে লক্ষী ভান্ডার এর টাকা ।যার দরুন উচ্ছ্বাসে মাতোয়ারা গোটা রাজ্যের গৃহিণীরা ।এবার লক্ষীর ভান্ডারে আরও একবার লক্ষীলাভ হওয়ায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে আনন্দ উল্লাস নদীয়ায়। এদিন নদীয়ার হরিণঘাটার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে লক্ষীর ভান্ডার হাতে নিয়ে দেখা গেল অনন্য চিত্র। শয়ে শয়ে মহিলার সমন্বয়ে বের করা হয় একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। প্রত্যেকের গালে সবুজ আবির, এছাড়াও সবুজ মিষ্টি খ াওয়াতে দেখা গেল একে অপরকে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকের হাতে ছিল একটি করে লক্ষ্মীর ভান্ডার। আর সেই লক্ষীর ভান্ডারে সবুজ আবির মাখিয়ে উল্লাস করেন মহিলারা। রংবেরঙের শাড়ির সৌন্দর্যে রূপময় হয়ে ওঠে প্রত্যেকটি মহিলা। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে মহিলাদের দাবি, এবছর রাজ্য বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার জনমুখী প্রকল্প লক্ষীর ভান্ডারে ৫০০ টাকা অর্থ বৃদ্ধি করে চমক দেখিয়েছেন, এতে করে গোটা রাজ্যের মহিলারা অত্যন্ত খুশি। প্রত্যেকের মুখে চওড়া হাসি। তাদের প্রত্যাশা আগামীতে লক্ষীর ভান্ডারে আরো অর্থ বৃদ্ধি হবে। এমনকি লক্ষীর ভান্ডারের অর্থ দিয়ে তারা সংসারে সচ্ছলতা বোধ মনে করছেন, এটাই বাংলার মুখ ্যমন্ত্রী। একজন নারী হয়ে রাজ্যের নারীদের কথা তিনি সবসময় ভাবেন। স্বাভাবিকভাবেই এদিন মহিলাদের এই বর্ণাঢ্য শোভাযায় এক অনন্য চমক এনে দেয় গোটা হরিণঘাটা শহরে। আগামী দিনে গোটা দেশকে পথ দেখাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এমনটাই বিশ্বাস মহিলাদের।

একঘেয়েমি দূর করতে কচিকাঁচাদের খাদ্য মেলা উৎসব মেতে উঠল বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার একঘেয়েমি দূর করতে অভিনব উদ্যোগ নিল নদীয়ার ফুলিয়া বুঁইচা বসাকপাড়া বিনোদিনী প্রাথমিক বিদ্যালয়। ৬৭ বছরের প্রাচীন এই বিদ্যালয়ে বর্তমানে ১২১ জন পড়ুয়া এবং তিনজন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনন্দমুখর পরিবেশ গড়ে তুলতে সম্প্রতি স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয় এক ব্যতিক্রমী খ াদ্য মেলা।

তপড়া পড়া খাওয়াদ এই ভাবনাকে সামনে রেখেই পরিকল্পনা করা হয় এই উদ্যোগের। খাদ্য মেলাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় উৎসবের আমেজ তৈরি হয়। ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি বহু অভিভাবকও উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন স্টলে বাচ্চাদের পছন্দের নানা ধরনের খাবারের আয়োজন ছিল। সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল, প্রতিটি স্টলের দায়িত্ব নিজেরাই সামলায় ছাত্রছাত্রীরা। এতে তারা শুধু আনন্দই পায়নি, পাশাপাশি দায়িত্ববোধ ও দলগত কাজের অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছে। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিভূতি সরকার, যিনি গত দুই বছর ধরে দায়িত্বে আছেন, জানান পড়ুয়াদের মনোযোগ ও আগ্রহ বাড়ানোর উপায় খুঁজতেই সহকর্মী শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শান্তিপুর থানার নবলা অঞ্চলে প্রাথমিক স্তরে এমন উদ্যোগ এই প্রথম বলেই জানা গেছে। শিক্ষা ও আনন্দের সুন্দর মেলবন্ধনে আয়োজিত এই খাদ্য মেলা শিক্ষার্থীদের মনে নতুন উদ্দীপনা জাগিয়েছে এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশকে করে তুলেছে আরও প্রাণবন্ত।

শিশুদের সুস্থ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বিশেষ টিকাকরণ কেন্দ্র

কার্তিক ভান্ডারী ।। নয়া জামানা ।। বীরভূম

শিশুরা একটি সুস্থ ভবিষ্যতের ভিত্তি এবং তাদের স্বাস্থ্যসেবা বিশেষ মনোযোগ ও অটল প্রতিশ্রুতি দাবিদার। তাই আগামী প্রজন্মের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এক বড়সড় পদক্ষেপ নিল শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।

শুক্রবার হাসপাতালে ওপিডি ভবনে উদ্বোধন হলো একটি অত্যাধুনিক শিশু টিকাকরণ কেন্দ্র। আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে এই কেন্দ্রটি বীরভূম ও সংলগ্ন অঞ্চলের শিশুদের রোগমুক্ত রাখতে বিশেষ ভূমিকা নেবে বলে মনে করা হচ্ছে ।এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ তথা বিশিষ্ট শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাঃ অশোক কুমার দত্ত এবং এমএসভিপি অধ্যাপক ডাঃ অলোক শোভন দত্ত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডাঃ শান্তনু বর্মন সহ হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই কেন্দ্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ড মেনে সব ধরনের জীবনদায়ী টিকা পাওয়া যাবে। এখানে নিয়মিতভাবে বিসিজি টিকা (যক্ষা রোগের বিরুদ্ধে), পোলিও টিকা (ড্রপ ও ইঞ্জেকশন আকারে), হেপাটাইটিস এ ও বি টিকা, টিটেনাস টিকা, নিউমোনিয়ার দুই ধরনের টিকা, ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা, হাম-মাম্পস-রুবেলা (এমএমআর), চিকেন পক্স ও টাইফয়েডের টিকা প্রদান করা হবে। এছাড়া দেড় বছর বয়সে সব টিকার বুস্টার ডোজ এবং ৯ বছর বা তার বেশি বয়সী কন্যাশিশুদের জন্য জরায়ু ক্যানসার প্রতিরোধী এইচপিভি টিকার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে ।চিকিৎসকদের বক্তব্য, শুধু শিশুরাই নয়;গর্ভবতী মায়েদের জন্যও টিটেনাস ও ডিপথেরিয়ার টিকা অত্যন্ত জরুরি। এতে মা ও গর্ভস্থ শিশুর জীবন সুরক্ষিত থাকে। নতুন কেন্দ্রটিতে প্রতিটি টিকা অভিজ্ঞ শিশু বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে, আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে ও সম্পূর্ণ নিরাপদ পরিবেশে প্রদান করা হবে। চিকিৎসকদের মতে, গ্রামাঞ্চল ও শহরতলির বহু পরিবারে সচেতনতার অভাবে এখনও অনেক শিশুর প্রয়োজনীয় বুস্টার ডোজ থেকে বঞ্চিত হয়। এই কেন্দ্র সেই শূন্যতা পূরণ করবে।

স্থানীয় এক অভিভাবকের কথায়, 'বাড়ির কাছে এত উন্নত ব্যবস্থা হওয়ায় আমরা এখন অনেক নিশ্চিন্ত।' স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, সঠিক টিকাকরণ কর্মসূচি শুধু একটা পরিবার নয়, পুরো সমাজকে রোগের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করে। তাই এই উদ্যোগকে স্থানীয় স্বাস্থ্য পরিষেবার গুরুত্বপূর্ণ ' হিসেবেই দেখছেন তারা।

মানবিক দায়বদ্ধতা আর আধুনিক বিজ্ঞানের মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা এই কেন্দ্র আগামী দিনে সুস্থ সমাজ গঠনে দিশা দেখাতে চলেছে।

সিউড়ির আবদারপুড়ে ভাঙাচোরা দোকানে ফের আগুন, বারবার অগ্নিকাণ্ডে বাড়ছে রহস্য

শহরের আবদারপুড়ে একটি পরিত্যক্ত ও ভাঙাচোরা দোকানে আচমকাই আগুন লাগার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে হঠাৎই দোকানের ভেতর থেকে ঘন কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। বিষয়টি নজরে আসতেই স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত দমকল বাহিনীকে খবর দেন ।খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় ৩০ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত নয়।

নয়া জামানা,বীরভূম, সিউড়ি ঃ শহরের আবদারপুড়ে একটি পরিত্যক্ত ও ভাঙাচোরা দোকানে আচমকাই আগুন লাগার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে হঠাৎই দোকানের ভেতর থেকে ঘন কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। বিষয়টি নজরে আসতেই স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত দমকল বাহিনীকে খবর দেন ।খ বর পেয়ে দমকল বাহিনীর দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় ৩০ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত নয়।

দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ।প্রাথমিকভাবে একাধিক সম্ভাব্য কারণ সামনে আসছে। ওই দোকানটি দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত থাকায় ভেতরে প্রচুর দাহ্য আবর্জনা, কাঠ, প্লাস্টিক ও পুরনো আসবাব জমে ছিল বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। এসব দাহ্য পদার্থে অল্প স্ফুলিঙ্গ লাগলেই দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে অনুমান দমকল কর্মীদের। এছাড়াও, এলাকাবাসীর একাংশের দাবি, দোকানটির ভেতরে পুরনো বৈদ্যুতিক তার বা সংযোগ থেকে শর্ট সার্কিট হয়ে থাকতে পারে। দীর্ঘদিন রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ায় তারের অবস্থা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ছিল বলেও অনুমান করা হচ্ছে। আরও একটি সম্ভাবনার কথাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারীরা। দোকানটি পরিত্যক্ত হওয়ায় সেখানে মাঝেমধ্যেই অসামাজিক কার্যকলাপ বা ধূমপান চলত বলে অভিযোগ রয়েছে। সেক্ষেত্রে জ্বলন্ত সিগারেট বা দেশলাই থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে বলেও ধারণা করা হচ্ছে ।উল্লেখযোগ্যভাবে, প্রায় দু'বছর আগেও একই দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল। বারবার একই জায়গায় আগুন লাগার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই এলাকায় আতঙ্ক ও সন্দেহ দানা বাঁধছে। অনেকেরই প্রশ্ন, এটি নিছক দুর্ঘটনা, নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে। সৌভাগ্যবশত, ঘটনার সময় দোকানের ভেতরে কেউ না থাকায় বড়সড় প্রাণহানি বা দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। তবে আগুনের জেরে দোকানের ভেতরের অবশিষ্ট সামগ্রী সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ।দমকল ও প্রশাসনের তরফে পুরো ঘটনার বিস্তারিত তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তদন্ত রিপোর্ট হাতে আসার পরেই আগুন লাগার প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানানো হয়েছে।

হামসফর এক্সপ্রেসে আসামের পরিযায়ী শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু, মানবিকতায় পাশে দাঁড়াল রামপুরহাটের স্বেচ্ছাসেবীরা

তারিক আনোয়ার, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ দেশের উন্নয়নের চাকা ঘোরাতে যাঁরা দিনের পর দিন ঘর ছেড়ে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেন, সেই পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবন এক গভীর সংগ্রামের গল্প। অল্প মজুরি, অনিরাপদ কাজ, অস্থায়ী বাসস্থান, ভাষাগত সমস্যা ও সামাজিক অনিশ্চয়তা;সব মিলিয়ে তাঁদের প্রতিদিনের জীবন এক কঠিন লড়াই। তবু পরিবারের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার তাগিদে তাঁরা সহ্য করেন সব কষ্ট, নীরবে ।ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে অসুস্থতা, দুর্ঘটনা কিংবা হঠাৎ মৃত্যুর মতো ঘটনায় পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবার পড়ে যায় চরম সংকটে ।ঠিক এই বাস্তবতার মাঝেই সম্প্রতি এক মর্মান্তিক ঘটনা সামনে এসেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের শোবাইবাড়ি থানার অন্তর্গত ফুলবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা বদরুদ্দীন কাজের সূত্রে বেঙ্গালুরু গিয়েছিলেন। স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে বোলপুর,রামপুরহাটের মাঝামাঝি হামসফর এক্সপ্রেস-এ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। ট্রেনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে।

মুহূর্তের মধ্যে পরিবারটি চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়ে;অচেনা রাজ্য, অচেনা মানুষ, অথচ অসীম দুঃখ ।এই দুঃসময়ে মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চ-এর সদস্যরা ও রামপুরহাট-এর বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। মৃতদেহ ও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে প্রশাসনিক ও চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত প্রক্রিয়ায় তাঁরা সক্রিয় সহায়তা করেন। বিভিডিএ ও বিএসএম -এর সদস্যরা মরদেহের সঙ্গে থেকে শেষ পর্যন্ত সহযোগিতা করেন এবং পরিবারের সঙ্গে আসামের উদ্দেশ্যে রওনা দেন ।এছাড়াও রামপুরহাট থানার আইসি পুলক মণ্ডল, এসডিপিও গোবিন্দ শিকদার মহাশয়, রামপুরহাট হাসপাতালের নিরাপত্তা দল, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও অ্যাম্বুলেন্স অ্যাসোসিয়েশনের সমন্বিত উদ্যোগে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হয়। পিন্টু শেখ, আমিনুল শেখ, কলিমুদ্দিন আহমেদ-সহ স্বেচ্ছাসেবীরা নিরলসভাবে পাশে থেকে মানবিকতার পরিচয় দেন ।পরিযায়ী শ্রমিকদের এই ঘটনা আমাদের আবার মনে করিয়ে দেয়;তাঁরা শুধু শ্রমশক্তি নন, তাঁরা পরিবার, স্বপ্ন আর অনুভূতি নিয়ে বেঁচে থাকা মানুষ। দুঃসময়ে অচেনা মানুষের পাশে দাঁড়ানোই পারে তাঁদের জীবনের সবচেয়ে বড় ভরসা হয়ে উঠতে। বদরুদ্দীনের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো রামপুরহাটের এই মানবিক উদ্যোগ সেই আশার কথাই নতুন করে বলে গেলো।

বেহাল রাস্তাঃ প্রধানের আশ্বাসে পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও প্রত্যাহার

রূম্পা দাস, নয়া জামানা বীরভূম ঃ বেহাল রাস্তার দ্রুত সংস্কারের দাবিতে পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাটি ঘটেছে কীর্ণাহার অঞ্চলের কীর্ণাহার এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ১৬০ নম্বর দাগের মাস্টার পাড়া এলাকায় স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় অর্ধ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি রাস্তা দীর্ঘদিন ধরেই অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বর্ষাকালে কাদা ও জলজমার কারণে যাতায়াতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয় এলাকাবাসীকে। স্কুলপড়ুয়া থেকে প্রবীণ;সকলেরই নিত্যদিনের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই রাস্তা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, একাধিকবার লিখিত ও মৌখিকভাবে বিষয়টি জানানো হলেও পঞ্চায়েত বা ব্লক প্রশাসনের তরফে স্থায়ী কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। সংশ্লিষ্ট এলাকার সদস্য ও পঞ্চায়েত প্রধানকে অবগত করা সত্ত্বেও কাজ শুরু না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়তে থাকে। অভিযোগ, বারবার শুধুই আশ্বাস মিলেছে। এই পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভে সামিল হন। বিক্ষোভ চলাকালীন কিছু সময়ের জন্য পঞ্চায়েত কর্মীদের কাজকর্ম বন্ধ করে দেন আন্দোলনকারীরা। এমনকি পঞ্চায়েত অফিসের বিদ্যুৎ সংযোগও সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। প্রধানকে খবর দেওয়া হলেও তিনি প্রথমে অফিসে উপস্থিত না থাকায় উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পায় ।উল্লেখ্য, এর আগেও একই দাবিতে পঞ্চায়েত অফিসে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন স্থানীয়রা। কিন্তু কাজের অগ্রগতি না হওয়ায় এদিন ফের আন্দোলনের পথে হাঁটেন তাঁরা ।বিক্ষোভের খবর পেয়ে কীর্ণাহার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পরে পঞ্চায়েত প্রধান সরেশ সাঁতরা অফিসে এলে তাঁকে ঘিরে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ চলে। শেষ পর্যন্ত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফে দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হলে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ প্রত্যাহার করেন। পঞ্চায়েত প্রধান সরেশ সাঁতরা জানান, বিষয়টি ইতিমধ্যেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হবে ।তবে আশ্বাসে কতটা কাজ হবে, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী। তাঁদের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি;অবিলম্বে কাজ শুরু না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তাঁরা।

নয়া জামানা

পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল হাতে পঞ্চায়েত প্রধান, নিয়ম ভঙ্গের বিতর্কে উত্তাল সমুদ্রগড়

নয়া জামানা ।। বর্ধমান

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ দিনে পরীক্ষাকেন্দ্রের ভেতরে মোবাইল ফোন ব্যবহারকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলায়। রাজ্যজুড়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর প্রথম দিনেই পরীক্ষাকেন্দ্রের ক্যাম্পাসে মোবাইল ফোন হাতে এক জনপ্রতিনিধিকে কথা বলতে দেখা যাওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে নিয়ম মানা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে।ঘটনাটি ঘটেছে গত বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নাদনঘাট থানার অন্তর্গত সমুদ্রগড় উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষাকেন্দ্রে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান রঞ্জিত দেবনাথ পরীক্ষাকেন্দ্রের ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে মোবাইল ফোনে কথাবার্তা বলতে থাকেন। পরীক্ষার দিন এমন দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে যান গেটের বাইরে অপেক্ষারত অভিভাবকেরা। একজন মহিলা অভিভাবক প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিয়ে প্রশ্ন তোলেন- যেখানে পরীক্ষার্থীদের জন্য কড়া নিয়ম, সেখানে একজন জনপ্রতিনিধি কীভাবে পরীক্ষাকেন্দ্রের ভেতরে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারেন? বিষয়টি মুহূর্তের মধ্যেই অভিভাবক ও স্থানীয়দের মধ্যে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। উল্লেখযোগ্য যে, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ পরীক্ষার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পরীক্ষাকেন্দ্রের ভেতরে মোবাইল ফোন বহন ও ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

সেই নির্দেশিকা কার্যকর থাকা সত্ত্বেও এমন ঘটনা সামনে আসায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে নজরদারি ও দায়িত্বশীলতার বিষয়টি নিয়ে।অভিযোগ প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত প্রধান রঞ্জিত দেবনাথ নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করে বলেন, পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকার সময় মোবাইল ফোনটি সঙ্গে আছে, সেটা আমার খেয়াল ছিল না। হঠাৎ একটি ফোন চলে আসায় আমি তা ধরেছিলাম। নির্দেশিকার কথা মনে পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে চলে আসি।' তবে পরীক্ষার মতো সংবেদনশীল পরিবেশে একজন জনপ্রতিনিধির এমন আচরণ কতটা গ্রহণযোগ্য, তা নিয়ে উঠছে জোরালো প্রশ্ন। প্রশাসনের তরফে এই ঘটনার কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয় কি না, সেদিকেই এখন নজর রয়েছে সাধারণ মানুষের।

টিটি হেনস্থায় আত্মঘাতী ছাত্রী

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ টিকিট না কাটায় বর্ধমান স্টেশনে কলেজ ছাত্রীকে টিটির হেনস্থা, মেমারির রসুলপুরে বাড়ি ফিরে আত্মঘাতী। মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেলো পূর্ব বর্ধমানের মেমারি থানার অন্তর্গত রসুলপুরে।

শুক্রবার বিকালে এক কলেজ ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল মেমারি থানার পুলিশ। মৃতের নাম জয়শ্রী সরকার। বয়স আনুমানিক ২০ বছর। বাবার নাম জয়দেব সরকার। বাড়ি রসুলপুর মাঠ পারা। পরিবার সূত্রে জানা যায়, জয়শ্রী সরকার বর্ধমান ওমেন্স কলেজের দ্বিতীয় বর্ষ ইতিহাস অনার্স এর ছাত্রী। আজ ছিল কলেজে পরীক্ষা। সকালে জয়শ্রী সরকার পরীক্ষা দেওয়ার জন্য রসুলপুর থেকে ট্রেনে চেপে বর্ধমান যায়। ট্রেন থেকে নামতেই প্লাটফর্মে টিকিট পরীক্ষককে টিকিট দেখাতে না পারায়, হেনস্থা করে বলে অভিযোগ।

আরও অভিযোগ কলেজের পরীক্ষার কথা জানালেও তাকে বসিয়ে রাখা হয়। পরে তাঁর কাছে ফাইন নেওয়া হয়। কিন্তু সময় পেরিয়ে যাওয়ায় পরীক্ষা দেওয়া হল না তাঁর। এদিন দুপুরে বাড়ি ফিরে আসে। সেই সময় বাড়িতে কেউ ছিলো না। মা রিঙ্কু সরকার বিএলও - এস আই আরের কাজে বিডিও অফিসে ছিল। বাবা বাইরের কাজ থেকে ফিরে এসে দেখে মেয়ে নিজের ঘরে ওড়নাতে ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়। পরিবারের অভিযোগ টিকিট পরীক্ষকের অমানবিক হওয়ায় তাদের মেয়ে এই পথ বেছে নিলও।

আবারও পুলিশের রদবদল, একাধিক ওসি বদল

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ গত মাসের ২৭ তারিখ এডিপিসি জুড়ে বড় ধরনের রদবদলের ছবি সামনে এসেছিল।তারপর আবারও দ্বিতীয় দফায় পরিবর্তন হয় অফিসারদের, যেখানে বিভিন্ন থানা ও ফাঁড়ি এলাকার অফিসারদের কারোর পদোন্নতি এবং কারোর পদাবনতি করে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত বিভিন্ন থানা, ফাঁড়ি ও স্পেশাল ব্রাঞ্চে পাঠানো হয়েছিল।প্রথম এবং দ্বিতীয় দফার সেই রদবদলের কয়েক দিনের মাথায় আবারও চলতি মাসের ১৩ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তি জারি হয় যেখানে দেখা যায় প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় রদবদলের দায়িত্ব নিয়ে এডিপিসির বিভিন্ন থানা ও ফাঁড়ি এলাকায় আসা নতুন অফিসারদের আবার পরিবর্তন করা হয়েছে। যেখানে দেখা যায়, কেন্দা পুলিশ ফাঁড়ির সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত আইসি মিহির কুমার দে কে বদলি করে আইসি করে পাঠানো হল নিয়ামতপুরে, অন্যদিকে আবার দেখা যায়, এন টি এস পুলিশ স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক শেখ রিয়াজউদ্দিনকে পাঠানো হল অন্ডাল থানার ওসি করে, ওসি হিরাপুর সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় কে পাঠানো হল ওসি আসানসোল নর্থ থানায়, ওসি আসানসোল নর্থ এর কাট্টার সিংকে ওসি করেই পাঠানো হল হিরাপুর পুলিশ স্টেশনে।এছাড়াও দেখা যায়, কেন্দা পুলিশ ফাঁড়িতে নতুন আইসি হল মদন মোহন দত্ত, পাঞ্জাবি মোড়ের আইসি এমডি মাইনুল হক কে আইসি করে পাঠানো হয় বরাকর পুলিশ ফাঁড়িতে। অন্যদিকে, মেঘনাথ মন্ডল পেল কন্যাপুর আইসির দায়িত্ব, বুদ্ধদেব গাইন পেল চুরুলিয়া আউট পোস্টের দায়িত্ব, পরিমল বিশ্বাস হল ওয়ারিয়ার আইসি, নাজমুল হুদা পেল পাঞ্জাবি মোড়ের আইসির দায়িত্ব , শিলাদিত্য ব্যানার্জি হল উখরা আউটপোস্টের আইসি, নাসরিন সুলতানা হল নিমচার আইসি, এছাড়াও কল্যাণেশ্বরীর আইসির দায়িত্ব দেওয়া হল শিউলি মন্ডলকে, অভিজিৎ সিংহা রায় কে অন্ডাল থানা থেকে বদলি করে পাঠানো হল এন টিএস থানায় ওসি করে,উজ্জল কুমার সাহাকে পাঠানো হল জাহাঙ্গীরী মহল্লার আইসি করে, পার্থ প্রতিম চক্রবর্তী বল্লভপুর আউট পোস্টের আইসির দায়িত্ব পেল, পাশাপাশি সুসীম সরকার কে উখড়া আউটপোস্ট থেকে বদলি করে ফরিদপুরের আইসি করে পাঠানো হল, স্নেহাননিতা মন্ডলকে আসানসোল মহিলা পুলিশ স্টেশন এর ওসির পদ থেকে বদলি করে ডিসিপি সেন্ট্রাল অফিসে পাঠানো হয়েছে।

ভালোবাসার দিন উপলক্ষে চোখের দৃষ্টি ফেরাতে অসহায়দের পাশে সহযোদ্ধা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ ১৪ তারিখ ভালোবাসা দিবস। এই দিবসকে সামনে রেখে বর্ধমান সহযোদ্ধার এক অভিনব উদ্যোগ।

মানুষের চোখের আলো যাতে এই পৃথিবীর সকল কিছু ভালোবাসার পরিবেশ অনুভব করতে পারে সেই কারণেই শুক্রবার সহযোদ্ধার উদ্যোগে এক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। শহর বর্ধমানের আলমগঞ্জে বাসুদেব স্মৃতি সংঘের ব্যবস্থাপনায়, 'আই কিউ ভিশন ' ও দৃষ্টি নিকেতন ট্রাস্টের সহযোগিতায় দুঃস্থ মানুষদের বিনামূল্যে রক্ত ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির আয়োজন করা হয়। সেই সঙ্গে ওষুধও সরবরাহ করা হয়। শতাধিক রোগীর পরীক্ষা করা হয় শিবিরে। উপস্থিত ছিলেন ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রূপালী কৈবর্ত্য, সহযোদ্ধার, ভাইস চেয়ারম্যান ঋষিগোপাল মন্ডল, সহ সভাপতি কৌশিক সিনহা, নির্মলেন্দু বিশ্বাস, প্রীতম সাউ। বিনামূল্যে এই রকম শিবির শুধু নয়, এই শিবির থেকে চিহ্নিত করা শিশু,পুরুষ ও মহিলাদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ছানি অপারেশন করা হবে জানতে পেরে খুশি এলাকার বাসিন্দারা। এর আগে শিশু ও নারী-পুরুষদের জামাকাপড় ও বস্ত্র বিতরণের পর বর্ধমান সহযোদ্ধার এই উদ্যোগে উচ্ছ্বসিত ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। আগামীতে আরো এমন সমাজ কল্যাণমূলক কাজ এই অঞ্চলে করা হবে বলে জানিয়েছেন, সংস্থার সম্পাদক প্রীতিলতা ব্যানার্জী। এই বিষয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে ঋষিগোপাল মন্ডল জানান, ভালোবাসা দিবসকে সামনে রেখে মানুষের চোখের দৃষ্টি যাতে ঠিক থাকে সেই বিষয়কেই বর্ধমান সহযোদ্ধা তুলে ধরতে চেয়েছে। সেই জন্যই এই চক্ষু পরীক্ষা শিবির আয়োজন করা হয়েছে। ভালোবাসার ফুল গোলাপ দিয়ে এই কর্মসূচির শুভ সূচনা হয়।

বাজার জুড়ে বেঙ্গালুরুর গোলাপ, প্রেম দিবসে মাতোয়ারা দুর্গাপুর

নয়া জামানা, দুর্গাপুর ঃ আজ ভ্যালেন্টাইন্স ডে বা প্রেম দিবস। শিল্পশহর দুর্গাপুরে এখন সাজ সাজ রব। বান্ধবীর সঙ্গে রেস্তোরাঁয় খাওয়া-দাওয়া কিংবা পার্কে আড্ডা; সবকিছুর মাঝে অবধারিত চাহিদা লাল গোলাপের। ফলে উৎসবে মেতেছে জেন-জি প্রজন্ম। কিন্তু মুদ্রার উল্টো পিঠে রয়েছে কপালে ভাঁজ পড়া দাম। চাহিদার তুঙ্গে থাকায় বাজারে লাল গোলাপের দাম এখন আকাশছোঁয়া। তবুও ভালোবাসার টানে পকেটের কথা ভাবছেন না প্রেমিক-প্রেমিকারা।দুর্গাপুরের স্থানীয় গোলাপ আকারে ছোট এবং তাজা থাকে কম সময়। তাই লম্বা স্টিকের বেঙ্গালুরুর গোলাপই গ্রাহকরা বেশি কিনছেন।৭ ফেব্রুয়ারি রোজ-ডে থেকেই ফুলের বাজার চড়তে শুরু করেছে। বেঙ্গালুরুর লাল গোলাপ ৪০ টাকা থেকে ৭০ টাকা,রঙিন গোলাপ (হলুদ, পিঙ্ক) ৩০ টাকা থেকে ৬০ টাকা স্থানীয় গোলাপ ৫ টাকা থেকে ১৫ টাকা।ব্যবসায়ী আরতি দত্তের আশঙ্কা, ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র মূল

বাজারে স্থানীয় গোলাপের তুলনায় এবার একচ্ছত্র আধিপত্য বেঙ্গালুরুর গোলাপের। বড় আকার, উজ্জ্বল পাঁপড়ি এবং দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কারণে ক্রেতাদের প্রথম পছন্দ এটি। ফুল ব্যবসায়ী রাজু গড়াইয়ের মতে, দিনে এই দাম আরও বাড়তে পারে।চাহিদার তুলনায় জোগান সীমিত হওয়ায় চিন্তায় পড়েছেন দুর্গাপুরের ব্যবসায়ীরা। ফুল বিক্রেতা লাল্টু বৈরাগ্য জানান, শুধুমাত্র যুগলরাই নয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরাও শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্য গোলাপ কিনছে। পাশাপাশি বিয়ের মরশুম চলায় চাহিদা সামলানো কঠিন হয়ে পড়ছে। জোগান নিয়ে সংকটের কথা শুনিয়েছেন কৌশিক বসুও তিনি জানান, চাহিদা বেশি কিন্তু জোগান সীমিত হওয়াটা আমাদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। তৃতীয় শতাব্দীতে রোমের সম্রাট ক্লডিয়াসের আদেশে আত্মত্যাগকারী সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের স্মরণে এই দিনটি শুরু হলেও আধুনিক যুগে তা উৎসবের রূপ নিয়েছে। শেক্সপিয়রের সেই বিখ্যাত উক্তি গোলাপকে অন্য নামে ডাকলেও তার সুবাস একই থাকবে তা যেন আজও সত্য প্রমাণিত হচ্ছে দুর্গাপুরের অলিতে গলিতে।

ওয়ার রুম পরিদর্শনে সাংসদ শর্মিলা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ খণ্ডঘোষ বিধানসভার ওয়ার রুম পরিদর্শনে এলেন বর্ধমান পূর্ব লোকসভার সাংসদ ডাঃ শর্মিলা সরকার। খণ্ডঘোষের হাসপাতাল মোড়ে অবস্থিত বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগের কার্যালয় শুক্রবার বিকালে এসে পৌঁছান সাংসদ শর্মিলা সরকার।এসে তিনি বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগের সাথে কথা বলার পাশাপাশি ওয়ার রুমের কর্মীদের সাথে কথা বলেন তিনি এবং একেবারে শেষ পর্যায়ের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন।চলতি এস আই আর এ খণ্ডঘোষ বিধানসভায় যেভাবে ভালো কাজ করেছে তাঁর জন্য বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগের প্রসংশা করেন সাংসদ। এবং সুন্দর ভাবে কাজে সহযোগিতার জন্য ওয়ার রুমের সকল কর্মীদের ধন্যবাদ জানান তিনি। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন বিষয়ে সাংসদ বলেন যেভাবে মমতাময়ী মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিয়ত রাজ্যের প্রতিটি মানুষের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প এনে সহযোগিতা করছেন তাতে করে বিপুল পরিমাণ ভোটে জয়ী হয়ে মমতাময়ী মা আবারও মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর সফিকুল ইসলাম, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ কর্মাধ্যক্ষ সেখ মইনুদ্দিন ও সাইফুদ্দিন চৌধুরী।গলসি ২ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি শৈলেন হালদার,

খন্ডঘোষ ব্লক মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী তাপসী রুইদাস, ব্লকের যুব সভাপতি আশীষ প্রধান সহ অন্যান্যরা।

হজ যাত্রীদের শুভেচ্ছা মন্ত্রীর

ঃ এবছর পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমা থেকে ১৮ জন হজযাত্রায় অংশগ্রহণ করবেন। এর জন্য কালনা মহকুমা হাসপাতালে অনুষ্ঠিত হয় হজযাত্রীদের টিকাকরণ কর্মসূচি। পবিত্র হজযাত্রার আগে নির্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে এদিন হজযাত্রীদের প্রয়োজনীয় টিকা প্রদান করা হয় হাসপাতালের তরফে। হজযাত্রীদের শুভেচ্ছা জানাতে হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ এবছর পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমা থেকে ১৮ জন হজযাত্রায় অংশগ্রহণ করবেন। এর জন্য কালনা মহকুমা হাসপাতালে অনুষ্ঠিত হয় হজযাত্রীদের টিকাকরণ কর্মসূচি। পবিত্র হজযাত্রার আগে নির্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে এদিন হজযাত্রীদের প্রয়োজনীয় টিকা প্রদান করা হয় হাসপাতালের তরফে। হজযাত্রীদের শুভেচ্ছা জানাতে হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। তিনি উপস্থিত হজযাত্রীদের হাতে গোলাপ ফুল তুলে দিয়ে শুভকামনা জানান এবং তাঁদের সুস্থ ও নিরাপদ যাত্রা কামনা করেন। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কালনা মহকুমা হাসপাতালের সুপার চন্দ্রশেখর মাইতি, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার গৌতম বিশ্বাস সহ হাসপাতালের অন্যান্য আধিকারিক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। জানা গিয়েছে, এবছর কালনা মহকুমা থেকে মোট ১৮ জন হজযাত্রী পবিত্র হজ পালনের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। তাঁদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই এই টিকাকরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় বলে হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে।

ভিন রাজ্যে বন্ধ রপ্তানি ,আলুর অভাবি দাম নিয়ে সংকটে চাষিরা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমানের চাষিরাই আলুর দাম পাচ্ছেন না। ফলে চরম সংকট দেখা দিয়েছে তাদের। যে দামে আলু বিক্রি হচ্ছে তা এতটাই অভাবি যে চাষের খরচটুকু উঠবে না বলে দাবি তাদের। এদিকে এবার শুরু থেকেই ভিন রাজ্যে আলুর চাহিদা না থাকায় সেটাও একটা সমস্যার কারন হয়ে দাঁড়িয়েছে। চাষিদের মতে গতবছর থেকেই আলু চাষ করে লোকসান চলছে। এবার লাভ হবে এই আশায় বুক বেঁধে চাষে নেমে শেষমেশ গত বছরের মতো একই পরিস্থিতির সামনে পড়তে হচ্ছে তাদের। জানা গেছে কয়েক দিন ধরেই জমি থেকে আলু তুলে অভাবিতে বিক্রি করতে হচ্ছে।শুক্রবারও সেই অভাবিতেই বিক্রি করা হয়। দাম পাওয়া যায় মাত্র ৪ থেকে সাড়ে ৪ টাকা কেজি দরে। যদিও শুক্রবারে বর্ধমানের বিভিন্ন সবজি বাজারে আলু বিক্রি হয়েছে ১৪ থেকে ১৫ টাকা কেজি দরে। মাঝখানে এতটা দামের ফারাক হওয়ার ফলে চাষিদের ক্ষোভ চরমে। রাজ্যের মধ্যে মেদিনীপুর ও পূর্ব বর্ধমান জেলাতেই সবচেয়ে বেশি আলু চাষ হয়। এ জেলার শক্তিগড়, রায়না, জামালপুর, মেমারি সহ বেশ কয়েকটি ব্লকে আবার সবচেয়ে বেশি আলু চাষ হয়ে থাকে। কালনা, আউশগ্রাম এলাকাতেও কমবেশি চাষ হয়। কিন্তু ওই সব এলাকার চাষিরা গত বারের মতো এবারও হতাশ , ন্যায্য দাম মেলায়। যদিও কৃষি দপ্তরের এক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে গতবারে লোকসান হওয়ার জন্য এবার জেলায় আলু চাষের এলাকা কমেছে। এবার ৬৯ হাজার হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়েছে।

যা গতবারের তুলনায় প্রায় ২ হাজার হেক্টর কম। ইতিমধ্যেই জেলার বিভিন্ন এলাকায় জলদি জাতের আলু তোলার কাজ শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে মাঠেই বস্তা বন্দি করে আলু বিক্রি চলছে। আর আলু বিক্রি করতে গিয়েই সমস্যা দেখা দিচ্ছে দাম নিয়ে। চাষিদের মতে কোন উপায় না থাকার জন্যই আলু বিক্রি করতে হচ্ছে। রায়না ব্লকের হিজলনা বামুনিয়া অঞ্চলের চাষি ফজলে রাব্বে ফারুকী বলেন, যে কোন ফসলেই চাষি নায্য মূল্য পাননা। কিন্তু খোলা বাজারে দামের ফারাক অনেকটাই থাকে। আলুর ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে। এই দামে আলু বিক্রি চলতে থাকলে চাষের খরচ উঠা দুরের কথা দেনার দায়ে পড়তে হবে। তাঁর মতো অনেক চাষিই তাই সরকারের কাছে দাম বেঁধে দেবার আর্জি জানাচ্ছেন। এদিকে আলু ব্যাবসায়ীদের দাবি রপ্তানির সুযোগ সুবিধা আর নেই এ জেলার চাষিদের। ফলে রাজ্যের অন্যতম বানিজ্যিক ফসল আলু চাষে লোকসান বাড়ছে। আগে যেখানে বিহার, ওড়িশা, তামিলনাড়ুর মতো ভিন রাজ্যে আলু পাঠানো হতো, সেটা এখন পুরোপুরি বন্ধ। কারণ সেখান থেকে জলদি জাতের আলু এখানকার বাজার দখল করে নিচ্ছে। তাই জ্যোতি আলু উঠার পর এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে সমস্যা আরও বাড়বে বলে দাবি তাদের। কারণ শুরুতে বস্তা (৫০ কেজি) পিছু দাম ছিল ৪৮০ টাকা।

আসানসোল হাসপাতালে বিকেলে আউটডোর চালুর ভাবনা রোগী কল্যান সমিতির

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ আসানসোল জেলা হাসপাতালে বিকেলে তিন ঘন্টা আউটডোর বা বর্হিবিভাগ চালু করা যায় কি না, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হল। বিকেলে তিনটে থেকে সন্ধ্যে ছটা পর্যন্ত অর্থাৎ তিন ঘন্টা এই আউটডোর খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। যদিও গোটা ভাবনা ও পরিকল্পনা এখন একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। জানা গেছে, রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরও জেলা ও মহকুমা হাসপাতালগুলিকে এই ব্যাপারে কি করা যায়, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে বলেছে। আউটডোর চালু করতে অনেক কিছুর দরকার। তারমধ্যে রয়েছেন চিকিৎসক থেকে স্বাস্থ্য কর্মী। টিকিট কাউন্টার এই আউটডোরের একটা অন্যতম অঙ্গ। জানা গেছে, জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ নিখিল চন্দ্র দাস এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে কথা বলবেন। সবকিছু ঠিক থাকলে তা চালু করা হবে।উল্লেখ্য, বর্তমানে সকাল নটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত আসানসোল জেলা হাসপাতালে আউটডোর খোলা থাকে। প্রসঙ্গতঃ, বেশ কয়েক বছর আগে বিকেলে হাসপাতালে হাসপাতালে বিকেলে আউটডোর ক্লিনিক চালু করা হয়েছিল। সেই আউটডোরের জন্য

একটা নির্দিষ্ট টাকা ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু, তা বেশিদিন চলেনি। বেশ কিছুদিন পরেই তা বন্ধ হয়ে যায়। শুক্রবার আসানসোল জেলা হাসপাতালে রোগী কল্যাণ কমিটির একটি বৈঠক হয়। রাজ্যের আইন ও শ্রম মন্ত্রী মলয় ঘটক তথা রোগী কল্যান সমিতির চেয়ারম্যান এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। এছাড়াও আসানসোল জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ নিখিল চন্দ্র দাস, পশ্চিম বর্ধমান জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বা সিএমওএইচ ডাঃ ইউনুস, ডেপুটি সুপার কঙ্কন রায়, আসানসোল পুরনিগমের মেয়র পারিষদ গুরুদাস ওরফে রকেট চট্টোপাধ্যায়, চ্যাটার্জী, কাউন্সিলর শিখা ঘটক ও উৎপল রায়, আসানসোল জেলা হাসপাতালের বেশ কয়েকজন চিকিৎসক, নার্স , সহকারী সুপার, আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। আসানসোল জেলা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা কভাবে উন্নত করা যায় তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। আসানসোল জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ নিখিল চন্দ্র দাস মন্ত্রী মলয় ঘটকের কাছে আসানসোল জেলা হাসপাতাল সম্পর্কে কিছু প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। বৈঠকে আসানসোল জেলা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসক, নার্স থেকে অন্য কর্মীরা যাতে রোগী ও তার পরিবারের সদস্যদের সাথে ভালো ব্যবহার করেন, তা দেখার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। সবাইকে তার ডিউটি নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে করতে হবে বলে এদিনের বৈঠকে আলোচনা করা হয়েছে। কোন রকম অভিযোগ পাওয়া গেলে, তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। এর পাশাপাশি, আসানসোল জেলা হাসপাতাল ক্যাম্পাস কিভাবে আরও ভালোভাবে সুরক্ষিত করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে হাসপাতালের বাউন্ডারি ওয়াল বা সীমানা পাঁচিল। পরে সিএমওএইচ ও সুপার বলেন, হাসপাতালের পরিষেবা আরো কি করে ভালো করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মন্ত্রীকে হাসপাতালের বেশ কিছু সমস্যার কথা বলা হয়েছে। তিনি এই ব্যাপারে স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে কথা বলবেন।

পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যমৃত্যুতে সরব তৃণমূল, ব্লকে ব্লকে মিছিলের ডাক অভিষেকের

জয়ন্ত দত্ত ।। নয়া জামানা ।। পুরুলিয়া

পুরুলিয়ার বরাবাজারের তুমড়াশোল টোলার বাঁধডি গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিযায়ী শ্রমিক সুখেন মাহাতোর মৃত্যুকে ঘিরে। মহারাষ্ট্রের পুনে জেলার শিকারপুর থানার করেগাঁও ভিমা এলাকা থেকে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় দুই রাজ্যেই। পরিবারের দাবি, সুখেনকে খুন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই পুনেতে কর্মরত তাঁর দাদা তুলসীরাম মাহাতো শিকারপুর থানায় লিখিত খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন।

শুক্রবার দুপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চপারে করে গ্রামে পৌঁছান। গ্রামের কাঁচা রাস্তা ধরে তিনি সরাসরি সুখেনের বাড়িতে যান এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের একাধিক সদস্য। সুখেনের মরদেহ গ্রামে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের লোকজন ও গ্রামবাসীরা। পরে দলের পক্ষ থেকে মরদেহে ফুলের মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মৃতদেহ নিয়ে রাজনীতি করতে চান না তাঁরা। তবে বিজেপি শাসিত রাজ্যে এমন নৃশংস মৃত্যুর ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবি জানান তিনি।

পাশাপাশি ঘোষণা করেন, আগামী শনিবার বিকেল তিনটে থেকে রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হবে। তিনি আরও জানান, সুখেন মাহাতোর পরিবারের পাশে দল সবসময় থাকবে এবং আইনি লড়াইয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে। মৃতের বাবা-মাও জানান, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। এখন গোটা গ্রামের একটাই দাবি;সঠিক তদন্ত হোক, দোষীরা দ্রুত গ্রেপ্তার হোক এবং সুখেনের পরিবার ন্যায়বিচার পাক।

তিন বছর পর ফেরা হল কফিনবন্দি, সুখেনের মৃত্যুতে শোক আর ক্ষোভে ফুঁসছে বরাবাজার

নয়া জামানা, বরাবাজার ঃ তিন বছর পর ঘরে ফেরার কথা ছিল পুরুলিয়ার তুড়মাশোল বাঁধডি গ্রামের পরিযায়ী শ্রমিক সুখেন মাহাতোর। সেই আশায় নতুন করে বাড়ি তৈরির কাজও শুরু করেছিলেন তিনি। কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাস; শুক্রবার দুপুরে অ্যাম্বুলেন্সে করে গ্রামে ফিরল তাঁর নিথর দেহ। প্রিয়জনকে শেষবার দেখতেই রাস্তার ধারে ভিড় জমালেন গ্রামবাসীরা। কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবার। গত বুধবার মহারাষ্ট্রের পুনে জেলার শিকারপুর থানার করেগাঁও ভিমা এলাকা থেকে সুখেনের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুনেতে কর্মরত তাঁর দাদা তুলসীরাম মাহাতো শিকারপুর থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। পরিবারের দাবি, এটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড। শুক্রবার গ্রামে পৌঁছান তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল সভাপতি রাজীব লোচন সরেন, চেয়ারম্যান শান্তিরাম মাহাতো সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। পরিবারকে সমবেদনা জানিয়ে চাকরির আশ্বাস ও পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। মহারাষ্ট্র সরকারকে দশ দিনের সময়সীমাও বেঁধে দেন অভিষেক। তিনি জানান, সুরাহা না হলে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল মহারাষ্ট্রে যাবে। পাশাপাশি শনিবার ব্লকে ব্লকে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেন। তবে মৃতের বাবা-মায়ের সাফ কথা;চাকরি বা আর্থিক সাহায্য নয়, তাঁরা চান দোষীদের কঠোর শাস্তি। এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চলে যাওয়ার পর সুখেনের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। আদিবাসী কুড়মী সমাজের মূল মান্তা অজিত প্রসাদ মাহাতোও পরিবারকে সমবেদনা জানান। গ্রামবাসীদের একটাই প্রশ্ন; এভাবে আর কত পরিযায়ী শ্রমিক প্রাণ হারাবে? এলাকায় স্থায়ী কাজের সুযোগ তৈরি হলেই হয়তো এমন হৃদয়বিদারক দৃশ্য আর দেখতে হবে না।

পথশ্রী,৪-এ ঝাড়গ্রামে তিন রাস্তার শিলান্যাস, বরাদ্দ চার কোটিরও বেশি

শংকর বারিক, নয়া জামানা, ঝাড়গ্রাম ঃ ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর,২ ব্লকের পেটবিন্ধি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পথশ্রী,৪ প্রকল্পের আওতায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা নির্মাণের কাজের শুভ সূচনা হল শুক্রবার। গ্রামবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণে এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে শিলান্যাস করেন পেটবিন্ধি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শংকর প্রসাদ দে। প্রথম পর্যায়ে পেটবিন্ধি হাটচালা থেকে ভক্তপাট প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত ৩.৩৬ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

এই রাস্তার জন্য আনুমানিক প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। পাশাপাশি তাল জামবনী বাসস্ট্যান্ড থেকে কালাবেরিয়া পর্যন্ত ৩.৩৭ কিলোমিটার রাস্তা তৈরির কাজের সূচনা করা হয়, যার জন্যও প্রায় দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এছাড়াও পদিমা থেকে শিমুলিয়া চক পর্যন্ত ২.৭৭ কিলোমিটার নতুন রাস্তা নির্মাণ করা হবে। এই প্রকল্পে বরাদ্দ করা হয়েছে ১ কোটি ১৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ৯০১ টাকা। সব মিলিয়ে তিনটি রাস্তার জন্য মোট বরাদ্দ চার কোটিরও বেশি টাকা বলে জানানো হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান শংকর প্রসাদ দে বলেন, এই রাস্তা নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক উন্নত হবে। স্কুল, বাজার ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাতায়াত সহজ হবে। তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে এই প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। এজন্য তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-কে ধন্যবাদ জানান।

স্থানীয় বাসিন্দা রতিকান্ত প্রধান বলেন, দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় এলাকাবাসী অত্যন্ত খুশি। তাঁদের আশা, দ্রুত কাজ শেষ হলে এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নে নতুন গতি আসবে।

গুজবের আতঙ্কে সাঁকরাইল, রাতভর পুলিশের টহলে ফিরল স্বস্তি

শংকর বারিক,নয়া জামানা,ঝাড়গ্রাম ঃ গুজব ও ভুয়ো খবরের জেরে ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল থানা এলাকার একাধিক গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল আতঙ্ক। সন্ধ্যা নামলেই নিরাপত্তাহীনতার ভয় গ্রাস করছিল গ্রামবাসীদের। অজানা আশঙ্কায় বহু মানুষ লাঠি ও টর্চ হাতে রাত জেগে পাহারায় নামতে বাধ্য হন। চিড়াকুটি, ডাইনমারী, বিক্রামপুর সহ বেশ কয়েকটি গ্রামে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়। এই অবস্থায় গুজব রুখতে ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা ফেরাতে কড়া পদক্ষেপ নেয় পুলিশ প্রশাসন।

বুধবার রাতেই সাঁকরাইল থানার পক্ষ থেকে ব্যাপক টহল অভিযান চালানো হয়। থানা এলাকার বিভিন্ন গ্রাম এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বিশেষ নজরদারি চালানো হয়। টহলের সময় পুলিশ গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের ভরসা দেয়। জানানো হয়, কোনও রকম গুজবে কান না দিয়ে শান্ত থাকুন। সন্দেহজনক কাউকে দেখলে আতঙ্কিত না হয়ে সরাসরি থানার কন্ট্রোল রুমে খবর দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। পুলিশ স্পষ্ট জানায়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই তাদের প্রথম দায়িত্ব। এই অভিযানে সাঁকরাইল থানার ওসি নীলমাধব দোলাই নিজে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে এলাকায় টহল দেন।

রাতভর পুলিশের উপস্থিতিতে গ্রামবাসীদের মধ্যে স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, পুলিশের সক্রিয় ভূমিকার ফলে আতঙ্ক অনেকটাই কেটে গেছে এবং পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও নিয়মিত টহল ও সচেতনতা প্রচার চালানো হবে, যাতে গুজব ছড়িয়ে অশান্তি তৈরির কোনও সুযোগ না থাকে।

পিংলায় মধুর ভবিষ্যৎ, আত্মা প্রকল্পে মৌচাষে নতুন আয়ের পথ

ভরত বেরা,নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পিংলা ব্লক কৃষি দফতর নিল এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। আত্মা প্রকল্পের আওতায় এলাকার সাধারণ মানুষ ও প্রান্তিক কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া হল মৌমাছি প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় বক্স ও মৌমাছি। প্রশাসনের মতে, এই উদ্যোগ গ্রামে বিকল্প আয়ের নতুন দিশা দেখাবে।

সম্প্রতি ব্লক প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মোট কুড়িজন উপভোক্তার হাতে মৌমাছি ভর্তি বক্স তুলে দেন কৃষি দফতরের আধিকারিকরা। উপস্থিত ছিলেন ব্লকের কৃষি আধিকারিক ও কর্মীরা। তাঁদের দাবি, কম পুঁজিতে এবং অল্প জায়গায় শুরু করা যায় এমন লাভজনক উদ্যোগগুলির মধ্যে মৌচাষ অন্যতম। নিয়মিত পরিচর্যা করলে মধু উৎপাদনের মাধ্যমে সারা বছরই আয়ের সুযোগ তৈরি হয়। কৃষি দফতর জানিয়েছে, বিশেষ কমিটির মাধ্যমে উপযুক্ত উপভোক্তা বাছাই করে এই সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। শুধু বক্স ও মৌমাছি দেওয়াই নয়, সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত পরামর্শ। যাতে নতুন উদ্যোক্তারা সঠিকভাবে মৌমাছি প্রতিপালন করে লাভবান হতে পারেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, মৌমাছি প্রতিপালনের আরেকটি বড় সুবিধা হল পরাগায়নের মাধ্যমে আশপাশের ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি। ফলে কৃষকরা দ্বিগুণ লাভ পান;একদিকে মধু বিক্রি, অন্যদিকে ফসলের ফলন বৃদ্ধি। এতে পরিবেশের ভারসাম্যও বজায় থাকে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতে আরও বেশি মানুষকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। পিংলায় এই উদ্যোগকে ঘিরে ইতিমধ্যেই সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ দেখা দিয়েছে।

লক্ষীর ভাণ্ডার বাড়তেই মরারে মহিলা তৃণমূলের শক্তিপ্রদর্শন

সুচিন্ত্য গোস্বামী, নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ব্লকের মরার অঞ্চলে লক্ষীর ভাণ্ডারের ভাতা বৃদ্ধি উপলক্ষে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল এক বিশাল ধন্যবাদজ্ঞাপক মিছিল। মরার ২ নম্বর ক্যাম্প থেকে শুরু হওয়া এই মিছিল গোটা এলাকা পরিক্রমা করে পুনরায় একই স্থানে এসে শেষ হয়। সকাল থেকেই এলাকায় উৎসবের আবহ তৈরি হয়। মিছিলে হাজার হাজার মহিলার উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি ও দলীয় পতাকায় মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো অঞ্চল। বিশেষ আকর্ষণ ছিল মিছিলের একেবারে সামনে লক্ষীর ভাণ্ডারের প্রতীকী রূপে দুই শিশুকে দেবী লক্ষ্মীর সাজে সজ্জিত করা। এই দৃশ্য উপস্থিত সকলের নজর কেড়ে নেয় এবং কর্মসূচিতে আলাদা মাত্রা যোগ করে। মিছিল শেষে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী সঙ্গীতা মালিক, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবনাথ বাউরী, ব্লক তৃণমূল সভাপতি মথুর কাবরি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং অন্যান্য স্থানীয় নেতৃত্ব।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সঙ্গীতা মালিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে লক্ষীর ভাণ্ডারের অর্থ বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলার লক্ষ লক্ষ মহিলা আর্থিকভাবে উপকৃত হচ্ছেন। পাশাপাশি বিজেপির সমালোচনা করে তিনি দাবি করেন, বাংলার মহিলারা সচেতন এবং আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়বে।

২৫০-র বেশি আসন পাওয়ার আশাবাদও ব্যক্ত করেন তিনি। এই কর্মসূচিকে ঘিরে মরার অঞ্চলে রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্য ও আলোচনা শুরু হয়েছে।

বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবসে ডেবরায় পথকুকুরদের ফ্রি টিকা, সচেতনতায় প্রাণিসম্পদ দফতরের জোরালো উদ্যোগ

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস উপলক্ষে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লকে নেওয়া হল বিশেষ টিকাকরণ কর্মসূচি। ডেবরা ব্লক প্রাণিসম্পদ বিকাশ বিভাগের উদ্যোগে শুক্রবার সকাল থেকে বালিচক, ডেবরা থানা চত্বর এবং বিভিন্ন ক্লাব ও পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে পথকুকুরদের বিনামূল্যে জলাতঙ্কের টিকা দেওয়া হয়। বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, এদিন প্রায় একশোর কাছাকাছি কুকুরকে টিকাকরণের আওতায় আনা হয়েছে। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল জলাতঙ্কের মতো প্রাণঘাতী রোগ প্রতিরোধ করা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। বিশেষ করে পথকুকুরদের মাধ্যমে যাতে রোগের সংক্রমণ না ছড়ায়, সে দিকেই জোর দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষিত কর্মীরা সুরক্ষা বিধি মেনে কুকুরদের টিকা প্রদান করেন। স্থানীয় বাসিন্দারাও এই উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। অনেকেই নিজেদের এলাকার পথকুকুরদের টিকাকরণের জন্য প্রাণিসম্পদ দফতরের কর্মীদের খবর দেন এবং সহযোগিতা করেন। ফলে কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। প্রাণিসম্পদ বিকাশ বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুধু টিকাকরণ করলেই দায়িত্ব শেষ নয়। সচেতনতা বাড়াতে ধারাবাহিক প্রচার কর্মসূচিও নেওয়া হচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে শীঘ্রই ডেবরা কলেজে একটি সচেতনতামূলক সেমিনারের আয়োজন করা হবে। সেখানে জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণ, সংক্রমণের ঝুঁকি, প্রাথমিক করণীয় এবং টিকাকরণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের মতে, নিয়মিত এমন টিকাকরণ শিবির হলে জলাতঙ্কের ঝুঁকি অনেকটাই কমবে এবং মানুষ ও প্রাণী;উভয়ের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে।

> বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস উপলক্ষে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লকে নেওয়া হল বিশেষ টিকাকরণ কর্মসূচি। ডেবরা ব্লক প্রাণিসম্পদ বিকাশ বিভাগের উদ্যোগে শুক্রবার সকাল থেকে বালিচক, ডেবরা থানা চত্বর এবং বিভিন্ন ক্লাব ও পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে পথকুকুরদের বিনামূল্যে জলাতঙ্কের টিকা দেওয়া হয়। বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, এদিন প্রায় একশোর কাছাকাছি কুকুরকে টিকাকরণের আওতায় আনা হয়েছে। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল জলাতঙ্কের মতো প্রাণঘাতী রোগ প্রতিরোধ করা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

মেদিনীপুরে গেরুয়া শিবিরে ধাক্কা, বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে চন্দন মণ্ডল

অরুণ কুমার সাউ, নয়া জামানা, তমলুক ঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে পূর্ব মেদিনীপুরে রাজনৈতিক সমীকরণে বড় পরিবর্তন দেখা দিল। বিজেপির পরিচিত মুখ চন্দন মণ্ডল ঘাসফুল শিবিরে যোগ দেওয়ায় জেলায় শাসকদলের শক্তি আরও বাড়ল বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। আজ তমলুকে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চন্দন মণ্ডলের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এবং তমলুক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুজিত কুমার রায়। অনুষ্ঠানে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান দলের প্রথম সারির নেতারা। চন্দন মণ্ডল দীর্ঘদিন পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বিজেপির অন্যতম সংগঠক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ২০১৯ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত তিনি বিজেপির জেলা সম্পাদক পদে দায়িত্ব সামলেছেন। পাশাপাশি জেলা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর এই দলবদলকে বিজেপির সংগঠনে বড় ধাক্কা হিসেবেই দেখছে রাজনৈতিক মহল। দলে যোগ দিয়ে চন্দন মণ্ডল জানান, উন্নয়ন ও সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করার লক্ষ্যেই তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে এসেছেন। তৃণমূল নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বলা হয়, তৃণমূল পরিবারে চন্দন মণ্ডলকে সাদরে স্বাগত জানাই। আগামী দিনে মানুষের পাশে থেকে উন্নয়নের কাজ আরও জোরদার করা হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, তমলুক সাংগঠনিক জেলায় চন্দন মণ্ডলের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও সাংগঠনিক দক্ষতা তৃণমূলকে গ্রাম ও বুথ স্তরে আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে। ফলে পূর্ব মেদিনীপুরে আসন্ন নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক লড়াই আরও জমে উঠবে বলেই ধারণা।

দাঁতনে দু'টি নতুন সাবস্টেশন, কাটবে লো-ভোল্টেজ ও অন্ধকারের দুশ্চিন্তা

নয়া জামানা,খড়্গপুর ঃ দীর্ঘদিনের দাবির পর অবশেষে দাঁতনে তৈরি হচ্ছে বিদ্যুতের দু'টি নতুন সাবস্টেশন। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দাঁতন-১ ও দাঁতন-২ ব্লকের পাশাপাশি কেশিয়াড়ি ও নারায়ণগড় ব্লকের বেশ কিছু এলাকার মানুষ উপকৃত হবেন। লো-ভোল্টেজ সমস্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকার সমস্যা থেকে মিলবে মুক্তি;এমনটাই আশাবাদ বিদ্যুৎ দপ্তরের। বিদ্যুৎ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে দাঁতন-১ ব্লকের আলিকষা, তররুই ও মনোহরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সহ একাধিক এলাকায় বেলদা থেকে দীর্ঘ লাইনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। ফলে লাইনের দূরত্ব বেশি হওয়ায় প্রায়ই লো-ভোল্টেজের সমস্যা দেখা দেয়।

আবার ঝড়-বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে মাঠের ওপর দিয়ে যাওয়া লাইনের খুঁটি ভেঙে পড়লে বা তার ছিঁড়ে গেলে দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎহীন থাকতে হয় গ্রামবাসীদের। বর্ষাকালে মাঠে জল জমে থাকায় মেরামতিতেও সময় লাগে। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই সাবস্টেশন নির্মাণের দাবি জানাচ্ছিলেন স্থানীয় মানুষ। অবশেষে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে দু'টি ৩৩ কেভি সাবস্টেশন নির্মাণের অনুমোদন মিলেছে।

কেশিয়াড়ির বিধায়ক পরেশ মুর্ম্মু এবং দাঁতন-১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি মণিশঙ্কর মিশ্র জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উদ্যোগেই প্রায় ৯ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

বাঘ ঢোকার আগেই সতর্কবার্তা!

সুন্দরবনে প্রযুক্তির নতুন প্রহরী আনইডার্স

শুভজিৎ দাস ।। নয়া জামানা।। সুন্দরবন

মানুষ ও বাঘের ক্রমবর্ধমান সংঘাত কমাতে সুন্দরবনে বড় পদক্ষেপ নিল ওয়াইল্ডলাইফ ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন বিভাগ। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসানো হচ্ছে অত্যাধুনিক অ্যানিমাল ইনট্রুশন ডিটেকশন অ্যান্ড রিপেলেন্ট সিস্টেম এবং ক্যামেরা ট্র্যাপ। এই প্রযুক্তির মূল লক্ষ্য, বাঘ গ্রামে ঢোকার আগেই আগাম সতর্কবার্তা দিয়ে বন দফতরকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে সহায়তা করা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন্স এলাকার রায়দিঘি রেঞ্জের হেরোভাঙ্গা,০৯ বন কম্পার্টমেন্টে পরীক্ষামূলকভাবে এই প্রকল্প শুরু হয়েছে।

পাশাপাশি কুলতলী ব্লকের একাধিক জঙ্গল সংলগ্ন গ্রামেও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। এই সব গ্রাম বাঘের প্রাকৃতিক আবাসভূমির খুব কাছাকাছি হওয়ায় বছরের বিভিন্ন সময়, বিশেষ করে শীতকালে, বাঘের লোকালয়ে ঢুকে পড়ার ঘটনা ঘটে। ফলে আতঙ্কে দিন কাটান স্থানীয় বাসিন্দারা। আনইডার্স উন্নত মোশন সেন্সিং প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রাণীর চলাচল শনাক্ত করতে পারে। প্রতিটি যন্ত্র ১৮০ ডিগ্রি কোণে প্রায় ২৫,৩০ মিটার এলাকা কভার করে। সৌর প্যানেলের মাধ্যমে চালিত হওয়ায় বিদ্যুৎবিহীন দুর্গম এলাকাতেও এটি কার্যকর। বর্তমানে চারটি যন্ত্র বসানো হয়েছে পাইলট প্রকল্প হিসেবে। এর মাধ্যমে প্রযুক্তির নির্ভুলতা এবং বাঘের অনুপ্রবেশ রোধে কার্যকারিতা যাচাই করা হবে। ডাবলু টি আই,এর সুন্দরবন টাইগার প্রজেক্টের ফিল্ড অফিসার সম্রাট পাল জানান, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ প্রবেশপথ চিহ্নিত করা সহজ হবে। ডাবলু

টি আই ,এর বন্যপ্রাণ সংঘাত প্রশমন বিভাগের প্রধান ড. অভিষেক ঘোষাল বলেন, উত্তরপ্রদেশের পিলিভিত ও কাতারনিয়াঘাটেও এই প্রযুক্তির প্রয়োগ হয়েছে। সুন্দরবনে প্রথমবার চালু হওয়া এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে মানব,বাঘ সংঘাত কমাতে বড় ভূমিকা নেবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মুখ্য বন আধিকারী নিশা গোস্বামী জানান, প্রযুক্তিনির্ভর এই অ-ঘাতক ব্যবস্থা সংরক্ষণ নীতিকে আরও শক্তিশালী করবে এবং স্থানীয় মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

বাংলাদেশের ভোটে থমকে পেট্রাপোল! টানা ৩ দিন বন্ধ আমদানি-রপ্তানি, শনিবারে ফের স্বাভাবিকের আশা

নয়া জামানা , পেট্রাপোল ঃ বাংলাদেশের নির্বাচনকে ঘিরে অশান্তির আশঙ্কায় টানা তিন দিন বন্ধ রইল পেট্রাপোল স্থলবন্দর দিয়ে দুই দেশের আমদানি,রপ্তানি বাণিজ্য। বুধবার থেকে বাণিজ্য সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। শুক্রবার বাংলাদেশে সরকারি ছুটি থাকায় এমনিতেই বাণিজ্য বন্ধ থাকে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে শনিবার থেকে ফের বাণিজ্য শুরু হতে পারে বলে স্থলবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ মহকুমায় অবস্থিত পেট্রাপোলে ল্যান্ড পোর্ট ভারত,বাংলাদেশ বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান প্রবেশদ্বার। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পদ্মাপারের পরিস্থিতির প্রভাব যাতে ভারতীয় ভূখণ্ডে না পড়ে, সে জন্য সীমান্তে বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) জওয়ানরা কড়া পাহারা দিচ্ছেন। কাঁটাতারবিহীন সীমান্ত এলাকায় বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। বনগাঁ পুলিশ জেলা সীমান্ত লাগোয়া রাস্তায় নাকা চেকিং চালাচ্ছে। বাণিজ্য বন্ধ থাকায় বড় প্রভাব পড়েছে দুই দেশের ব্যবসায়ীদের উপর। আগে প্রতিদিন ৪০০,৪৫০টি ট্রাক বাংলাদেশে রপ্তানির জন্য যেত। অশান্তির জেরে তা কমে দাঁড়ায় ১৫০,২০০-তে। এখন টানা তিন দিন বাণিজ্য বন্ধ থাকায় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও ধাক্কা লেগেছে। মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্র, হোটেল ও ছোট ব্যবসাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পেট্রাপোল ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী জানান, পরিস্থিতি শান্ত থাকলে শনিবার থেকে ফের বাণিজ্য শুরু হবে। তবে নির্বাচনের পর হিংসা ছড়ালে আবারও বাণিজ্য ব্যাহত হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা।

ভোটের আগে ঘর গুছোচ্ছে তৃণমূল! হাড়োয়ায় দফায় দফায় কর্মীসভায় ব্লক সভাপতির জোর তৎপরতা

হাসানুজ্জামান, নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ আসন্ন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনকে আরও শক্তপোক্ত করতে মাঠে নেমেছেন হাড়োয়া এক নম্বর সাংগঠনিক ব্লকের সভাপতি আহমেদ মাদার। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া এলাকায় দফায় দফায় কর্মীসভা করে তিনি সংগঠনের ভিত মজবুত করার বার্তা দিচ্ছেন। ব্লক সভাপতির উদ্যোগে সম্প্রতি হাড়োয়া এক নম্বর সাংগঠনিক ব্লকের অন্তর্গত গোপালপুর দুই নম্বর অঞ্চলের খটিরা এলাকায় অনুষ্ঠিত হয় তৃণমূল কংগ্রেসের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মীসভা। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্লক সভাপতি শফিক আহমেদ মাদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্লক নেতৃত্ব ও অঞ্চল নেতৃত্বের একাধিক পদাধিকারী। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ব্লক সভাপতি জানান, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন আর হাতে গোনা কয়েক দিনের অপেক্ষা। তার আগেই সাংগঠনিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করতে হবে। তিনি বলেন, বুথভিত্তিক সংগঠনকে শক্তিশালী করা, কর্মীদের সক্রিয় রাখা এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে আরও নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলাই এখন মূল লক্ষ্য। দলের বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে নির্বাচনের আগে চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। আগামী দিনেও এই ধরনের কর্মীসভা ও সাংগঠনিক কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে চলবে বলে আশ্বাস দেন ব্লক সভাপতি।

মগরাহাটে গোপন বাজি কারখানায় পুলিশের ঝটিকা হানা! উদ্ধার ২ ড্রাম বারুদ, চাঞ্চল্য এলাকায়

নয়া জামানা , মগরাহাট ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বড়সড় সাফল্য পেল মগরাহাট থানার পুলিশ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটের মূলটি এলাকায় এক নির্জন বাড়িতে হানা দিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে দুটি ড্রাম ভর্তি বারুদের মসলা এবং বিপুল পরিমাণ বাজি তৈরির সরঞ্জাম। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, মাঠের মাঝখানে অবস্থিত ওই পরিত্যক্ত বাড়িতে প্রায় দু'বছর ধরে গোপনে চলছিল অবৈধ বাজি তৈরির কারখানা। বাইরে থেকে বাড়িটি ফাঁকা মনে হলেও ভিতরে দাহ্য পদার্থ মজুত করে চলত কাজ।

সম্প্রতি কয়েকজন বাসিন্দার সন্দেহ হওয়ায় বিষয়টি পুলিশের নজরে আসে। শুক্রবার বিকেলে নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে তল্লাশি চালায় পুলিশ।

অভিযানে উদ্ধার হয় দুটি বড় ড্রাম ভর্তি বারুদ, কয়েক কেজি প্রস্তুত দাহ্য পদার্থ এবং বাজি তৈরির বিভিন্ন যন্ত্রপাতি। বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক সামগ্রী দেখে হতবাক হয়ে যান তদন্তকারী আধিকারিকরা। নিরাপত্তার স্বার্থে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। অভিযানের খবর পেয়ে কারখানায় থাকা শ্রমিক ও মালিক পালিয়ে যায়। তবে পুলিশ কয়েকজন সন্দেহভাজনকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। কোথা থেকে কাঁচামাল আসত এবং কোথায় সরবরাহ হতো, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উদ্ধার হওয়া সামগ্রী থানায় নিয়ে গিয়ে বিস্ফোরক আইনে মামলা রুজু হয়েছে। সজল কুমার মন্ডল জানান, অবৈধ বাজি কারবারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

রুজির টানে ভিনরাজ্যে, ফিরলেন নিথর দেহে!

তামিলনাড়ুতে মেশিন দুর্ঘটনায় শক্তিপদের মৃত্যু

নয়া জামানা , সাগর ঃ রোজগারের আশায় ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন গঙ্গাসাগরের শক্তিপদ দাস (৪৫)। কিন্তু আর ঘরে ফেরা হলো না তাঁর। তামিলনাড়ুতে কর্মস্থলে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এই পরিযায়ী শ্রমিক। ঘটনায় শোকস্তব্ধ দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর থানা এলাকার কমলপুর ২ নম্বর কলোনি। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শক্তিপদবাবুর আদি বাড়ি ছিল ঘোড়ামারা দ্বীপে। নদীভাঙনের জেরে তাঁদের পৈতৃক ভিটেমাটি নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। সব হারিয়ে পরিবার নিয়ে তিনি গঙ্গাসাগরের কমলপুর ২ নম্বর কলোনিতে বসবাস শুরু করেন। সংসারের দায়িত্ব ও আর্থিক অনটনের চাপে কাজের খোঁজে পাড়ি দেন তামিলনাড়ুতে। সেখানে একটি ইটভাটায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন তিনি। ইট কাটার

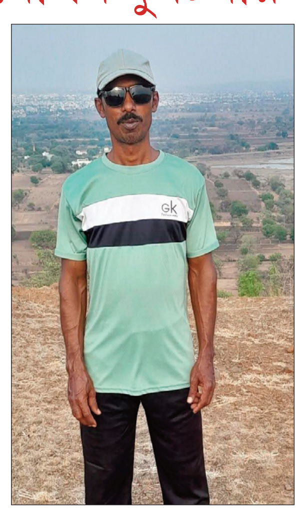

মেশিন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন শক্তিপদবাবু। প্রতিদিনের মতো কাজ করার সময় আচমকাই দুর্ঘটনা ঘটে। অসাবধানতাবশত মেশিনের ঘূর্ণায়মান অংশে জড়িয়ে পড়েন তিনি। সহকর্মীরা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করার চেষ্টা করলেও ততক্ষণে সব শেষ। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার খবর গ্রামে পৌঁছাতেই নেমে আসে শোকের ছায়া। পরিবারে এখন কান্নার রোল ও ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা। মৃতদেহটি বর্তমানে তামিলনাড়ুতেই ময়নাতদন্তের জন্য রাখা হয়েছে। দ্রুত দেহ গ্রামে ফিরিয়ে আনার আবেদন জানিয়েছে পরিবার। স্থানীয় বাসিন্দারাও প্রশাসনের কাছে আর্থিক সহায়তার দাবি তুলেছেন।

বাংলা পরীক্ষার পরেই চরম সিদ্ধান্ত! বসিরহাটে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মৃত্যুতে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট থানার অন্তর্গত গোটরা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগুন্ডী গ্রামে মর্মান্তিক ঘটনা। বছর আঠারোর ঈশিতা চক্রবর্তী, যিনি এ বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিলেন, তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার ঈশিতা বাংলা প্রথম পত্রের পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরেন। পরীক্ষার পর থেকেই তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন বলে দাবি পরিবারের। তিনি নাকি বাড়ি ফিরে জানান, পরীক্ষা ভালো হয়নি। তবে শুধুমাত্র পরীক্ষার ফলাফল নিয়েই এই চরম সিদ্ধান্ত, নাকি অন্য কোনও মানসিক চাপ কাজ করছিল;তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। শুক্রবার সকালে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে নিজের ঘরে অচেতন অবস্থায় দেখতে পান। দ্রুত খবর দেওয়া হয় বসিরহাট থানায়। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার মর্গে পাঠায়। ঘটনায় স্তম্ভিত পরিবার ও প্রতিবেশীরা। পরিবারের দাবি, ঠিক কী কারণে এমন ঘটনা ঘটল, তা তাঁদের বোধগম্য নয়। তাঁরা সম্পূর্ণ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।

কাকদ্বীপে উন্নয়নের বার্তা, দেবাশীষ দাসের উপস্থিতিতে 'সংলাপ' ঘিরে জনসমাগম

নুরউদ্দিন,নয়া জামানা,কাকদ্বীপ ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ ব্লকের প্রতাপাদিত্য নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শুক্রবার অনুষ্ঠিত হল 'উন্নয়নের সংলাপ' কর্মসূচি। অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরা হয় সাধারণ মানুষের সামনে। সভায় বক্তারা জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা -র নেতৃত্বে গত ১৫ বছরে গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। 'দুয়ারে সরকার', 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' ও 'স্বাস্থ্যসাথী'-র মতো জনমুখী প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ সরাসরি উপকৃত হচ্ছেন বলেও দাবি করা হয়।

এই প্রকল্পগুলির সুফল যাতে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে যায়, সে বিষয়েও জোর দেওয়া হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ছাত্র-যুব নেতৃত্ব দেবাশীষ দাস। তিনি বলেন, সরকারের উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে কর্মীদের আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে সচেতন করাও জরুরি। এছাড়াও সভায় বক্তব্য রাখেন তৃণমূল নেতা দেবব্রত মাইতি, কাকদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত ও পরিবহণ কর্মাধ্যক্ষ সত্যব্রত বৈদ্য এবং প্রাক্তন সহকারী সভাপতি পরিমল গিরি। তাঁদের বক্তব্যেও রাজ্যের চলমান উন্নয়নমূলক কাজ ও আগামীর রূপরেখা তুলে ধরা হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতিতে আলোচনা ও মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

মহেশতলায় বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কা! ভেঙে গেল পরপর ৩ দোকান, আটক চালক

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলার সরকারপুল মোড় সংলগ্ন বজবজ ট্রাঙ্ক রোডে শুক্রবার রাতে ঘটে গেল বড়সড় দুর্ঘটনা।

৩৪ নম্বর পিলারের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি মালবাহী ট্রাক রাস্তার ধারে থাকা পরপর তিনটি দোকানে সজোরে ধাক্কা মারে। মুহূর্তের মধ্যে দোকানগুলির সামনের অংশ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত গতিতে আসছিল ট্রাকটি। হঠাৎই চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং গাড়িটি সরাসরি দোকানের দিকে উঠে যায়।

ঘটনায় একটি ফাস্ট ফুডের দোকানের মালিকের দু'টি দোকানসহ মোট তিনটি দোকান ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্ঘটনার সময় দোকানে কর্মচারীরা উপস্থিত থাকলেও অল্পের জন্য বড়সড় প্রাণহানি এড়ানো গিয়েছে। তবে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ যথেষ্ট বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার শব্দে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। খবর পেয়ে জিনজিরা বাজার তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ট্রাকটি আটক করা হয়েছে এবং চালককে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান, অতিরিক্ত গতি বা যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তবে প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ভোরের আগুনে ছাই শো-রুম!

গাইঘাটায় পুড়ে গেল প্রায় ৪০টি নতুন বাইক

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল একটি বাইকের শো-রুম। শুক্রবার ভোরে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা বাজার সংলগ্ন যশোর রোডের ধারে ঘটনাটি ঘটে। আগুনে প্রায় ৪০টি নতুন বাইক সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা বলে দাবি শো-রুম কর্তৃপক্ষের। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ভোররাতে হঠাৎই শো-রুম থেকে ধোঁয়া ও আগুন বের হতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা ঘরে। খবর দেওয়া হয় শো-রুমের মালিক কাঞ্চন দাসকে। পাশাপাশি থানায় ও দমকলে খবর পাঠানো হয়। স্থানীয়রাই প্রথমে আগুন নেভানোর চেষ্টা শুরু করেন। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আগুনের তীব্রতা বেশি থাকায় পরে আরও একটি ইঞ্জিন আসে। দীর্ঘ সময় চেষ্টার পর আগুন আংশিক নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে

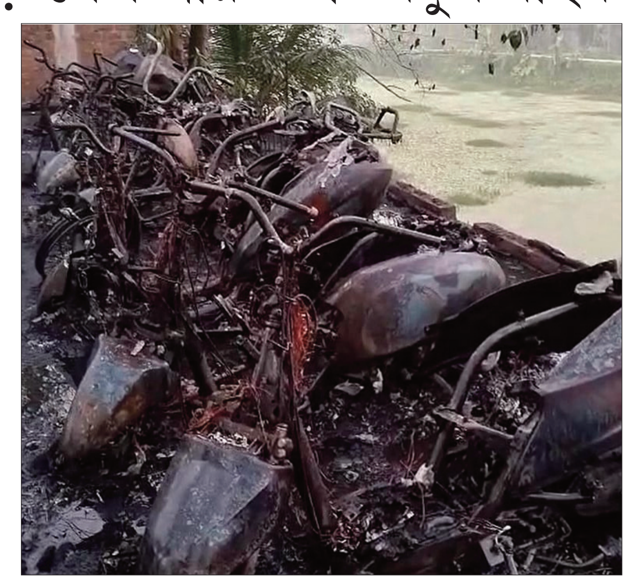

অনেকটা সময় ধরে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে শো-রুমটি। শো-রুমের মালিক কাঞ্চন দাস জানান, সেখানে প্রায় ৪০টি নতুন বাইক মজুত ছিল। সবকটিই পুড়ে গিয়েছে। বিপুল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন তিনি। কীভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখতে পুলিশের কাছে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। শর্ট সার্কিট নাকি অন্য কোনও কারণ;তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর মেলেনি।

সীমান্তে বড়সড় অভিযান! ২৫০০ বোতল ফেনসিডিলসহ মারুতি ওমনি উদ্ধার, পলাতক পাচারকারী

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ সীমান্তবর্তী এলাকায় আবারও বড়সড় সাফল্য পেল বসিরহাট থানার পুলিশ। গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর আসে যে, গাছা আকারপুর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কফ সিরাপ ফেনসিডিল পাচারের চেষ্টা হতে পারে। খবর পাওয়া মাত্রই তৎপর হয়ে ওঠে পুলিশ প্রশাসন। বসিরহাট থানার পুলিশ দ্রুত সীমান্তবর্তী এলাকায় নজরদারি ও টহলদারি জোরদার করে। রাতের অন্ধকারে সন্দেহজনকভাবে চলাফেরা করা একটি মারুতি ওমনি গাড়িকে লক্ষ্য করে পুলিশ সেটিকে থামানোর নির্দেশ দেয়। কিন্তু পুলিশকে দেখে গাড়ির চালক ও ভেতরে থাকা এক যুবক দ্রুত গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে তারা অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে এলাকা থেকে চম্পট দেয়। পুলিশ গাড়িটি আটক করে তল্লাশি চালালে চমকে ওঠেন তদন্তকারীরা।

নদীর চর কেটে ইটভাটা! কাকদ্বীপে ম্যানগ্রোভ ধ্বংসের অভিযোগে চাঞ্চল্য

গোপাল শীল, নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কাকদ্বীপে আবারও নদীর চর থেকে মাটি কাটার অভিযোগ উঠল। মুড়িগঙ্গা ও কালনাগিনী নদীর চর থেকে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে মাটি তুলে ইটভাটায় ব্যবহার করা হচ্ছে বলে স্থানীয়দের দাবি। এবার স্বামী বিবেকানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের বুদ্ধপুর এলাকায় একটি বড় ইটভাটার বিরুদ্ধে সরব হলেন বাসিন্দারা। অভিযোগ, কালনাগিনী নদীর পাশেই অবস্থিত ওই ইটভাটার মালিক বছরের পর বছর ধরে নদীর চর কেটে মাটি নিয়ে যাচ্ছেন। ফলে নদীর চরে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে এবং ছোট ছোট ম্যানগ্রোভ গাছ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

পরিবেশের উপর এর মারাত্মক প্রভাব পড়ছে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। তাঁদের কথায়, বিষয়টি বহুবার জানানো হলেও প্রশাসন দীর্ঘদিন কার্যত নীরব ছিল। তবে অভিযোগ সামনে আসার পর শনিবার ভোরে বিবেকানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন আধিকারিক ও সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ইটভাটার ম্যানেজারকে সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে ভিএলআর অফিসে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি আপাতত মাটি কাটার কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। তবুও প্রশ্ন উঠছে, বছরের পর বছর ধরে কীভাবে নদীর চর থেকে মাটি কাটা চলল? কার নজর এড়িয়ে এই কাজ হয়েছে? স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে।

হরেকরকম

নয়া জামানা

৮ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ কেমন যাবে ?

রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
কোনও বন্ধুর সৌজন্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ নয়। মা-বাবার সঙ্গে বিরোধ বাধতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য আসতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে মনঃকষ্ট। গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা ও খরচ বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি
খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভাল কিছু খবর আসতে পারে। কর্মস্থানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না।কোনও আত্মীয়ের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় নতুন কারও সাহায্য পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও দামি জিনিস চুরি হওয়ার যোগ। দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বন্ধ রাখাই ভাল হবে।

মিথুন রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে বেহিসেবি খরচের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা। কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। ছোটখাটো চোট লাগতে পারে।

কর্কট রাশি
এই সপ্তাহে বাড়ির লোকের জন্য প্রেমে জটিলতা দেখা দিতে পারে। সন্তানদের নিয়ে নাজেহাল হতে হবে। পেটের সমস্যার জন্য ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায় অশান্তি নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। দাম্পত্য বিবাদ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশি ঝঞ্ঝাট থেকে সাবধান থাকুন।

সিংহ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে আপনার চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ডেকে আনবে। অন্যের বিষয় নিয়ে বিবাদ বাড়িতে আসতে পারে।খুব কাছের কারও বিষয়ে খুশির খবর পেতে পারেন। সেবামূলক কাজে শান্তিলাভ। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

কন্যা রাশি
সকলকে কাছে পেয়েও নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না।প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসতে পারেন। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় কোনও খারাপ খবর পেতে পারেন।

তুলা রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। রাস্তাঘাটে একটু সাবধান থাকুন। চাকরির স্থানে কাজের চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি
সপ্তাহের প্রথমে গুরুজনদের সুপরামর্শে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও ব্যক্তির ফাঁদে পড়তে পারেন। গৃহে সুখশান্তি বজায় থাকবে। প্রেমে কোনও বাধা থাকবে না। যুক্তিপূর্ণ কথায় শত্রু পিছু হঠতে পারে। ব্যবসায় ভাল আয়ের যোগ রয়েছে।

ধনু রাশি
অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার ফলে শারীরিক অসুস্থতার যোগ। যেচে পরের উপকার করতে যাবেন না। বাড়িঘর নির্মাণের ব্যাপারে ভাল যোগাযোগ হবে। আত্মীয়দের নিয়ে চাপ বাড়তে পারে। পেটের সমস্যার জন্য কাজের ক্ষতি হওয়ার যোগ।

মকর রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও সঙ্গে জমি ক্রয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। কুটুমদের সঙ্গে অশান্তি বাধতে পারে। বাকপটুতার জন্য সুনাম অর্জন করতে পারেন। শেয়ারে অর্থ নষ্ট হতে পারে। কোনও কিছু চুরি যেতে বা হারাতে পারে।

কুম্ভ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। বুদ্ধির দোষে কাজের ক্ষতি হতে পারে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে অপমানিত হতে পারেন। পিতার শরীর নিয়ে সমস্যা বাড়তে পারে।

মীন রাশি
আয় ভালই থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

কাউকে মনের কথা জানাবেন ?

জেনে নিন আপনার মন কি চায়

নয়া জামানা ঃ যে বা যারা কাউকে ভালোবাসেন -সেই ভালোবাসার নির্দিষ্ট কোনো দিন থাকে না; সারা বছর প্রতিটা মুহূর্তই থাকে সেই ভালোবাসার মানুষের জন্য তোলা। ১৪ই ফেব্রুয়ারি হল ভালোবাসার উৎসবের একটি বার্ষিক দিন যা ভালোবাসা ও অনুরাগের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়। ভ্যালেন্টাইন্স ডে যাকে সেন্ট ভ্যালেন্টাইন উৎসব বা সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ডেও বলা হয়। ভ্যালেন্টাইন নামক এক শহীদের সম্মানে ইউরোপে প্রথম এই দিনটি পালন করা শুরু হয়েছিল যা পরবর্তীকালে ঐতিহ্যের ছোঁয়ায় বিশ্বের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।২০২৬ সালের ভালোবাসা দিবস স্নেহ,ভক্তি ও সংযোগের এক দর্শনীয় উদযাপনের প্রতিশ্রুতি দেয়। আপনি নতুন প্রেমে মগ্ন হন, বিবাহের দশক উদযাপন করুন কিংবা আত্মপ্রেমে নিজেই নিজেকে আলিঙ্গন করুন। আধুনিক সংস্কৃতিতে ভালোবাসা দিবসের তাৎপর্য অপরিসীম। আজকের এই বিশেষ দিনটিতে নিজের জীবনের প্রথম ভালবাসাকে ভুলে যাবেন না। মা-বাবাকে সবার প্রথমে অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের হাতে তুলে দিন বিশেষ উপহার। নতুন প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে হালকা কিন্তু চিন্তাশীল থাকুন। মনে রাখবেন ভালোবাসা দিবসে অবিবাহিত বা এখনকার ভাষায় সিঙ্গেল থাকা একটি সুযোগ অভিশাপ নয়। জীবনের প্রতিটা মুহূর্তই ভালবাসার জন্য উপযুক্ত। আজ থেকেই ভাবনা চিন্তায় মগ্ন হন যে ঠিক কিভাবে আপনার জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত আপনি আপনার ভালবাসার মানুষদেরকে নিবেদন করবেন। সারা শহর জুড়ে আজকে যেন শোনা যায় একটাই কথা আমি তোমায় ভীষণ ভালোবাসি!!

৩০ এর গণ্ডি পেরিয়েও আলিয়ার ষোড়শী

কন্যাদের ন্যায় উজ্জ্বল ত্বক! কি আসল রহস্য ?

নয়া জামানা ঃ ন্যাচারাল বিউটি আলিয়া ভাটের ত্বকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সবাই। কমবেশি সব মহিলারাই কোরিয়ানদের মত গ্লাস স্কিন বা উজ্জ্বল ত্বকের আশা রাখেন। কিন্তু বলিউডের প্রথম শ্রেণীর এই অভিনেত্রীর উজ্জ্বল ত্বকের রহস্য খুব একটা গভীর নয়। আলিয়া ভাট তার একাধিক ইন্টারভিউতে নিজের রূপচর্চা বা স্কিন কেয়ারের কিছু টিপস ভক্তদের সাথে শেয়ার করেছেন। বেশিরভাগ সময়ে আলিয়া ভাটকে মেকআপ ছাড়াই বা খুব কম বা একেবারে নন মেকআপ লুকেই দেখা যায়। তাই ভক্তদের মনে প্রশ্ন কিভাবে তিনি তার এই উজ্জ্বল তত্ত্বকে ধরে রেখেছেন। আলিয়া তার স্কিন কেয়ার রুটিনকে ‘সিটিএম’ দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। এর অর্থ ক্লিনজিং, টোনিং এবং মশ্চারাইজিং। এক সাক্ষাৎকারে আলিয়া জানান তিনি সময় পেলেই বিভিন্ন ঘরোয়া ফেসপ্যাক বানিয়ে নিজের মুখে এপ্লাই করেন। অন্যান্য মেয়েদের মত আলিয়া ভাটেরও মুখের ফোলা ভাবের সমস্যা রয়েছে। তাই ঘুম থেকে উঠে আলিয়া প্রথম নিজের মুখে আইস ফেসপ্যাক ব্যবহার করেন। হালকা উষ্ণ গরম জলের মধ্যে এক চিলতে লেবু গুলিয়ে আলিয়া সেটি নিয়মিত পান করেন যা তার শরীরকে হাইড্রেড রাখতে সাহায্য করে। আলিয়া মুলতানি মাটি, বিট, কলা ইত্যাদির সঙ্গে দইয়ের সংমিশ্রণে একাধিক ফেসপ্যাক ব্যবহার করেন। এছাড়াও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল তিনি একেবারেই বাইরের কৃত্রিম ভাবে তৈরি কসমেটিক্স এড়িয়ে চলেন। তিনি তার ত্বকের ব্যাপারে খুবই যত্নশীল এবং প্রত্যেকদিন কঠোরভাবে এই নিয়মগুলি মেনে চলেন।

নজরে INSTA

বৈষ্ণবী

ঈশিতা

নুসরাত

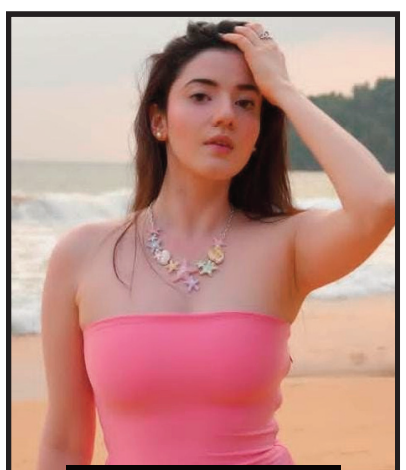
অ্যাস্ত্রশাহ

কৃষ্ণা

মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার সহজ উপায়

নয়া জামানা মানসিক চাপ বা স্ট্রেস থেকে মুক্তি পেতে জীবনযাত্রায় কিছু পরিবর্তন এবং সঠিক অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। মেদান্তা, মেয়ো ক্লিনিক এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্যের ভিত্তিতে স্ট্রেস কমানোর কার্যকর উপায়গুলো নিচে দেওয়া হল-

১. দ্রুত স্ট্রেস কমানোর উপায়
- গভীর শ্বাস নেওয়া কয়েক মিনিটের জন্য চোখ বন্ধ করে লম্বা শ্বাস নিন এবং ধীরে ধীরে ছাড়ুন। এটি দ্রুত স্নায়ুকে শান্ত করে।
- গান শোনা বা শখের কাজ প্রিয় গান শুনুন অথবা বই পড়া, বাগান করা বা ছবি আঁকার মতো শখের কাজে মন দিন।
- হাঁটাহাঁটি করা কিছুক্ষণ বাইরে খোলা বাতাসে হাঁটলে মানসিক ক্লান্তি কমে।

২. জীবনযাত্রায় পরিবর্তন
- নিয়মিত ব্যায়াম নিয়মিত হাঁটা, দৌড়ানো, সাঁতার কাটা বা যোগব্যায়াম করলে শরীর থেকে এন্ডোরফিন নামক হরমোন নিঃসৃত হয়, যা মন ভালো রাখে।
- পর্যাপ্ত ঘুম প্রতিদিন রাতে নিয়মিত এবং পর্যাপ্ত ঘুমানো স্ট্রেস কমানোর অন্যতম প্রধান উপায়। কম ঘুম কর্টিসলের মাত্রা বাড়ায়, যা উদ্বেগ বাড়ায়।
- স্বাস্থ্যকর খাবার ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার (বাদাম, পালং শাক), ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড (মাছ, তিসির বীজ) এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টযুক্ত খাবার স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে।
- ক্যাফিন কমানো অতিরিক্ত চা বা কফি খাওয়া কমিয়ে দিন।

৩. মানসিক ও সামাজিক উপায়
- মননশীলতা ও মেডিটেশন প্রতিদিন কিছুক্ষণ মেডিটেশন বা ধ্যানের মাধ্যমে মনকে শান্ত রাখা যায়।
- লিখে রাখা আপনার মনে কী চিন্তা আসছে, তা লিখে রাখুন। এটি মনের জমানো অনুভূতি বের করে দিতে সাহায্য করে।

- কথা বলা প্রিয়জন, বন্ধু বা পরিবারের সদস্যদের সাথে আপনার সমস্যা নিয়ে কথা বলুন, এতে মন হালকা হয়।
- না বলতে শেখা অতিরিক্ত কাজের দায়িত্ব নেবেন না। নিজের ক্ষমতার বাইরে কাজ চাপিয়ে নিলে স্ট্রেস বাড়ে।

৪. ডিজিটাল ডিটক্স
- সোশ্যাল মিডিয়া এবং স্ক্রিন টাইম কমান। বিশেষ করে ঘুমানোর আগে ফোন বা ল্যাপটপ ব্যবহার না করা স্ট্রেস দূর করতে সহায়ক।

কখন ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন?
যদি স্ট্রেস বা উদ্বেগের কারণে আপনার দৈনন্দিন জীবন ব্যাহত হয়, ঘুমের মারাত্মক সমস্যা হয়, বা মনে হীনম্মন্যতা তৈরি হয়, তবে একজন থেরাপিস্ট বা কাউন্সেলরের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

গঙ্গায় ভাসল ফ্যাশনের উৎসব

নয়া জামানা ঃ সম্প্রতি এক বর্ণাঢ্য ও সুশৃঙ্খল পেজেন্টা শো-এর আয়োজন করা হয় মিলেনিয়াম পার্কে ময়ূরপঙ্খী-তে। গঙ্গাবক্ষ একটি অভাবনীয় র‍্যাম্প শো-এর (ফ্যাশন আইকন সিজন থ্রি) আয়োজন করে কৃষ ড্যান্স একাডেমী কর্ণধার মিতালি ভট্টাচার্য। পড়ন্ত বিকেলে হাওড়া ব্রিজের তল দিয়ে যখন ভেসে যায় লঞ্চ আর ঠিক তার উপরে অনুষ্ঠানের এমন একটি দৃশ্য যান মন কেড়ে নেয় সকলের। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ ডেপুটি কমিশনার গৌতম কুমার দাস, ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের কনভেনর প্রদীপ অধ্যা ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনার সেক্রেটারি অরূপ মুখার্জি মহাশয়। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডি.এস. প্রোডাকশনের কর্ণধার শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এ.আয়. টি.টি.এ ক্লাবের কর্ণধার জয়ন্ত দাশগুপ্ত। বিচারক মন্ডলীর ভূমিকায় ছাড়লেন পামেলা পালদাস ও পারমিতা ব্যানার্জী। এখানে বিভিন্ন বয়সভিত্তিক বিভাগে প্রতিযোগীরা তাদের প্রতিভা, আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটান। অনুষ্ঠানটি দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও আনন্দের সৃষ্টি করে। কিডস বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে অদিতি কালসা। তার প্রাণবন্ত উপস্থাপনা ও আত্মবিশ্বাস বিচারকদের মুগ্ধ করে। দ্বিতীয় স্থান লাভ করে ধ্রুবি প্রসাদ এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করে সানভি বৈরাগী।টিন বিভাগে অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য প্রথম স্থান পান আস্মি রায়। দ্বিতীয় স্থানে থাকেন সৃজা বিশ্বাস এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন সৌম্য আগরওয়াল। মিসেস বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেন পরমিতা আইচ। তার পরিপক্কতা ও সৌন্দর্যের সমন্বয় প্রশংসিত হয়। দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন রানী দাস এবং তৃতীয় স্থানে থাকেন মঞ্জু মোদি। মিস বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন মিতা মুখেরজ্জী। দ্বিতীয় স্থান পান মৌসুমি বিশ্বাস এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করেন অনন্যা বিশ্বাস। মিস্টার বিভাগে আত্মবিশ্বাসী উপস্থাপনার জন্য প্রথম স্থান লাভ করেন মৃন্ময় দে। দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন দেবার্পন সেনগুপ্ত এবং তৃতীয় স্থান পান শিবরাজ চক্রবর্ত্তী। এই পেজেন্টা শো প্রতিযোগীদের প্রতিভা বিকাশের পাশাপাশি আত্মপ্রকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে সফলভাবে সম্পন্ন হয়। এছাড়াও এখানে মিতালি ভট্টাচার্য ড্রেসের ওপর একটি রানওয়ে হয় যেখানে মূলত চটের বস্তা দিয়ে নতুন ধরনের পোশাক দর্শকদের মন কেড়ে নিয়েছে। কিডস বিভাগের পোশাক উপস্থাপনা করেন সানু পাকিরা। এটিতে শো স্টপার হিসেবে দেখা যায় রিমি(কিডস বিভাগে), সম্পা দাস ও শোভনা চৌধুরি-কে।সব মিলিয়ে গঙ্গার বুকে অনুষ্ঠিত এই বর্ণাঢ্য পেজেন্টা শো শুধু একটি প্রতিযোগিতাই নয়, হয়ে উঠেছিল সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস ও সৌন্দর্যের এক অনন্য মিলনমেলা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, শৈল্পিক ভাবনা ও সুশৃঙ্খল আয়োজনের সমন্বয়ে অনুষ্ঠানটি দর্শকদের মনে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে যায়। প্রতিযোগীদের প্রতিভা বিকাশের পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব ভাবনায় চটের পোশাকের উপস্থাপনা ছিল বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। গঙ্গার তীরে এই অনন্য সন্ধ্যা নিঃসন্দেহে ফ্যাশন ও সংস্কৃতির এক স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে রইল।

হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করলেও মুখ ফেরাল জনতা! নির্বাচনে ধরাশায়ী রাজপথ দাপানো সেইসব 'বিপ্লবীরা'

বিপ্লবে খামতি ছিল না, গণঅভ্যুত্থানের ডাক দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল বাংলাদেশের ছাত্ররা। তবে রাজপথে দাপট দেখালেও নির্বাচনী লড়াইয়ে দিশাহারা অবস্থা সেইসব বিপ্লবীদের। ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি নামে রাজনৈতিক দল তৈরি করে জামাতের সঙ্গে জোট বাঁধলেও এইসব বিপ্লবীদের থেকে মুখ ফেরাল বাংলাদেশের সাধারণ জনতা। গত দেড় বছরে সংবাদ শিরোনামে জায়গা দখল করে রাখা যুবনেতাদের বেশিরভাগকেই পরাজয় হজম করতে হল।

শুক্রবার বাংলাদেশ নির্বাচনের যে ফলাফল প্রকাশ্যে এসেছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, ২৯৯ আসনের মধ্যে যতগুলির ফলাফল প্রকাশ্যে এসেছে সেখানে ২০৯টি আসনে জয় পেয়েছে তারেক রহমানের দল বিএনপি। অন্যদিকে, জামাত পেয়েছে ৬৮টি আসন এবং ছাত্রদের তৈরি দল এনসিপি পেয়েছে মাত্র ৬টি আসন। বলার অপেক্ষা রাখে না এই ফল অত্যন্ত খারাপ। ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের অন্যতম অগ্রজ তথা এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম পঞ্চগড়-১ আসনে হেরেছেন ৮ হাজারেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে। হিন্দুদের ঝেটিয়ে ভারতে পাঠানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন এই সারজিস।
খ

শুধু তাই নয়, এনসিপির আর এক শীর্ষ নেতা নাসিরুদ্দিন পাটওয়ারি হেরেছেন ঢাকা-৮ আসনে। ঢাকার প্রাক্তন মেয়র ও মন্ত্রী বিএনপির মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদের কাছে হারতে হয়েছে তাঁকে। চট্টগ্রামে এনসিপির একমাত্র প্রার্থী জুবাইরুল হাসান আরিফের অবস্থা আরও খারাপ। চট্টগ্রাম-৮ আসন থেকে প্রার্থী হওয়া এই যুব নেতা সাড়ে ১২ শতাংশ ভোটও পাননি। যার জেরে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে তাঁর। বাংলাদেশের সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে সবচেয়ে আলোচিত প্রার্থীদের মধ্যে একজন ছিলেন তাসনিম জারা। জুলাই আন্দোলনের অন্যতম মুখ এই জারা ব্রিটেনের হাসপাতালের চাকরি ছেড়ে বাংলাদেশে আসেন এনসিপিতে যোগ দিলেও এই দল জামাতের সঙ্গে জোট বাঁধায় দলত্যাগ করে নির্দল হলে লড়াইয়ে নামেন।

ঢাকা-৯ আসন থেকে হারতে হয়েছে তাঁকে। তবে এনসিপির চরম ব্যর্থতার মাঝেও জয়ী হয়েছেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। ছাত্রদের দলের এই হারের নেপথ্যে ওয়াকিবহাল মহলের মত, বিএনপির মতো দলের সামনে সাংগঠনিক ভাবে চরম দুর্বল সদ্য তৈরি হওয়া এই দল।

পাশাপাশি সফল জুলাই আন্দোলনের পর রাজনৈতিক দল গঠন প্রশংসিত হলেও, সেই দল জামাতের মতো মৌলবাদের ছত্রছায়ায় যাওয়ার ঘটনাকে ভালো চোখে দেখেনি অনেকেই। যার জেরে বহু যুবক এনসিপির সঙ্গ ছেড়ে বিএনপির দিকে ঝুঁকেছেন। কেউ আবার নির্দল হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এর অন্যতম প্রমাণ তাসনিম জারা। অভিযোগ উঠেছে, কয়েকজন ক্ষমতাভোগী গোটা দলকে করায়ত্ব করেছে। তার সঙ্গে জামাত জোট মিলে বাংলাদেশের মানুষের আস্থা হারিয়েছে এনসিপি

রাহুলের সাংসদ পদ বাতিলের দাবি বিজেপির

অপরাধমূলক মানহানির মামলায় ইতিমধ্যেই একবার রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ বাতিল হয়েছে। পরে আদালতের হস্তক্ষেপে স্বমহিমায় ফিরেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। এবার ফের রাহুলের সাংসদ পদ বাতিলের দাবি তুলে হল্লা শুরু করেছে বিজেপি। বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে ইতিমধ্যেই রাহুলের সাংসদ পদ বাতিলের দাবিতে নোটিসও দিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, এভাবে কি নির্বাচিত কোনও সাংসদের পদ কাড়া সম্ভব? কী বলছে নিয়ম? বস্তুত, নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সদস্যপদ কাড়াটা বেশ সময়সাপেক্ষ এবং জটিল। বেশ কয়েকটি ধাপ রয়েছে এই সদস্যপদ বাতিল করানোর। ১। নোটিস জমা কোনও সাংসদের বিরুদ্ধে নিয়মবিরুদ্ধে কাজের অভিযোগ থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গ বা সাংসদ পদ বাতিলের নোটিস দিতে হয়। ২। এথিক্স কমিটিঃ সাংসদ পদ বাতিল করার সেই প্রস্তাব পাঠানো হয় সংসদের এথিক্স কমিটিতে। এই এথিক্স কমিটিই পুরো অভিযোগ খতিয়ে দেখে। পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা হয়। ৩। তদন্তঃ এথিক্স কমিটি তদন্ত প্রক্রিয়ায় সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় করার চেষ্টা করে। যে সাংসদের বিষয়ে অভিযোগ তাঁকেও বলার সুযোগ দেওয়া হয়। তদন্তের পর নিজেদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব আকারে জমা দেয় ওই কমিটি। ৪। রিপোর্ট জমাঃ লোকসভায় ওই রিপোর্ট পেশ করা হয়। যদি অভিযুক্ত সদস্যের সাংসদ পদ বাতিলের পরামর্শ দেওয়া হয়, তাহলে সেই নিয়ে সংসদে ভোটাভুটি হয়। ৫। ফলাফলঃ সাংসদ পদ বাতিল হওয়াটা পুরোটাই নির্ভর করে ভোটাভুটির পর। শেষ পর্যায়ে ওই ভোটাভুটিতে যদি অভিযুক্ত সাংসদের বিপক্ষে ভোট যায় তাহলে সাংসদ পদ বাতিল হয়। সাংসদ পদ থাকার পক্ষে ভোট গেলে সেটা বাতিল হয় না। অতীতে এই পদ্ধতিতেই একাধিক সাংসদের পদ গিয়েছে।

যার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ মহুয়া মৈত্র। রাহুলের ক্ষেত্রেও সাংসদ পদ বাতিল করতে একই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। অবশ্য বিজেপির হাতে যা সংখ্যাবল আছে তাতে তারা চাইলে রাহুলের বিরুদ্ধে প্রস্তাব এনে তাঁর পদ বাতিল করতেই পারে। বিরোধী দলনেতার অবশ্য দাবি, এই ধরনের প্রস্তাব এনে বা সাংসদ পদ বাতিলের ভয় দেখিয়ে তাঁকে দমিয়ে রাখা যাবে না। তিনি যে অপ্রিয় প্রশ্ন তোলা শুরু করেছেন, সেগুলি চলবেই।

পাকপ্রেমে হাবুডুবু ট্রাম্প

আকসাই চিন, পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে ভারতের অংশ হিসাবে দেখিয়ে মানচিত্র প্রকাশ করেছিল আমেরিকা। কিন্তু মাত্র চারদিনের মাথায় সেই ম্যাপ সরিয়ে নেওয়া হয়। শোনা যাচ্ছে, ভারতের মানচিত্র প্রকাশ হওয়ার পরেই ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রক।

সম্ভবত ইসলামাবাদের অসন্তোষ প্রকাশের পরেই ভারতের ম্যাপ সরিয়ে নিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে যৌথ বিবৃতির পর গত ৭ ফেব্রুয়ারি সমগ্র ভারতীয় ভূখণ্ডকে চিহ্নিত করে একটি মানচিত্র প্রকাশ করেছিল আমেরিকার ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ বা বাণিজ্য প্রতিনিধির দফতরের তরফে প্রকাশিত সেই ম্যাপে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের অংশ হিসেবে দেখানো হয়। পাকিস্তানের অবৈধ ভাবে দখল করা অংশ বা পাক-অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে)-ও ছিল সেখানে। উল্লেখ্য, এর আগে যতবার আমেরিকার তরফে ভারতের যে মানচিত্র প্রকাশ করা হয়েছে প্রতিবারই পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও আকসাই চিনকে ভারতের অংশের বাইরে দেখানো হয়েছে। পাক বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র তাহির আন্দ্রাবি বলেন, অবেশ কয়েকটি সোশাল মিডিয়ায় ওই ম্যাপ দেখতে পেয়েই আমরা মার্কিন আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। ওরা বুঝতে পারে যে মানচিত্রটা ভুল। রাষ্ট্রসংঘের ওয়েবসাইট থেকে সঠিক ম্যাপ পাওয়া যাবে, সেটাও জানাই। পাকিস্তানের আবেদন মেনে ম্যাপ সংশোধন করেছে আমেরিকা, সেটায় ইসলামাবাদ সন্তুষ্ট।

অর্থাৎ পাকিস্তানের 'নির্দেশে'ই ভারতের মানচিত্র নিয়ে ভোলবদল করেছে ট্রাম্প প্রশাসন।

উল্লেখ্য, নয়াদিল্লি বারবারই স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে, পাক অধিকৃত কাশ্মীর এ দেশেরই অংশ।

এরপর আকসাই চিন এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে ভারতের সম্পূর্ণ ম্যাপ প্রকাশ কূটনৈতিকভাবে দিল্লির বিরাট সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছিল।

দিল্লিতে শাহ-গুরুং বৈঠক! বিধানসভা নির্বাচনে পাহাড়ে আসন রফায় নয়া সমীকরণ?

অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পাহাড়ে লোকসভার মতো বিধানসভা নির্বাচনেও বিজেপির ভরসা সেই বিমল গুরুং! রাজনৈতিক মহলের বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তেমনই ইঙ্গিত মিলেছে বলে খবর। বিমলের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সমর্থনে অথবা জোট করে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথ খুঁজছে পদ্মশিবির। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করেছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা। সেখানে ছিলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রধান বিমল গুরুং এবং রোশন গিরি। যদিও বিজেপি সাংসদ ওই বিষয়ে মুখ খোলেননি। রাজনৈতিক সূত্রে জানা গিয়েছে, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সঙ্গে বিজেপির সমঝোতা প্রায় পাকা হয়েছে মোদি সরকারের 'সেকেন্ড ইন কমান্ডে'র সঙ্গে বৈঠকে। পাহাড়ের তিন আসনের মধ্যে কালিম্পংয়ের আসনে লড়তে চাইছেন খোদ বিমল গুরুং! বৃহস্পতিবার দিল্লিতে শাহি বৈঠকে পাহাড়ের সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধান নিয়ে আলোচনার ফাঁকে সেকথা গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার তরফে জানিয়ে রাখা হয়েছে। এখন দেখার অজয় এডওয়ার্ডয়ের ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট এবং গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের (জিএনএলএফ) সঙ্গে কী রফা হয়।

কারণ, ঘনিষ্ঠ মহলে দার্জিলিং আসনে লড়াই করার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন অজয় এডওয়ার্ড। দার্জিলিং আসন ছেড়ে কার্শিয়াং থেকে লড়তে চাইছেন নীরজ জিম্বা। কিন্তু দার্জিলিং আসন ছাড়লেও কার্শিয়াং বিজেপি আদৌ ছাড়বে কিনা সেটা লাখ টাকার প্রশ্ন বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিতর্ক এড়াতে ওই বিষয়ে স্পিকটি নট ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট ও জিএনএলএফ নেতৃত্ব। অবশ্য বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, দিল্লির বৈঠকে আসন রফার প্রসঙ্গ ছিল না। বিধানসভা নির্বাচনের আগে পাহাড়ের রাজনৈতিক দলগুলি নিয়ে বিজেপি সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মোর্চা সুপ্রিমো বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে আলোচনা করেন। দিল্লিতে সংসদীয় কার্যালয়ে ওই বৈঠকে বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে পাহাড়ে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সমর্থন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও বিমল গুরুংরা পাহাড়ের রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান, ১১টি জনজাতিকে ষষ্ঠ তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি তুলে ধরেন। যদিও বৃহস্পতিবার রাতের বৈঠক নিয়ে বিজেপিকে বিঁধতে ভুলছে না অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা।

দলের মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মার অভিযোগ, পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ডের নামে সশস্ত্র আন্দোলনের পর পাহাড়ে বিমল গুরুং ও তার দল অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে। গত পঞ্চায়েত এবং পুরসভা নির্বাচনে মোর্চা খাপ খুলতে পারেনি। তাই বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফাটকা খেলতে নেমেছেন গুরুং।

তেলেঙ্গানায় কংগ্রেসের জয়জয়কার

ক্রমে দক্ষিণ ভারতকে নিজেদের দুর্গে পরিণত করছে কংগ্রেস! কেরলের পর তেলেঙ্গানার স্থানীয় নির্বাচনেও জয়জয়কার হাত শিবিরের। অন্তত প্রাথমিক ফলাফলে তেমনই ইঙ্গিত। কংগ্রেসের দাপটে কার্যত ধুয়েমুছে সাফ বিজেপি। ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিয়ে কিছুটা প্রতিরোধ গড়ল ভারত রাষ্ট্র সমিতি। গত ১১ ফেব্রুয়ারি তেলেঙ্গানার ১১৬টি পুরসভা এবং ৭টি পুরনিগমে নির্বাচন হয়।

শুক্রবার সকালে শুরু ভোটগ্রহণ। তাৎপর্যপূর্ণভাবে কংগ্রেস শাসিত রাজ্যটিতে স্থানীয় নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার হয়নি। ভোট হয়েছিল ব্যালটে। ফলে ভোটগণনা সময়সাপেক্ষ। তবে এ পর্যন্ত যা ফলাফল পাওয়া গিয়েছে তাতে রাজ্যে কার্যত নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে বিজেপি। দুপুর দেড়টা পর্যন্ত যা ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে তাতে ১১৬টি পুরসভার ২৫৮২টি ওয়ার্ডের মধ্যে ঘোষিত ফলাফলে কংগ্রেস এগিয়ে ৫০৬ ওয়ার্ডে। গত লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের রাজনীতি থেকে কার্যত উবে যাওয়া ভারত রাষ্ট্র সমিতি এবার কামব্যাকের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এ পর্যন্ত ঘষিত ফলাফলে বিআরএস এগিয়ে ২৮২ আসনে। বিজেপি এখনও ৩ সংখ্যায় পৌঁছতে পারেনি। এ পর্যন্ত তাদের ঝুলিতে গিয়েছে ৭৫টি আসন। গত লোকসভা নির্বাচনেও তেলেঙ্গানায় ১৭টির মধ্যে আট আসনে জিতেছিল বিজেপি। সে হিসাবে দেখতে গেলে এবার কার্যত সাফ হওয়ার মুখে গেরুয়া শিবির। এ তো গেল পুরসভার ফল। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৭ পুরনিগমের ৭টিতেই এগিয়ে কংগ্রেস। এই ফলাফল ধরে রাখতে পারলে তেলেঙ্গানায় ঐতিহাসিক হতে চলেছে হাত শিবিরের জন্য। এমনিতে স্থানীয় নির্বাচনে শাসকদলের দিকে ভোট দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। তবে যেভাবে একপেশেভাবে তেলেঙ্গানায় কংগ্রেস এগোচ্ছে, সেটা খানিকটা অপ্রত্যাশিত। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এবার কি দক্ষিণ ভারতকেই নয়া দুর্গ বানাচ্ছে কংগ্রেস। কর্নাটকে কংগ্রেসের সরকারের। সদ্য কেরলের স্থানীয় নির্বাচনেও এগিয়ে ছিল হাত শিবির। আসন্ন তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরির নির্বাচনে হট ফেভারিট কংগ্রেস জোট। এবার তেলেঙ্গানাতেও একচেটিয়া জয়ের পথে হাত শিবির।

গুটখার পিকে লালে লাল সুপ্রিম কোর্ট, নেশাড়ুদের বাড়বাড়ন্ত রুখতে জারি নির্দেশিকা

লাল রঙে রাঙিয়ে উঠেছে সুপ্রিম কোর্ট। তবে এ রং সাধারণ রং নয়, গুটখার পিক। গোটা আদালত চত্বর ভরে রয়েছে গুটখার থুতুতে। তারই পাশ থেকে হেঁটে যাচ্ছেন বিচারপতি, আইনজীবী থেকে বিচার প্রার্থীরা। গা ঘিনঘিনে এই পরিস্থিতি সামাল দিতে এবার সক্রিয় হল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। গুটখামুখে আদালত চত্বর নোংরা করা এইসব নেশাড়ুদের উদ্দেশে জারি হল নির্দেশিকা। শীর্ষ আদালতের তরফে যে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে, 'এমনটা দেখা গিয়েছে আদালতে আসা ব্যক্তিদের অনেকেরই পানমশলা, গুটখা ও তামাক চিবোনোর অভ্যাস রয়েছে। এবং তাঁরা আদালত পরিসরের দেওয়ালের কোনা, ওয়াশবেসিন এবং পানীয় জলের জায়গায় থুথু ফেলছেন। এই বদ অভ্যাসের জেরে আদালত চত্বর নোংরা হওয়ার পাশাপাশি জল নিকাশি ব্যবস্থাও ব্যহত হচ্ছে।' শুধু তাই নয়, এই ঘটনায় স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ঝুঁকির কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে আদালত। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, 'এভাবে থুতু ফেলার অভ্যাসের জেরে সংক্রমণের ঝুঁকিও তৈরি হয়। অন্যান্য যারা আদালতে আসেন তাঁদের জন্যও এই ঘটনা সমস্যার কারণ। অতএব, যারা এই ধরনের নেশায় অভ্যস্ত তাঁদের কাছে অনুরোধ আদালত চত্বরে পান মশলা, গুটখা বা তামাক জাতীয় পণ্য সেবন করবেন না ও থুতু ফেলবেন না। সকলের কাছে অনুরোধ আদালত পরিসর পরিষ্কার রাখতে সহযোগিতা করুন। উল্লেখ্য, গুটখা সমস্যায় জর্জরিত দেশ। রেল স্টেশন, বিমানবন্দর থেকে ব্রিজ, সড়ক সর্বত্র গুটখাপ্রেমীদের ভালোবাসার লাল নিশান। ২০২৩ সালের এক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল যাত্রীদের পান-গুটখার পিক পরিষ্কারে প্রতি বছর রেলের খরচ হয় প্রায় ১২০০ কোটি টাকা। চাঞ্চল্যকর আরও একটি সমীক্ষা বলছে, গ্রামীণ পরিবারগুলো তাদের মোট ব্যয়ের মাত্র ২.৫ শিক্ষা খাতে খরচ করে, অথচ ৪ ব্যয় হয় তামাকজাত পণ্যে, যার বড় অংশই গুটখা। এই পরিস্থিতিতে লাগাম টানতে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে তামাকজাত পণ্যের দাম বাড়িয়েছে সরকার। তাতে অবশ্য খুব বিশেষ পরিবর্তন এখনও চোখে পড়েনি।

বেঙ্গালুরুতে পরপর একাধিক গাড়ির সংঘর্ষ! মৃত্যু এক ছাত্র-সহ ৭ জনের

বেঙ্গালুরুতে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। মৃত্যু হল এক ছাত্র-সহ ৭ জনের। বুধবার মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে হোসকোটে তালুকের সত্যওয়ারা গ্রামে। পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার সকাল ৫টা ১৫ থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে দোব্বাসপেট হোসকোটে রোডে দুর্ঘটনাটি ঘটে। জানা গিয়েছে, প্রথমে একটি চারচাকা গাড়ি নিয়ন্ত্রণ একটি বাইকে ধাক্কা মারে তারপর সেটি একটি ধাক্কা মারে একটি ট্রাকে। দুর্ঘটনার অভিঘাত এতটাই বেশি ছিল যে ট্রাকটি রাস্তার উপরেই উলটে যায়। এখানেই শেষ নয়, ট্রাকের পিছনে থাকা অপর একটি চারচাকা গাড়িও দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

গোটা ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে সাত জনের। গুরুতর আহত হয়েছেন ট্রাকের চালক। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মোটারবাইকের চালক ছিটকে গিয়ে কয়েক ফুট দূরে গিয়ে পড়েন। গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। আপাতত সেখানেই তাঁরা চিকিৎসাধীন।

কিন্তু কী কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দুর্ঘটনার জেরে বেশ কয়েক ঘণ্টার জন্য ব্যাহত হয় যান চালাচল। বন্ধ থাকে রাস্তা। দীর্ঘক্ষণ পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

অধরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা, লাদাখকে 'বিশেষ সুবিধা' দিতে রাজি কেন্দ্র

পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা কোনওভাবেই মিলবে না, লাদাখকে ষষ্ঠ তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করতেও নারাজ কেন্দ্র। তবে কেন্দ্রশাসিত এই অঞ্চলের বাড়তে থাকা ক্ষোভ সামাল দিতে বিশেষ সুবিধা দিতে রাজি হল মোদি সরকার। যা হল টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। সম্প্রতি দিল্লিতে লাদাখের দুই শীর্ষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনায় এমনই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে মোদি সরকারের তরফে। যদিও কেন্দ্রের এই প্রস্তাব স্বীকার করেনি লাদাখ। জানা যাচ্ছে, গত ৪ ফেব্রুয়ারি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বিশেষ কমিটির সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন লাদাখের শীর্ষ নেতারা। কেন্দ্র শাসিত এই অঞ্চলের দুই রাজনৈতিক দল কার্গিল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স ও লেহ অ্যাপেক্স বডি -র নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন এই বৈঠকে। সেখানে দুটি দলের তরফেই আবেদন জানানো হয়, লাদাখকে ষষ্ঠ তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করা হোক। ষষ্ঠ সূচি হল, স্বায়ত্তশাসন, সংস্কৃতি এবং জমির অধিকার রক্ষায় উপজাতি অঞ্চলের জন্য বিশেষ প্রশাসনিক বিধান। তবে দীর্ঘ আলোচনার পরও লাদাখকে ষষ্ঠ সূচির অংশ করতে রাজি হয়নি কেন্দ্র। পরিবর্তে কেন্দ্রের তরফে

প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের। এই প্রস্তাব অনুযায়ী, লাদাখ অটোনোমাস হিল ডেভলপমেন্ট কাউন্সিলরের (ভ্রজ্ঝঙ্গঞ্জ) প্রধান মুখ্যমন্ত্রী ও ডেপুটি চিফ একজিকিউটিভ কাউন্সিলরকে উপমুখ্যমন্ত্রীর মতো মর্যাদা দেওয়া হবে। যার অর্থ হল, লাদাখের উন্নতি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এই কাউন্সিল কাজ করবে ঠিকই, তবে যাবতীয় ক্ষেত্রে উপরাজ্যপালের অনুমতি নিতে হবে কমিটিকে। এমনকী প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও নানা বাধা থাকবে এই কমিটির। বলা বাহুল্য, কেন্দ্রের এই প্রস্তাব একেবারেই মেনে নেননি লাদাখের নেতৃত্বরা। কেডিএ-র শীর্ষ নেতা আসগর আলী কারবালি বলেন, আমরা কেন্দ্রের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি। ল্যাব বা কেডিএ কেউই এই প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। শুধুমাত্র একজন সদস্য, কুনজেস দলমা, কেন্দ্রের প্রস্তাবকে সমর্থন করেছেন। কারবালি বলেন, দলমা হোক বা অন্য কেউ, লাদাখের অস্তিত্বে হস্তক্ষেপ করলে তাঁকে সহ্য করা হবে না। উল্লেখ্য, লাদাখকে পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা দিতে হবে, ওই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটিতে সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিল দ্রুত কার্যকর করতে হবে, লাদাখের জন্য পৃথক পাবলিক সার্ভিস কমিশন চালু করতে হবে এবং লাদাখে একটির বদলে দুটি লোকসভা কেন্দ্র তৈরি করতে হবে। এই দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন লাদাখের সমাজকর্মী ও গবেষক সোনম ওয়াংচুক। তাঁর নেতৃত্বেই লাদাখে গত বছর সেপ্টেম্বরে গণবিক্ষোভ সংগঠিত হয়। ওই বিক্ষোভে চার জন নিহত এবং ১৫০ জনেরও বেশি আহত হয়েছিলেন। সেই ঘটনার পর গ্রেপ্তার করা হয় সোনম। এখনও জেলবন্দি তিনি।

মাঠে ময়দানে

নয়া জামানা

ভাঁড়ে মা ভবানী ! হোটেলের বিল মেটানোর টাকা নেই, রাস্তায় ঠাঁই পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের

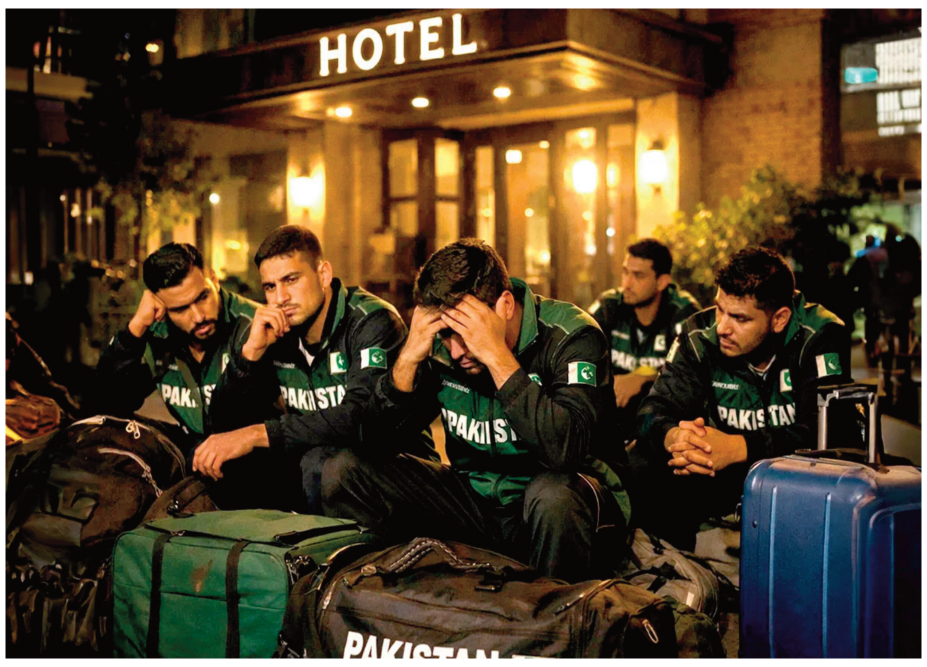

দল চলে গিয়েছে বিদেশে টুর্নামেন্ট খেলতে। অথচ পকেটে নেই হোটেলের বিল মেটানোর টাকা। ফের একবার বিশ্বের সামনে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল পাকিস্তানের। প্রায় কয়েক ঘণ্টা বিদেশের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলেন সেই দেশের খেলোয়াড়রা। একদিকে যখন ক্রিকেট বিশ্বকাপ নিয়ে মাতামাতি, তখন এই অবস্থা পাকিস্তানের হকি খেলোয়াড়দের। এফআইএইচ প্রো লিগের দ্বিতীয় লেগের ম্যাচ খেলতে এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ায় পাকিস্তান দল। অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরায় নেমে আয়োজক দেশের কাছে হেরেও গিয়েছে পাক বাহিনী। তার আগে যে অস্বস্তিকর ঘটনার সাক্ষী থেকেছে, সেটারই যেন ছাপ পড়ল পাকিস্তানের খেলায়। পাকিস্তান হকি ফেডারেশন টাকা না দেওয়ায় হোটেলের বুকিং ক্যানসেল করে দেওয়া যায়। কারণ তাদের কাছে পর্যাপ্ত টাকা নেই। তাই বেশ কয়েক ঘণ্টা কার্যত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলেন পাকিস্তানের হকি খেলোয়াড়রা। এই বিষয়ে এক সূত্র বলছেন, তপ্লেয়ার ও কর্মকর্তাদের জন্য ক্যানবেরায় ফোর স্টার হোটেল বুক করা হয়েছিল। জানানো হয়েছিল, পাকিস্তান হকি সংস্থা সব টাকা শোধ করে দেবে। কিন্তু গত সপ্তাহে ক্যানবেরায় পৌঁছে প্লেয়াররা জানতে পারেন, ওই হোটেলে তাঁদের জন্য কোনও ঘর বুক করাই নেই। এমনকী কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি হকি দলের কোচ।দ অতএব বেশ কয়েক ঘণ্টায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হল খেলোয়াড়দের। শেষমেশ স্থানীয় পাকিস্তানি বাসিন্দারা উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেন। পরে অবশ্য হোটেলের ব্যবস্থা হয়। তবে তাতেও সমস্যা মেটেনি। ওই সূত্র আরও বলেন, তহোটেলে তখন আর ঘর ছিল না। তাই অল্প সংখ্যক ঘরে সবাইকে থাকতে হয়েছে। একটা ঘরে দুই-তিনজন প্লেয়ারকে থাকতে হয়েছে। আর পরদিন সেখান থেকেই সোজা মাঠে যেতে হয়েছে।দ অবশ্য এর আগে আর্জেন্টিনায় গিয়েও প্লেয়ারদের টাকা আটকে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছিল পাকিস্তানের হকি খেলোয়াড়দের সঙ্গে।

মোসকা ভাইদের ব্যাটিং ঝড়

কালুগামাগের দুরন্ত বোলিংয়ে ভর করে বিশ্বকাপে প্রথম জয় আজ্জুরিদের

ইয়র্কার ডেলিভারিটি কাভারে খেললেন অ্যান্থনি মোসকা। বল ধরতে পারলেন না ফিল্ডার। সেই সুযোগে রানের জন্য দৌড় দিতে দিতে উল্লাস শুরু করলেন দুই ব্যাটসম্যান। জয় নিশ্চিত হতেই হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন অ্যান্থনি মোসকা। অপরপ্রান্ত থেকে এসে তাকে আলিঙ্গন করলেন তার ছোট ভাই জাস্টিন মোসকা। ইতালির দুই ভাইয়ের চোখেমুখে ছিল উচ্ছ্বাস, আর নেপালের ক্রিকেটারদের চেহারায় ফুটে ছিল হতাশা । প্রথমবার ক্রিকেটের কোনো বিশ্বকাপে খেলতে এসে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচেই জয় তুলে নেয় ফুটবলের চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইতালি। মুম্বাইয়ে বৃহস্পতিবার তারা নেপালকে হারায় ১০ উইকেটে! টি-টোয়েন্টিতে এই প্রথম ১০ উইকেটে জয়ের স্বাদ পেল ইতালি। আর এই সংস্করণের বিশ্বকাপে এমন দৃশ্য দেখা গেল অষ্টমবার। চলতি আসরেই দুই দিন আগে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিপক্ষে ১০ উইকেটে জিতেছিল নিউজিল্যান্ড। বোলারদের চমৎকার পারফরম্যান্সে নেপালকে স্রেফ ১২৩ রানে গুটিয়ে দেয় ইতালি। পরে রান তাড়ায় মোসকা ভাইদের অপরাজিত ফিফটিতে ৪৪ বল বাকি থাকতে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় ইউরোপের দলটি। ছয়টি ছক্কা ও তিনটি চারে ৩২ বলে ৬২ রান করেন অ্যান্থনি মোসকা। আর তিনটি ছক্কা ও পাঁচটি চারে ৬০ রানের ইনিংস খেলেন জাস্টিন মোসকা । ম্যাচ সেরার পুরস্কার অবশ্য জিতে নেন কৃশান কালুগামাগে।

স্রেফ ১৮ রানে তিন উইকেট নিয়ে প্রতিপক্ষকে অল্পতে গুটিয়ে দিতে বড় অবদান রাখেন এই লেগ স্পিনার। ওয়াংখেড়েতে এদিন টস হেরে ব্যাটিংয়ে নামা নেপাল দ্বিতীয় ওভারে উইকেট হারালেও পরে কিছুটা লড়াই করে। আসিফ শেখ, রোহিত পাউডেল, দিপেন্দ্রা সিং আইরি ও আরিফ শেখ পান ভালো শুরু। কিন্তু তাদের কেউই ইনিংস বড় করতে পারেননি। নেপাল অধিনায়ক রোহিতকে (২ ছক্কায় ২৩) ফিরিয়ে ৪১ রানের দ্বিতীয় উইকেট জুটি ভাঙেন কালুগামাগে। পরের ওভারে বেন মানেন্তির বলে স্টাম্পড হন আসিফ (২ চারে ২০)। দিপেন্দ্রাকে বোল্ড করে জমে ওঠা আরেকটি জুটি ভাঙেন কালুগামাগে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে দলকে জয়ের আশা দেখানো লোকেশ বাম এদিন ফেরেন স্রেফ ৩ রানে। নেপালের ইনিংসে ৩ চারে সর্বোচ্চ ২৭ রান করা আরিফ শেখ জেজে স্মাটসের শিকার । এরপর আর বেশিদূর যেতে পারেনি নেপাল। ৩৩ রানে শেষ সাত উইকেট হারিয়ে দেড়শও করতে পারেনি তারা।

ছোট লক্ষ্য তাড়ায় প্রথম ওভারের শেষ বলে ছক্কা মারেন অ্যান্থনি মোসকা। তার ব্যাট থেকে দ্বিতীয় ওভারে আসে একটি চার। তৃতীয় ওভারে কারান কেসিকে এক ছক্কা ও দুই চার মারেন জাস্টিন মোসকা। দুই ভাইয়ের তাণ্ডব চলে পরেও। তাতে পাওয়ার প্লেতে ৬৮ রান পায় ইতালি। সন্দীপ লামিছানের একাদশ ওভারের চতুর্থ বলে সিঙ্গল নিয়ে ৩৭ বলে ফিফটি স্পর্শ করেন জাস্টিন মোসকা। পরের দুই বলেই ছক্কায় ওড়ান অ্যান্থনি মোসকা। প্রথমটিতে পঞ্চাশে পা রাখেন তিনি, ২৮ বলে। পরে ম্যাচ জেতানো রানটিও আসে তার ব্যাট থেকে ।

জিম্বাবোয়ের অস্ট্রেলিয়া-বধে 'পাকা' ভারতের বিশ্বজয় ? কপিল-ধোনির ইতিহাস টেনে আশাবাদী ভক্তরা

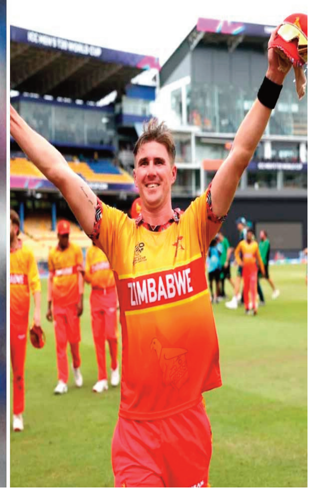

এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম অঘটন ঘটাল জিম্বাবোয়ে। শ্রীলঙ্কার মাটিতে অস্ট্রেলিয়াকে ২৩ রানে হারালেন সিকান্দর রাজারা। বিশ্বকাপে এখনও বহু লড়াই বাকি। তবে জিম্বাবোয়ের এই জয়ে আশার আলো দেখছেন ভারতের ক্রিকেটভক্তরা। কপিল দেব, মহেন্দ্র সিং ধোনিদের পথ ধরে সূর্যকুমার যাদবের হাতে ট্রফি দেখছেন অনেকে। কিন্তু কীভাবে জিম্বাবোয়ের সঙ্গে ভারতের ট্রফিজয়ের আশা যুক্ত? ফেরা যাক কুড়ি বছর আগের একদিনে। ২০০৭ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের অভিষেক লগ্নে অস্ট্রেলিয়াকে ৫ উইকেটে হারিয়েছিল জিম্বাবোয়ে। তারপর অনেক জল গড়িয়েছে।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটও আরও আধুনিক হয়েছে। কিন্তু অজিদের দেখলে আফ্রিকার দেশটির জ্বলে ওঠার গল্পটা একই রয়ে গিয়েছে। এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়াকে আবারও হারিয়ে অঘটন ঘটাল জিম্বাবোয়ে। ২৩ রানে জয় পেল সিকান্দর রাজার দল। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১০০ শতাংশ সাফল্য জিম্বাবোয়ের। দু'বার খেলেছে, দু'বারই জিতেছে। ২০০৭ সালে যখন জিম্বাবোয়ে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল, সেবার বিশ্বকাপ জিতেছিল মহেন্দ্র সিং ধোনির টিম ইন্ডিয়া। ফিরে যাওয়া যাক ১৯৮৩ সালে। সেবার অস্ট্রেলিয়াকে ১৩ রানে হারিয়েছিল জিম্বাবোয়ে। আর সেবার চ্যাম্পিয়ন হয় কপিল দেবের ভারত। তবে জিম্বাবোয়ে অস্ট্রেলিয়াকে না হারালেও বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। সেটা ২০১১ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ হোক বা ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এবারও ভারতীয় দল যথেষ্ট শক্তিশালী। ফলে সূর্যকুমারদের বিশ্বজয় নিয়ে আশাবাদী ক্রিকেট সমর্থকরা। সামনে ভারত-পাক মহারণ। কলম্বোর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামেই হবে সেই ম্যাচ। অজি-বধ করে জিম্বাবোয়ের অধিনায়ক সিকান্দর রাজা দু'দলকেই সাবধান করে দিলেন, এই পিচে ২০০ রানের পিছনে ধাওয়া মুশকিল হতে পারে।

৪৩ বছর বয়সে জয়সুরিয়ার নজির ভাঙলেন ওমানের ক্রিকেটার

ম্যাচের উত্তেজনা তখন শেষ। ওমান চেষ্টা করছিল শেষ জুটিতে কোনোরকমে ২০ ওভার পর্যন্ত খেলার। সেই চেষ্টাতেই মহম্মদ নাদিম পা রাখলেন পঞ্চাশে।

ম্যাচের উত্তেজনা তখন শেষ। ওমান চেষ্টা করছিল শেষ জুটিতে কোনোরকমে ২০ ওভার পর্যন্ত খেলার। সেই চেষ্টাতেই মহম্মদ নাদিম পা রাখলেন পঞ্চাশে। ম্যাচের বাস্তবতায় ইনিংসটির মূল্য খুব একটা নেই। তবে রেকর্ড বইয়ের একটি পাতায় তিনিই এখন সবার ওপরে! টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বয়সে ফিফটি রেকর্ড এখন নাদিমের। আগের রেকর্ডটির চেয়ে সাড়ে তিন বছর বেশি বয়সে তিনি গড়লেন এই রেকর্ড । শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বড় হারের ম্যাচে পাল্লেকেলেতে বৃহস্পতিবার ৫৬ বলে ৫৩ রানে অপরাজিত থাকেন নাদিম। ম্যাচটি খেলেন তিনি ৪৩ বছর ১৬১ দিন বয়সে। ২০ ওভারের বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি বয়সে ফিফটির আগের রেকর্ড যার ছিল, তিনিও ছিলেন এ দিন মাঠে। এখন যে তিনি শ্রীলঙ্কার কোচ! ২০০৯ বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৪৭ বলে ৮১ রানের ইনিংসটি খেলার দিন সনথ জয়সুরিয়ার বয়স ছিল ৩৯ বছর ৩৪৫ দিন । ৩৯ বছর ২৭৯ দিন বয়সে ফিফটি করে রেকর্ডের তিনে শোয়েব মালিক। ২০২১ বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ২৫ বলে অপরাজিত ৫৪ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। বিশ্বকাপের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অবশ্য অনেকটাই পেছনে আছেন নাদিম। ৫২ বছর বয়সে ফিফটির কীর্তিও যে আছে! লুক্সেমবার্গের টনি হোয়াইটম্যান ২০২১ সালে মাল্টার বিপক্ষে ৫৫ রানের ইনিংস খেলেন ৫২ বছর ১০১ দিন বয়সে। তিন সংস্করণ মিলিয়েই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি বয়সে অর্ধশত করার রেকর্ড সেটি । ইংল্যান্ডের জর্জ গান সে ১৯৩০ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে জ্যামাইকা টেস্টে ফিফটি করেছিলেন ৫০ বছর ২৯৪ দিন বয়সে। টি-টোয়েন্টিতে পঞ্চাশ পেরিয়ে পঞ্চাশ ছোঁয়ার নজির কেবল নাদিমেরই। গ্রীসের আসলাম মহম্মদ ২০২১ সালেই পরপর দুই দিন সার্বিয়া ও রোমানিয়ার বিপক্ষে ফিফটি করেন ৪৯ বছর ৩২০ দিন ও ৪৯ বছর ৩২১ দিন বয়সে । নাদিমের জন্ম ও বেড়ে ওঠা পাকিস্তানে। পরে পাড়ি জমান ওমানে। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক প্রায় ৩৩ বছর বয়সে। তখন তিনি ছিলেন পুরোদস্তুর পেস বোলিং অলরাউন্ডার। বয়সের ভারে এখন বোলিং করেন কমই। ৭১ টি-টোয়েন্টিতে তার তৃতীয় ফিফটি এটি

বিশ্বকাপের আগে চাপে আর্জেন্টিনা শিবির , চোট পেলেন লিওনেল মেসি

লিওনেল মেসির জাদুকরী পারফরম্যান্সে গেল মরশুমে ইতিহাসে প্রথমবার মেজর লিগ সকার (এমএলএস) শিরোপা জিতেছিল ইন্টার মায়ামি। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে নতুন মরশুমে বড় প্রত্যাশা নিয়ে মাঠে নামার কথা দলটির। তবে মরশুম শুরুর আগেই চোটে পড়েছেন লিওনেল মেসি । এক বিবৃতিতে হ্যামস্ট্রিং ইনজুরির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইন্টার মায়ামি। ক্লাবটি জানিয়েছে, মেসির হ্যামস্ট্রিংয়ের পেশিতে টান লেগেছে এবং তিনি কবে নাগাদ অনুশীলন ও ম্যাচে ফিরবেন, তা নির্ভর করবে চোট কত দ্রুত সেরে ওঠে তার ওপর। আরও কিছু মেডিক্যাল পরীক্ষার পরই ইনজুরির মাত্রা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। মেসির চোটের কারণে স্থগিত করা হয়েছে মায়ামির প্রাক-মরশুম প্রস্তুতির শেষ ম্যাচ। ১৩ ফেব্রুয়ারি পুয়ের্তো রিকোয় ক্লাব ইন্ডিপেনদিয়েন্তে দেল ভালোর বিপক্ষে ম্যাচ খেলার কথা ছিল মায়ামির। সেটি এখন ২৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। ম্যাচ বাতিলের ঘটনায় এক ভিডিও বার্তায় মেসি বলেন, 'পুয়ের্তো রিকোর সেই মানুষদের কাছে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি, যারা আমাদের অনুশীলন সেশন ও ম্যাচ দেখতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। ইকুয়েডরে আমাদের সর্বশেষ ম্যাচে আমার মাংসপেশিতে টান লাগে।

সে কারণে আমাকে আগেভাগেই মাঠ ছাড়তে হয়। ক্লাব ও আয়োজকদের সঙ্গে আলোচনা করেই ম্যাচটি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আশা করি ভবিষ্যতে আবার সেখানে খেলতে পারব।' আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি এমএলএসের নতুন মরশুমের প্রথম ম্যাচে লস অ্যাঞ্জেলস এফসির বিপক্ষে মাঠে নামার কথা জাভিয়ের মাশ্চেরানোর শিষ্যদের। তবে ওই ম্যাচে মেসির খেলা নিয়ে এখনো অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেওয়ার পর থেকেই ইন্টার মায়ামির সাফল্যের অন্যতম কারিগর মেসি। ২০২৪ সালে ক্লাবটিকে প্রথম ট্রফি হিসেবে লিগস কাপ জেতান তিনি। একই মরশুমে ব্যক্তিগতভাবে হন সেরা খেলোয়াড়। এরপর ২০২৪ সালে সাপোর্টার্স শিল্ড এবং ২০২৫ সালে মায়ামির ইতিহাসে প্রথম এমএলএস কাপ জয়ে নেতৃত্ব দেন এই আর্জেন্টাইন মহাতারকা। সর্বশেষ মরশুমে মেসি ছিলেন দলের সেরা গোলদাতা। জিতেছেন গোল্ডেন বুটের পাশাপাশি সবচেয়ে মূল্যবান খেলোয়াড়ের (এমভিপি) পুরস্কারও। এমন সময়ে তার চোটে পড়া নিঃসন্দেহে নতুন মরশুম শুরুর আগে ইন্টার মায়ামির জন্য বড় ধাক্কা ।

বয়কট নাটকের পরও ফের আশঙ্কার কালো মেঘ, আদৌ বল গড়াবে বিশ্বকাপে ভারত-পাক ম্যাচে ?

১৫ ফেব্রুয়ারি, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেই বহুপ্রতীক্ষিত মহারণের অপেক্ষা। বয়কট নাটক শেষ করে ভারতের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে পাকিস্তান। হাইভোল্টেজ ম্যাচ দেখার জন্য মুখিয়ে ক্রিকেটবিশ্ব। কিন্তু আদৌ কি সেই আশা পূর্ণ হবে? কারণ, শ্রীলঙ্কায় এই ম্যাচ নিয়ে ফের আশঙ্কার কালো মেঘ। না, পাকিস্তান আর ম্যাচ বয়কটের নাটক করছে না। বরং এবার সত্যিই আকাশে কালো মেঘ। শ্রীলঙ্কার আবহাওয়া দপ্তর কিন্তু ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে, '১৫ ফেব্রুয়ারি বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণাঞ্চলে নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। তাই সাবধান থাকুন।' হাওয়া অফিসের এই সতর্কবার্তায় ফের কপালে ভাঁজ সমর্থকদের। জানা গিয়েছে, রবিবার কলম্বোয় বিকেল থেকে সন্ধ্যায় ৫০ শতাংশের বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে ম্যাচ পিছতে থাকবে। সেক্ষেত্রে ন্যূনতম পাঁচ ওভারের ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এছাড়া ম্যাচ হলে ডিএলএস পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ থাকছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, যদি ম্যাচ ভেস্তে যায়, তাহলে কি রিজার্ভ ডে থাকছে? উত্তর হল- না। যেহেতু এটা গ্রুপ পর্বের ম্যাচ, তাই কোনও রিজার্ভ ডে নেই। বিশ্বকাপে এ গ্রুপে আপাতত শীর্ষে ভারত। ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্টের সঙ্গে নেট রানরেটও যথেষ্ট ভালো (৩.০৫০)। পাকিস্তানের পয়েন্টও ৪, তবে নেট রানরেটে অনেকটাই পিছিয়ে (০.৯৩২)। এরপর আছে নেদারল্যান্ডস ও আমেরিকা। বৃষ্টিতে ভারত-পাক ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গেলে পয়েন্ট ভাগাভাগি হয়ে যাবে। ভারত যেহেতু নেট রানরেটে অনেকটা এগিয়ে, তাই বিশেষ অসুবিধা হবে না সূর্যকুমারদের। তবে ক্রিকেট মহারণ দেখা থেকে বঞ্চিত হবে সমর্থকরা।

ক্রিকেটের ধাঁচে এবার ফুটবল বিশ্বকাপে ও রোবট কুকুর ! নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে আধুনিক প্রযুক্তি

রোবট কুকুর - প্রথম এই আধুনিক যন্ত্রচালিত কুকুরকে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম ক্রিকেট মাঠে । আইপিএলে এই রোবট কুকুরের আবির্ভাব আমরা দেখেছিলাম মাঠে । সেবার তাঁকে মূলত ব্যবহার করা হয়েছিল মাঠের নানা মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করতে । আর এবার সেই ক্রিকেটের ধাঁচেই তাকে দেখা যাবে ফুটবল বিশ্বকাপে। তবে এবার তার ভূমিকার বদল হচ্ছে । আরো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পড়ছে তার কাঁধে । উল্লেখ্য এবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেশ আমেরিকা সহ মেক্সিকো, কানাডায় আয়োজন হচ্ছে ফুটবল বিশ্বকাপের । আর সেখানে মেক্সিকোতে এই কুকুর থাকবে নিরাপত্তার দায়িত্বে ও ! আগামী ১১ জুন মেক্সিকো সিটিতে আয়োজন হবে ফুটবল বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ। ১৯ জুলাই পর্যন্ত চলবে ফুটবলের বিশ্বকাপ ।

টি-২০ বিশ্বকাপের ম্যাচে আম্পায়ারের নির্দেশ অমান্য , আইসিসির শাস্তির কোপে মহম্মদ নবী

দক্ষিণ আফ্রিকা-আফগানিস্তানের লড়াইয়ে ক্রিকেটীয় উত্তেজনার রসদ এত বেশি ছিল যে, অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে এই ম্যাচ। তবে ম্যাচ চলার সময় অন্য একটু উত্তেজনাও দেখা গিয়েছিল, যেখানে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন মহম্মদ নবী । সেটির খেসারত দিতে হচ্ছে আফগানিস্তানের অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে। ম্যাচ ফির ১৫ শতাংশ জরিমানা করা হয় নবীকে। একই সঙ্গে তার নামের পাশে যোগ করা হয় একটি ডিমেরিট পয়েন্ট। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আইসিসি জানায় আচরণবিধির ২.৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয় নবীর বিরুদ্ধে, যেখানে উল্লেখ করা আছে ' আন্তর্জাতিক ম্যাচ চলার সময় আম্পায়ারের নির্দেশ অমান্য করা । ' আমেদাবাদে বুধবার আফগানিস্তানের রান তাড়ায় চতুর্দশ ওভার শুরুর আগের ঘটনা সেটি। নতুন স্পেলে বোলিং আসেন লুঙ্গি এনগিডি, যিনি বোলিং করছিলেন হাতে সাদা রিস্ট ব্যান্ড লাগিয়ে। ডানহাতি এই পেসারে বাঁ হাতে ছিল সাদা রিস্ট ব্যান্ড। তবে সাদা রিস্ট ব্যান্ডের কারণে সাদা বল দেখতে অসুবিধা হয় জানিয়ে এনগিডিকে রিস্ট ব্যান্ড খুলতে বলেন নবী । দক্ষিণ আফ্রিকার এই পেসার তা করতে রাজি হননি। এই সময় নবীকে এগিয়ে গিয়ে কিছু বলতে দেখা যায়। দুই আম্পায়ার বাংলাদেশের শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ ও ভারতের জায়ারামান মদনগোপাল গিয়ে কিছু একটা বলেন নবীকে। আম্পায়ারদের সঙ্গেও বেশ কিছুক্ষণ ধরে কথা বলেন ৪১ বছর বয়সী ক্রিকেটার। এক পর্যায়ে এগিয়ে যান এডেন মার্করাম। দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়কের সঙ্গেও কিছু বলতে দেখা যায় নবীকে। মাঠের দুই আম্পায়ারের সঙ্গে টিভি আম্পায়ার ও চতুর্থ আম্পায়ার মিলে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আনেন। নবী মেনে নেন নিজের দায় ও ম্যাচ রেফারির দেওয়া শাস্তি। তাই শুনানির প্রয়োজন পড়েনি। মহানাটকীয় এই ম্যাচে মূল ম্যাচ 'টাই' হওয়ার পর সুপার ওভারও 'টাই' হয়। পরে দ্বিতীয় সুপার ওভারেও নাটকীয়তা জমিয়ে হেরে যায় আফগানিস্তান । নবীদের পরের ম্যাচ সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিপক্ষে সোমবার দিল্লিতে।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 2/14/2026 2:35 AM Page 17

‘ভ্যালেন্টাইন ডে’

নজস্ব প্রতিবেদন ঃ আজ ১৪ ফেব্রুয়ারি। বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। কিন্তু আমরা অনেকেই হয়তো জানি না এই দিবসটি কিভাবে বা কোথা থেকে আসলো। এক নজরে জেনেনিন বিশ্ব ভালোবাসা দিবসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কথিত রয়েছে-প্রাচীন রোমে ১৪ ফেব্রুয়ারি ছিল রোমান দেব-দেবীর রানী জুনোর সম্মানে ছুটির দিন। জুনোকে নারী ও প্রেমের দেবী বলে লোকে বিশ্বাস করত। কারো করো মতে ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস হওয়ার কারণ ছিল এটিই। আবার কেউ বলেন, রোমের সম্রাট ক্লডিয়াস ২০০ খ্রিস্টাব্দে দেশে বিয়ে প্রথা নিষিদ্ধ করেন। তিনি ঘোষণা দেন, আজ থেকে কোনও যুবক বিয়ে করতে পারবে না। যুবকদের জন্য শুধুই যুদ্ধ। তার মতে, যুবকরা যদি বিয়ে করে তবে যুদ্ধ করবে কারা? সম্রাট ক্লডিয়াসের এ অন্যায় ঘোষণার প্রতিবাদ করেন এক যুবক।

যার নাম ভ্যালেন্টাইন। অসীম সাহসী এযুবকের প্রতিবাদে ক্ষেপে উঠেছিলেন সম্রাট। রাজদ্রোহের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তাকে। ১৪ ফেব্রুয়ারি ভোরবেলা মাথা কেটে ফেলা হয় তার। ভালোবাসার জন্য ভ্যালেন্টাইনের আত্মত্যাগকে স্মরণ করতে তখন থেকেই এ দিনটিকে পালন করা হয় ভ্যালেন্টাইন দিবস হিসেবে। তবে এটিও সর্বজন স্বীকৃত নয়। এখানেও দ্বিমত আছে। কারও কারও মতে, প্রাচীন রোমে ভ্যালেন্টাইন নামে একজন চিকিৎসক ছিলেন। তিনি রোগীদের প্রতি ছিলেন ভীষণ সদয়। অসুস্থ মানুষের ওষুধ খেতে কষ্ট হয় বলে তিনি তেঁতো ওষুধ ওয়াইন, দুধ বা মধুতে মিশিয়ে খেতে দিতেন।

সেই ডাক্তার খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। প্রাচীন রোমে খ্রিস্টধর্ম তখন মোটেও জনপ্রিয় ছিল না। এই ধর্মে বিশ্বাসীদের শাস্তি দেওয়া হতো। একদিন রোমের এক কারা প্রধান তার অন্ধ মেয়েকে ভ্যালেন্টাইনের কাছে নিয়ে এসেছিলেন চিকিৎসার জন্য। ভ্যালেন্টাইন কথা দিয়েছিলেন তিনি তার সাধ্যমতো চিকিৎসা করবেন। মেয়েটির চিকিৎসা চলছিল এমন সময় হঠাৎ একদিন রোমান সৈন্যরা এসে ভ্যালেন্টাইনকে বেঁধে নিয়ে যায়। ভ্যালেন্টাইন বুঝতেপেরেছিলেন, খ্রিস্টান হওয়ার অপরাধে তাকে মেরে ফেলা হবে। ২৬৯ খ্রিষ্টাব্দে বা কারও মতে ২৭০ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি রোম সম্রাট ক্লডিয়াসের আদেশে ভ্যালেন্টাইনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। তার আগে ভ্যালেন্টাইন অন্ধ মেয়েটিকে বিদায় জানিয়ে একটি চিরকুট লিখে রেখে গিয়েছিলেন। তাকে হত্যার পর কারা প্রধান চিরকুটটি দিয়েছিলেন মেয়েটিকে। তাতে লেখা ছিল, ‘ইতি তোমার ভ্যালেন্টাইন’ । মেয়েটি চিরকুটের ভেতরে বসন্তের হলুদ ত্রোকস ফুলের আশ্চর্য সুন্দর রং দেখতে পেয়েছিল কারণ, ইতোমধ্যে ভ্যালেন্টাইনের চিকিৎসায় মেয়েটির অন্ধ দু’চোখে দৃষ্টি ফিরে এসেছিল। ভালবাসার এসব কীর্তির জন্য ৪৯৬ খ্রিস্টাব্দে পোপ জেলাসিয়ুস ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখকে ভ্যালেন্টাইন্স ডে হিসেবে ঘোষণা করেন। সেই থেকে এই দিনটিকে মানুষেরা ভ্যালেন্টাইন্স ডে হিসেবে পালন করে আসছে।ভ্যালেন্টাইন্স ডে’র উৎপত্তির বিষয়ে আরেকটি সম্পূর্ণভিন্নমত রয়েছে।

এই মতের লোকেরা বলেন, ভ্যালেন্টাইনের সঙ্গে প্রিয়জনকে ভালোবাসার বার্তা পাঠানোর আদৌ কোনও সম্পর্ক নেই। প্রাচীনকালে মানুষের বিশ্বাস ছিল, ১৪ ফেব্রুয়ারি হলো পাখিদের বিয়ের দিন। পাখিরা বছরের দ্বিতীয় মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ডিম পাড়তে বসে। আবার কেউ বলেন, মধ্যযুগের শেষদিকে মানুষ বিশ্বাস করত এদিন থেকে পাখিদের মিলন ঋতু শুরু হয়। পাখিরা সঙ্গী খুঁজেবেড়ায়।

পাখিদের দেখাদেখি মানুষও তাই সঙ্গী নির্বাচন করে এ দিনে।৪৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ভ্যালেন্টাইন্স ডে’র উদ্ভব হলেও এটি বিশ্বব্যাপী প্রথম দিকে তেমনিভাবে প্রচার ও প্রসার লাভ করেনি। পাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে জন্ম দিনের উৎসব, ধর্মোৎসব সবক্ষেত্রেই ভোগের বিষয়টি মুখ্য। তাই গির্জা অভ্যন্তরেও মদ্যপানে তারা বিরত থাকে না। খ্রিস্টীয় চেতনা ভ্যালেন্টাইন দিবসের কারণে বিনষ্ট হওয়ার অভিযোগে ১৭৭৬ সালে ফ্রান্স সরকার ভ্যালেন্টাইন্স উৎসব নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইংল্যান্ডে ক্ষমতাসীন পিউরিটানরাও একসময় প্রশাসনিক ভাবে এ দিবস উৎযাপন করা নিষিদ্ধ করেছিল। এছাড়া অস্ট্রিয়া,হাঙ্গেরি ও জার্মানিতে বিভিন্ন সময়ে এ দিবসটি জনগণ ও

সরকারিভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।বর্তমান সময়ে এসে ভ্যালেন্টাইন্স দিবসের কদর প্রবল ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে পাশ্চাত্যে এ উৎসব মহাসমারোহে উদযাপন করা হয়। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের মানুষেরা এই দিবস উপলক্ষে এই দিনে প্রায় কয়েক কোটি ডলার ব্যয় করে। ভালোবাসা দিবসের জন্য মানুষেরা কার্ড, ফুল, চকোলেট ও অন্যান্য উপহার সামগ্রী ক্রয় করে। যুক্তরাষ্ট্রে এই দিনে প্রায় আনুমানিক ৩ কোটি শুভেচ্ছা কার্ড আদান-প্রদান করা হয়।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।